Dhaka Commerce College

DHAKA COMMERCE COLLEGE JOURNAL

ISSN 2220-3303

VOL. XII, NO. 1: DECEMBER 2020

DHAKA COMMERCE COLLEGE JOURNAL

VOL. XII, NO. 1 : DECEMBER 2020

Dhaka Commerce College

DHAKA COMMERCE COLLEGE JOURNAL

VOLUME XII, NO. I, DECEMBER 2020
ISSN 2220-3303

Dhaka Commerce College
Mirpur, Dhaka 1216, Bangladesh
Tel: 88-02-48033903, 48036942, 48037357
Email: dccjournal@gmail.com
Web: www.dcc.edu.bd

DHAKA COMMERCE COLLEGE JOURNAL

VOLUME XII, NO. I, DECEMBER 2020

Published by
Editor
Dhaka Commerce College Journal
Dhaka Commerce College

Date of Publication
31 December 2021

Editorial and Business Office
Office of the Editor of DCCJ
Dhaka Commerce College
Mirpur, Dhaka 1216, Bangladesh
Tel: 88-02-48033903, 48036942, 48037357
Email: dccjournal@gmail.com
Web: www.dcc.edu.bd

Copyright
After the acceptance of the articles for publication in Dhaka Commerce College Journal, the copyright will be reserved by Dhaka Commerce College.

Cover Design
Md. Geas Uddin

Printed by
Century Printing Press & Graphics
2, Salemuddin Bhaban
Mirpur 1, Dhaka 1216

Price: BDT 400.00
US$ 7.00

DHAKA COMMERCE COLLEGE JOURNAL

VOLUME XII, NO. I, DECEMBER 2020

EDITORIAL BOARD

ADVISERS

Professor Dr. Shafique Ahmed Siddique
Chairman, Governing Body, Dhaka Commerce College & BUBT Trust
Professor Md. Abu Saleh
Member, Governing Body, Dhaka Commerce College & BUBT Trust
Professor Kazi Md. Nurul Islam Faruky
Honourary Professor, Dhaka Commerce College
Professor Dr. Md. Abu Masud
Principal, Dhaka Commerce College
Professor Md. Wali Ullah
Vice Principal, Dhaka Commerce College
Professor Md. Shafiqul Islam
Adviser (Academic), Dhaka Commerce College

EDITOR

Md. Moinuddin Ahmed
Associate Professor, Dept. of English, Dhaka Commerce College

MEMBERS

Professor Dr. Md. Miraj Ali Akand
Chairman, Dept. of CSE, Dhaka Commerce College
Professor Dr. Kazi Fayz Ahamed
Director, MBA Programme, Dhaka Commerce College
Md. Shafiqul Islam
Associate Professor, Dept. of Marketing, Dhaka Commerce College
Md. Monsur Alam
Associate Professor, Dept. of English, Dhaka Commerce College
Dr. Shahela Alam
Assistant Professor & Chairman, Dept. of Biology, Dhaka Commerce College
Sharif Neaz
Assistant Professor & Chairman, Dept. of Chemistry, Dhaka Commerce College

DHAKA COMMERCE COLLEGE JOURNAL

VOLUME XII, NO. I, DECEMBER 2020

The views presented in the articles in Dhaka Commerce College Journal, Volume XII, No. 1, December 2020 are solely those of the authors, not of the editor or any member of the editorial board or the publisher.

CONTENTS

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনে বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি 1-10
আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০): জীবন ও সাহিত্যকর্ম 11-19
এস এম মেহেদী হাসান

সেলিম আল দীনের *যৈবতী কন্যার মন* : শিল্পসত্তার দ্বিবিধ রূপায়ন 20-31
ড. মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

CODE-SWITCHING AND DISTORTION OF BANGLA IN BANGLADESHI MEDIA 32-44
Mohammad Shafiqur Rahman
Md. Anisur Rahman

FALLACY OF LEARNING ENGLISH SENTENCES AT THE HIGHER SECONDARY LEVEL IN BANGLADESH 45-58
Muhammad Jakaria Faisal
Anupam Biswas

ARUNDHATI ROY'S REPRESENTATION OF OTHER: IDENTITY IN PATRIARCHY AND POST-COLONIAL PERIOD 59-67
Ratna Khanam

CRITICAL ASSESSMENT OF TWO MAJOR DEBACLES IN THE CAPITAL MARKET OF BANGLADESH 68-83
Mohammad Mosharef Hossain
Shuriya Parvin

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SILK INDUSTRY IN BANGLADESH 84-94
Md. Mahfuzur Rahman
Ismat Ara Khatun

IMPACT OF CAPITAL STRUCTURE ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE LISTED CERAMIC COMPANIES OF DSE 95-109
Shahida Sharmin

NOTES FOR CONTRIBUTORS 110-118

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনে বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি

* আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন

সারসংক্ষেপ

প্রবাদ-প্রবচন বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষ তার ভাষা কিংবা ভাবকে অপরের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে আসছে। আর প্রবাদ-প্রবচন মানব জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সহজ, সরল, অর্থবহ এবং স্বল্প কথায় অভিব্যক্ত সত্যভাষণ। প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে বাক্‌প্রিয় বাংলাভাষী মানুষ তাদের বাক্‌পটুত্ব, প্রজ্ঞা আর রসবোধের পরিচয় দিয়েছে। এসব বাগ্‌বিধির ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন ব্যক্তির মানসলোক মূর্ত হয়ে ওঠে, তেমনি সমকালীন সমাজ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। প্রবাদ-প্রবচন সমকালীন সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। বাঙালির ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-সংস্কার, মিশ্র জাতিসত্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও আচার-অনুষ্ঠানের চিত্র পাওয়া যায় প্রবাদ-প্রবচনে। তাই এ নিবন্ধে প্রবাদ-প্রবচনের উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তি, ধ্বনি, অর্থ, বাক্যতত্ত্বীয় শ্রেণিবিন্যাস আর ভাষাসমাজতাত্ত্বিক শ্রেণিকরণ ও বিষয়বিন্যাস প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামবাংলার বৃহৎ অঞ্চলকে।

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেব মুখনিঃসৃত বিচিত্র ধ্বনি ব্যবহার করেছে। মনের আনন্দ, প্রাণের আবেগ অবদমিত করতে না পেরে কথা বলেছে। কালক্রমে মানুষের মুখের কথাই ভাব বিনিময়ের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। লেখার ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে আরও অনেক কাল পরে। সভ্যতার চরমলগ্নেও পৃথিবীর সকল মানুষ লিখতে পড়তে জানে না। কিন্তু বাগযন্ত্রের মাধ্যমে কথা বলে পৃথিবী নামক গ্রহের প্রায় সকলেই। মনের মাধুরী প্রকাশ করে মানুষ কখনো গুছিয়ে কথা বলে, কখনো ছন্দের গাঁথুনিতে, কখনো বাগাড়ম্বর সহযোগে। লক্ষণীয় যে, এ বাগাড়ম্বর যারা প্রকাশ করেছে কাগজে-কলমে তারা শিক্ষিত কবি, সাহিত্যিক আর কথাশিল্পী। আর যারা কথা বলে নিপুণ শব্দ প্রয়োগে তারা বেশির ভাগই নিরক্ষর, মাটিঘেঁষা সাধারণ মানুষ। শব্দ চয়নে, বাগভঙ্গিতে, রসবোধের সন্নিবেশে অশিক্ষিতরা যে প্রজ্ঞা ও পটুত্বের পরিচয় দিয়েছে, সাহিত্যের পরিভাষায় তা-ই প্রবাদ-প্রবচন নামে অভিহিত। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনিবার্যভাবে বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

'প্রবাদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্র+বাদ (বদ্+অ), 'প্র' মানে প্রকৃষ্ট বাদ, বাক্য বা উক্তি। 'প্রবাদ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ পরম্পরাগত উক্তি বা বহুকাল থেকে প্রচলিত উপদেশমূলক জ্ঞানগর্ভ উক্তি বা জনশ্রুতি। আর প্রবাদের পারিভাষিক অর্থ– যে সকল বাক্য যুগ যুগ ধরে লোকজীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত ও সরস বাণীরূপ হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে সে সকল সহজ-সরল অথচ তীর্যক বাক্যই প্রবাদ। প্রবাদের অর্থ যেমন ব্যঞ্জনাময়, তেমনি সংজ্ঞাও বহুমাত্রিক। প্রবাদ সম্পর্কে ওয়াকিল আহমদ এর অভিমত :

> যেসব প্রাজ্ঞ উক্তি লোকপরম্পরায় জনশ্রুতিমূলকভাবে চলে আসছে তা-ই প্রবাদ। প্রবাদ পাথরের নুড়ির মতো, সমাজমানসে জন্ম নিয়ে জীবন স্রোতে অনেক পথ পরিক্রম করে একটি নিটোল অবয়ব লাভ করে। এর পর তা আর ভাঙে না বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।[১]

*** আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন**
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ

সুবলচন্দ্র মিত্রের মতে :

> প্রবাদ-প্রবচন বহু কালগত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বাক্য। পুরাতন বলিয়া বা পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইলেও উহার রসহানি ঘটে না। এটিই উহার বিশেষত্ব। প্রবাদ-প্রবচন জাতির অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। উহার রচনাকাল বা রচয়িতার নাম নির্দেশ করা সহজ নহে।[২]

প্রবাদ সম্পর্কে আর্চার টেইলরের উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য :

> A proverb is a terse didactic statement that is current in tradition or, as epigram says, the wisdom of many and the wit of one.[৩]

প্রবাদ হলো ঐতিহ্যাশ্রিত নীতিশিক্ষামূলক নিটোল উক্তি, প্রবাদে একের জ্ঞান ও বহুর বুদ্ধি নিহিত আছে।

> প্রবাদের দ্বিমাত্রিক অর্থ– একটি আক্ষরিক বা বাহ্যিক, অপরটি ব্যঞ্জনার্থ বা গূঢ়ার্থ। তবে প্রবাদ আক্ষরিক অর্থ কখনোই বহন করে না। আক্ষরিক অর্থে প্রবাদ অবাস্তব ও অসার হয়ে পড়ে। গূঢ়ার্থেই প্রবাদের ব্যবহার হয়ে থাকে। ব্যঞ্জনার্থে প্রবাদ শাণিত থাকে এবং চিরায়ত রূপ লাভ করে।[৪]

ক. 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' আক্ষরিক অর্থে ঢেঁকি আজ বিলুপ্তপ্রায় বস্তু। আধুনিক প্রজন্মের অনেকেই এ বস্তুটির সাথে পরিচিত নয়। গ্রামবাংলার নতুন প্রজন্মকে তা দেখার জন্য জাদুঘরে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু দৈনন্দিন বাক্যালাপে, পত্র-পত্রিকায়, সাহিত্যে এটি ব্যবহৃত হয় ব্যঞ্জনার্থে। অর্থাৎ অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যায় বা অভ্যস্ত ব্যক্তি সবখানেই নিজ কাজ করতে চায়।
খ. 'ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।' কালের বিবর্তনে আমাদের হাতের কাছে ঢিলও থাকে না, পাটকেলটিও পাওয়া যায় না। তবে প্রবাদটি আসলে ব্যবহৃত হয় ব্যঞ্জনার্থে। অর্থাৎ অন্যের অনিষ্ট করলে পাল্টা সে বেশি ক্ষতি করতে পারে।
গ. 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।' কলকারখানার প্রভাবে তাঁতশিল্প ও তাঁতি সচরাচর দেখা যায় না। তবে হরহামেশাই প্রবাদটির ব্যবহার দেখা যায়। এর আক্ষরিক অর্থ ছাড়িয়ে এটি ব্যবহৃত হয় ব্যঞ্জনার্থে। অর্থাৎ অতিরিক্ত লাভের লোভ করলে মূলধন পর্যন্ত হারাতে হয়।

প্রবাদের উৎস

প্রবাদের উৎপত্তির ইতিহাস নির্ধারণ করা যায় না। উৎস অনুযায়ী প্রবাদকে দুশ্রেণিতে ভাগ করা যায় :
১. লোকমুখে প্রচলিত জনপ্রিয় উক্তি : প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে হয়তো এ ধরনের বাক্য প্রচলিত হয়ে আসছে। কে কবে এমন জ্ঞানগর্ভ উক্তি করেছে, তা কে জানে? সে কি জানতো তার মুখের কথাটি কাল থেকে কালান্তরে লোকমুখে প্রচলিত হবে! পণ্ডিতকূল তার বক্তৃতায় ব্যবহার করবে সে অবিনশ্বর বাণী, আর সাহিত্যিকগণ তার কথাশিল্পে রসঘন করে ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করবে প্রবাদ নামের সে সরস কথাটি। কবে কে প্রথম বলে ওঠেছে কথাগুলো কে জানে?

> 'কয়লা ধুইলেও ময়লা যায় না।' (প্রবাদ)

অথবা

> 'দশে মিলে করি কাজ,
> হারি জিতি নাহি লাজ।' (প্রবচন)

২. কবি সাহিত্যিকের রচনা থেকে প্রাপ্ত : সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের ইতিহাস অত্যন্ত সুপ্রাচীন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের (৬৫০-১২০০) অন্যতম কবি ভুসুকুপার ৬ নং পদটি উল্লেখযোগ্য :

আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ নই ছাড়ই ভুসুকু অহেরী।

নিজের মাংসের জন্যই হরিণ নিজের শত্রু। ক্ষণমাত্রও ভুসুকু শিকার ছাড়ে না। নিজের কর্মদোষে অথবা নিজের রূপগুণের জন্য নিজে বিপদে পড়া। প্রবাদটি পরবর্তীকালে বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ আর মুকুন্দুরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হয়।
আরেকটি প্রবাদ পরবর্তীকালে কবি কৃত্তিবাস ব্যবহার করেছেন

'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে'।

মুকুন্দুরাম চক্রবর্তীও প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন সামান্য পরিবর্তন করে। অবশ্য কেবল পয়ার ছন্দে মেলানোর স্বার্থেই এ পরিবর্তন। 'কিবা মৃত্যু হেতু পাখ উঠে পিপিড়ার'– উভয় ক্ষেত্রেই অর্থের কোনো তারতম্য ঘটে না। অযোগ্য ব্যক্তির বাড়াবাড়ি তার মৃত্যু বা ধ্বংসের কারণ হতে পারে।
মধ্যযুগের সেরা কবি ভারতচন্দ্রের কিছু উক্তিও প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে–

'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে ফাঁদ।'

অর্থ : 'বড় লোকের প্রেম ভালোবাসা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়?
বিস্তর ধার্মিক লোক থেকে গেল দায়।' (অন্নদামঙ্গল)

অর্থ : কোনো সমাজে ধ্বংসলীলা চললে উক্ত এলাকার ভালোমন্দ সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
আধুনিক কবিতার জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর একটি প্রহসনের নামকরণ করেছেন '*বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ*'। বুড়ো বয়সে বহু বিবাহের খায়েস এমন বুড়োকে বিদ্রূপ করে বুড়ো বয়সে অতি যৌবন প্রদর্শনকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে প্রবাদটিতে।
কাজী নজরুল ইসলামের রচনায়ও প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। এর বেশ কয়েকটি নজরুলের নিজস্ব সৃষ্টি– 'থুবড়ো মেয়ের মা হওয়ার সাধ।' বিয়ে না হওয়া মেয়ের সন্তান প্রত্যাশা অর্থাৎ আগাম প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করা। 'খোশখবর ঝুটভি আচ্ছা'– ভালো কিছু মিথ্যা হলেও শুনতে ভালো লাগে বা মিথ্যা প্রশংসাও শ্রুতিমধুর হয়। 'ধনী ধন পায় দিনে দেখে তারা'– অধিক ধনসম্পদে উল্লসিত হওয়া।
প্রবাদ ও প্রবচন দুটি শব্দের অর্থ উৎপত্তি ও বিকাশ অভিন্ন হলেও দৃষ্টির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে বিশ্লেষকদের তা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে মূল তফাৎটা হলো প্রকাশের দ্যোতনায়। প্রবাদ ব্যঞ্জনানির্ভর আর প্রবচন বাচ্যার্থনির্ভর। 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট' – বেশি সংখ্যক সন্ন্যাসী কীভাবে গাঁজন নষ্ট করে সে বাচ্যার্থ আমরা খুঁজতেও যাই না। এর ব্যঞ্জনার্থ হচ্ছে একটি কাজে অনেক মানুষ জুটলে মতভেদের কারণে কাজটি অনেক ক্ষেত্রেই পণ্ড হয়ে যেতে পারে।
পক্ষান্তরে, প্রবচন বাচ্যার্থনির্ভর জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ চিরন্তন উক্তি। 'রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, স্বামীর দোষে স্ত্রী নষ্ট।' রাজা বা শাসক যোগ্য না হলে রাজ্যময় অশান্তি নেমে আসে অর্থাৎ যোগ্য রাজা উন্নতির

পূর্ব শর্ত। আবার স্বামী যোগ্য না হলে তেমনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তথা সংসার জীবন নষ্ট হয়ে যায়। প্রবচনটি যতই তীর্যক বা বক্রোক্তি হোক আক্ষরিক অর্থে এটি সমাজজীবনেরই প্রতিফলন।

প্রবাদে সমাজ-সংস্কৃতি ও দেশকাল

শিল্প ও সাহিত্য সমাজজীবনের দর্পণ। সমাজজীবনে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বাংলা বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন তারই স্বাক্ষর বহন করে। প্রবাদ আছে – 'দেশ যেমন তার প্রবাদও তেমন।' প্রবাদ-প্রবচন বক্তব্যকে করে তীর্যক ও শাণিত। এ শব্দগুচ্ছ সাধারণ অর্থ ছাড়িয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে থাকে। প্রবাদ-প্রবচন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনার প্রতিফলন। মানুষের মুখের ভাষায় ও লেখকের সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে ব্যক্তির মন ও মননের প্রকাশ ঘটে আর সমাজের নানা দিক তীর্যক ও স্পষ্টরূপে ধরা দেয়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলার লোকসাহিত্য* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "প্রবাদ-প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি। ইহা একদিক দিয়া যেমন প্রাচীন, তেমনই অন্যদিক দিয়া আধুনিক।"[৫] আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে "প্রবাদের মাধ্যমে জাতির সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে আবিষ্কার করা যায়।"[৬] প্রবাদ-প্রবচন সমাজের মানুষের অন্তর্গত অনুভূতির স্বগতোক্তি। সমাজের মাটি ও মানুষের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক। মানবমন, ব্যক্তিক চরিত্র, নরনারী, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, দাম্পত্যচিত্র, সমাজ, ধর্ম, জীবনাচার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, কলহ-বিসম্বাদ, উদারতা-কুটিলতা, প্রেমবিরহের একটা চমৎকার চিত্র ফুটে ওঠে এসব প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে।

পরিবার ও আত্মীয় স্বজন

পরিবার সমাজের প্রাথমিক সংগঠন। বাঙালি সমাজে একান্নবর্তী পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, পুত্র-কন্যা, দেবর-ননদ, শ্বশুর-শাশুড়ি সবাই মিলে সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা পরস্পর ভাগাভাগি করেছে সুদীর্ঘকাল। পাশাপাশি ঈর্ষা-হিংসা-জিঘাংসাও পরিবারে লক্ষণীয়। পরিবারে স্বজনরাও পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের মুখে সরস উক্তি, তীর্যক ভাষণ আজও প্রবাদরূপে সে-সমাজের চিত্রই তুলে ধরে। মূলত পরিবারই প্রবাদ-প্রবচনের আঁতুড়ঘর বলা যায়। সমাজের লব্ধঅভিজ্ঞ মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক সৃষ্টি প্রবাদ। পারিবারিক ও সামাজিক মানুষ হিসেবে জীবন চলার পথে এটি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত হয়ে আসছে। বাবা পরিবারের প্রধান ব্যক্তি। সবার সুখে দুঃখে বাবা পাশে থাকেন। সেই বাবা যদি মারা যান, তখন বাবা অনেক ক্ষেত্রে পর হয়ে যান। সেক্ষেত্রে বলা হয় 'মা মরলে বাপ তালই'। সংসারে নিজের সুবিধাটাই সবাই আগে দেখে – তাই প্রবাদটি প্রচলিত হয়েছে 'আপন বাঁচলে বাপের নাম'। এ জগতে পাপ করলে কেউ রেহাই পায় না – 'পাপ বাপকেও ছাড়ে না।' পরিবারে মায়ের চেয়ে বেশি দরদি আর কে আছে? কেউ পরম আপনজনের চেয়ে বেশি আদর দেখালে ব্যবহার করা হয় –'মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশি'। পরম আপনজনকে শাস্তি দিয়ে বা কটাক্ষ করে অপরকে অনেক সময় শেখানোর কৌশল অবলম্বন করতে হয়, সে কথা বোঝানোর জন্য আমরা বলি 'ঝিকে মেরে বউকে শিখানো'। আবার একের অধিকারের স্থলে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হলে বলা হয়ে থাকে 'মার পুত নয় শাশুড়ির জামাই'। রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' গল্পে মেয়েটির নাম রাখা হলো সুভাষিণী, অথচ জন্মের কিছুদিন পরে বোঝা গেল মেয়েটি বোবা। যার যে গুণ নেই, তার প্রতি গুণ আরোপ করলে আমরা ব্যবহার করি 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন'। পরিবারে নারী নির্যাতনের চিত্রও ফুটেছে প্রবাদে। সমাজের মানুষের মোকাবেলা করতে না পেরে পরিবারের বা নিরীহজনের সাথে রূঢ় আচরণ করতে বা

দাপট দেখাতে গেলে 'দরবারে না মেলে ঠাঁই, ঘরে গিয়ে মাগ কিলাই' প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। আবার একজনের সুবিধা গ্রহণ করে আরেক জনের উপকার করা অর্থাৎ অকৃতজ্ঞের মতো আচরণ করলে আমরা বলি 'ভাত খায় ভাতারের পা টেপে নন্দাইয়ের।'

প্রবচন মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ বাণী। দীর্ঘ জীবনাভিজ্ঞতায় জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। পারিবারিক জীবনের নানান নির্দেশনা রয়েছে শাশ্বত এসব নীতিবাক্যে। পরিবারের প্রধান বাবাকে নিয়ে প্রবাদ আছে – 'বাপ কা বেটা সিপাহি কা ঘোড়া, কুচ ভি তো থোড়া থোড়া।' অর্থাৎ পৈতৃক বা পারিবারিক গুণাবলি সন্তান অল্প হলেও পেয়ে থাকে। তরুণদের ব্যাপারে সমাজের ধারণা – 'ছেলের বুদ্ধি ঠোঁটে, বুড়োর বুদ্ধি পেটে'। আবার বাপের বাড়িতে কন্যা ঘরজামাই থাকলে সে কন্যা পাকা গৃহিণী হয় না, যেমন পান্তা ভাতে ঘিয়ের কার্যকারিতা থাকে না। তাই বলা হয় 'বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট, পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট।' সব নারীরাই পরিবারে গৃহিণী হয়ে কর্তৃত্ব ফলাতে চায়, তবে সংসারের গুরুদায়িত্ব নিতে চায় কজনে? প্রবচন আছে 'গিন্নি হবার বড় সাধ, কাঁখে কলসি বড়ই বাঁধ।' জামাই আদর বাঙালি সমাজসংস্কৃতির অংশ। কখনো সে জামাই অভিমান করে সে আদরআপ্যায়ন থেকে বঞ্চিত হয় – 'আগে জামাই কাঁঠাল খান না, শেষে জামাই ভূঁতিও পান না।' আত্মীয়-স্বজন নিয়ে আরও অনেক প্রবাদ রয়েছে, যা সমাজের রূঢ় বাস্তবতায় সমৃদ্ধ :

মাসি	:	'মায়ের কাছে কিল ছাপড়, মাসির কাছে বড় আদর।'
ভাই	:	'ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন, যদিও পৃথক হয় নারীর কারণ।'
মামা	:	'মামার ক্ষেতে বিয়ালো গাই, সে সুবাদে মামতো ভাই।'
মেয়ে	:	'নদীর পানি ঘোলাও ভালো, জাতের মেয়ে কালাও ভাল।'
স্বামী-স্ত্রী	:	'রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, স্ত্রীর দোষে স্বামী নষ্ট।'

গৃহস্থালি

মানুষের জীবনে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান যেমন অপরিহার্য, তেমনি সামাজিক জীবনের জন্য অপরিহার্য তার ভাষা। তাই মানুষের মুখের বুলিতে উঠে এসেছে দৈনন্দিন জীবন আর গৃহস্থালির নানান উপকরণ। এসব গৃহস্থালি উপকরণের ব্যবহার উপযোগিতা বর্তমান নেই। কিন্তু প্রবাদ-প্রবচনে টিকে আছে সেসব গৃহস্থালি সামগ্রী। এসব উপকরণের মাধ্যমে সমকালীন সমাজের একটা চিত্র পাওয়া যায়।

ঢেঁকি আজ আর অপরিহার্য বস্তু না হলেও অপরের অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কাজ করতে গেলে তাকে আমরা বলি 'অন্যের উপরোধে ঢেঁকি গেলা'। আবার 'আসল ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া' – আসল বিষয় অবহেলা করে ক্ষুদ্র বিষয়ে গুরুত্বারোপ করার বিষয়ে প্রবাদটি প্রচলিত আছে। ছাই, কুলো, ছালা, ছুঁচ দৈনন্দিন জীবনের এসব সামান্যতম সমিদও বাদ পড়েনি প্রবাদ-প্রবচন থেকে। কোনো নিরীহ ব্যক্তির ওপর দোষ চাপালে উক্ত ব্যক্তি বলে ওঠে 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো'। আবার কারও পরিপূর্ণ কাজের ক্ষতি সাধন করলে আমরা বলি 'বাড়া ভাতে ছাই পড়া'। কেউ কোনো প্রতারকের পাল্লায় পড়ে পুঁজি ও লাভ দুটোই হারালে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বলে 'আমও গেল, ছালাও গেল'। আবার নিজের বড় বড় দোষ ঢেকে রেখে অন্যের দোষ ধরলে এ প্রবাদটি প্রচলিত আছে – 'চালুনি বলে, ছুঁচ তোর তলায় কেন ছেঁদা'। নিজেই প্রবল উৎসাহী, তার ওপরে অন্যের অনুরোধ থাকলে আমরা বলি

'একে নাচুনি বুড়ি, তার উপর ঢোলের বাড়ি'। 'চুন খেয়ে মুখ তেঁতেছে দই খেতে ডরাই' বা 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে ডরায়' দুটো প্রবাদই অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একবার বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর ঐ জাতীয় কোন বিপদের আভাসেই ভীত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এ দুটো প্রবাদ।

খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যসংস্কৃতি

মানুষের জীবনের প্রধান ও প্রথম চাহিদা খাবার। আর ভোজনরসিক বাঙালির হরেক রকম খাবারের প্রতি আকর্ষণের বিষয়টি প্রমাণিত হয় তাদের মুখের বুলিতে। 'মাছে ভাতে বাঙালি' যেমন বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জন্য প্রযোজ্য, তেমনি দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের ব্যাপারে প্রচলিত আছে 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়'। বিলাসিতাও বাঙালি মধ্যবিত্তের একটা রোগ– 'ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত' অর্থাৎ ঘরে তাদের খাবার নেই, কিন্তু বাইরে বিলাসিতা। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাঙালির বিলাসিতা বোঝাতে ব্যবহার করেছেন 'শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঠেকে রাখে টাক।' উচ্চবিত্তরা নিম্নবিত্তদের শোষণ করে বিভিন্ন কৌশলে কখনো শারীরিকভাবে কখনো আবার অর্থাভাবে ফেলে – বলা হয়, 'হাতে মারবো না ভাতে মারবো।' 'ভাত দেবার মুরদ নেই, কিল মারার গোসাঁই' প্রবাদটিতে পরিবারের কর্তা বা ভূস্বামীরা অনেক সময় ন্যায্য পারিশ্রমিক না দিয়ে, উল্টো তাদের শোষণ নির্যাতন করে তারই প্রমাণ মেলে।

মাছে ভাতে বাঙালির মুখের বুলিতে মাছের কথা এসেছে বার বার। শ্রমজীবী বাঙালি খেটে মরে আর কেউ মজা উপভোগ করে এ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে 'কেহ মরে বিল ছেঁচে কেউ খায় কৈ'। আবার অকর্মণ্য যখন সহজ কাজে অজ্ঞতা প্রকাশ করে, তখন বলা হয় 'ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পারে না', আবার কেউ বড় ধরনের অপরাধ গোপন করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে বলা হয় 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।' দুধ, দই, ছানা বাঙালির প্রিয় খাবার। অনেক সময় দুর্লভ বস্তুর অভাব সস্তা বস্তু দিয়ে মেটাতে হয়, তখন 'দুধের সাধ ঘোলে মেটানো' প্রবাদটি ব্যবহার হয়। আদর যত্ন করে বড় করে তোলার পর পোষ্য যখন ক্ষতি করে, তখন পালনকারী আক্ষেপ করে বলে ওঠে, 'দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষলাম!' সমাজে কোনো মানুষ নিজের তৈরি বস্তুকে মন্দ না বলে হরহামেশা প্রসংশা করলে জবাবে বলা হয় 'গোয়ালা দই গোয়লা টক বলে না।' অনেক প্রবাদে বাঙালির খাদ্যসামগ্রীর উল্লেখ আছে, যেমন :

ধান	:	'পাকা ধানে মই দেওয়া।' প্রায় পূর্ণতা প্রাপ্ত কোন কাজ পণ্ড করে দেওয়া।
চাল	:	'ভিক্ষার চাল কাড়া আর আকাঁড়া।' অনায়াসলব্ধ বস্তুর ভাল মন্দ বিচার চলে না।
লবণ	:	'নুন খাই যার গুণ গাই তার।' উপকারীর উপকার স্বীকার করা।
আদা	:	'আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর।' বৃহৎ কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র মানুষের নাক গলানো।
ঘি	:	'সোজা আঙুলে ঘি উঠে না।' সহজ পদ্ধতিতে কার্যসিদ্ধি লাভ হয় না।

বাংলা প্রবচনেও খাদ্য সামগ্রীর উল্লেখ বহুল পরিমাণে লক্ষণীয়। যে-কোনো আপ্যায়নে ভোজনরসিক হাজির হতে দেরি করে না। কারণ বাঙালি মাত্রই প্রবচনটি জানে 'খাবারের আগে, দরবারের শেষে।' আসলে শুধু বাঙালি নয়, যে-কোনো মানুষকে আপ্যায়ন করে তাকে কাছে টানা যায়, দরিদ্রদের অতিরিক্ত খাটিয়ে নেয়া যায়। তাই বলা হয় 'পেটে খেলে পিঠে সয়।' ইংরেজিতেও এমন প্রবচনের লক্ষ করা যায়, 'The nearest way to a poorman's heart is down their throat.' নিম্নবিত্ত মানুষ হরহামেশা অনাহারে অর্ধাহারে থেকে যেমন রসাতলে যেতে পারে, আবার স্বচ্ছল মানুষ জানে মিতাহার মানুষের জন্য অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ। সেজন্য বলা হয়ে থাকে 'উনা ভাতে দুনা বল, নিত্য উনা রসাতল।' স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের ব্যাপারে বলা হয়, মানুষের অন্ত্রের জন্য তেঁতো আর দাঁতের জন্য লবণ উপযোগী এবং আকণ্ঠভোজন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, যেমন :

'আঁতে তেতোঁ, দাঁতে নুন,
পেট খালি এক কোণ।'

ফলমূল ও শাকসবজি

সভ্যতার ঊষালগ্নে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বনবাসী মানুষ ফলমূল খেয়ে জীবনযাপন করতো নির্বিঘ্নে। মানুষের চাহিদার সাথে তাল মেলানোর তাগিদে সূচনা হলো চাষাবাদের। সে কারণে মানুষের প্রাচীনতম পেশা কৃষি। আর সামাজিকতার প্রয়োজনে মানুষ যখন কথা বলা শুরু করে, তখনই তাদের ভাষায় ফলমূল আর কৃষিজাত পণ্যের ব্যবহার এসেছে। কালক্রমে জ্ঞানগর্ভ আর চিরন্তনতার জন্য সে সকল উক্তি প্রচলিত হয়েছে ভাষা আর সাহিত্যে। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, তাল, বেল, পটোল, পেঁয়াজ সব কিছুরই উল্লেখ আছে প্রবাদ প্রবচনে। সমাজের অযোগ্য ব্যক্তিরা যখন উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ করে, তখন কেউ যেন বলে উঠেছিল 'পাকা আম দাঁড় কাকে খায়'। আবার কেউ যখন ভবিষ্যতে প্রাপ্য বস্তুর জন্য পরিশ্রম না করে ভোগের আগাম প্রস্তুতি নেয়, তখন উক্ত ব্যক্তিকে শুনিয়ে দেয়া হয়, 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' 'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাই না'– অপরাধ অস্বীকার করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই অপরাধ স্বীকার করে নিলে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। আবার কোনো ঘটনায় যখন ব্যক্তির দুটো উদ্দেশ্য একসাথে পূরণ হয়, তখন আমরা বলি 'রথ দেখা হল, আর কলাও বেচা হল'। যে যত দুষ্ট লোক তাকে তেমন কঠিন ভাবেই শাস্তি দিতে হয়, তখন বলা হয়– 'যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল'। ফলমূল শাকসবজির উল্লেখ আছে আরও বহু প্রবাদে :

তাল : 'ঘটি ডোবে না নামে তালপুকুর।' নামে বড় কিন্তু কাজে তুচ্ছ।
লেবু : 'লেবু বেশি চটকালে তেতোঁ হয়।' অতিরিক্ত পীড়াপীড়িতে অপ্রীতিকর পরিস্থতি সৃষ্টি হয়।
পটোল : 'পলতা গাছে পটোল ফলেছে।' নীচ বংশে সুসন্তান জন্ম নিলে এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।
পেঁয়াজ : 'পেঁয়াজও গেল, পয়জারও গেল।' দুদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। অনুরূপ 'আমও গেল, ছালাও গেল।'

শ্রেণিপেশা

বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ নিয়েই গড়ে ওঠে সমাজকাঠামো। কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, কামার, কুমার, কলু, কুলি, কাঠুরে, মুটে-মজুর, মুচি-মেথর, ধোপা-নাপিত, চোর-ডাকাত, সাপুড়ে ইত্যাদি পেশা নিয়েই আবহমান বাঙালি সমাজ। সমাজের চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে তীব্রভাবে প্রকটিত করে তোলার জন্য মানুষের মুখে জন্ম নিয়েছে এসব প্রবাদ আর প্রবচন। 'পথে দেখলাম কামার, দা গড়ে দে আমার।' সংশ্লিষ্ট কাজে পারঙ্গম ব্যক্তিকে পেলে আমরা উক্ত কাজটা করিয়ে নিতে চাই – এমন পরিস্থিতি বোঝাতে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। নাপিতকে নিয়ে একই প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে – 'নাপিত দেখলে নখ বাড়ে।' আবার যে ব্যক্তি অলস, সে ব্যক্তি অজুহাত পেলেই কাজে ফাঁকি দিলে আমরা বলি – 'কুঁড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে'। বস্তিতে আগুন লাগিয়ে যখন প্রভাবশালীরা কেউ ত্রাণ দিতে আসে অর্থাৎ কেউ যখন দ্বিমুখী কৌশল অবলম্বন করে তখন 'সাপ হয়ে কাটে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে' প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। সমাজে অনেকেই অতিরিক্ত লোভ করে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হলে আমরা তাঁতির প্রবাদটি ব্যবহার করে থাকি 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট'। ধোপাকে নিয়েও প্রচলিত আছে প্রবাদ। ধোপা কাপড় পরিষ্কার করতে জোরে আছড়ায়ে কাপড়ের ক্ষতি হলে তার কিছু আসে যায় না। তাই 'যার ফাটে তার ফাটে, ধোপার তাতে কি?' বেদেরাও আমাদের সমাজের মানুষ। পেশাদার ব্যক্তি তার পেশাগত কাজের অন্তর্গত মর্ম বোঝে –

বিষয়টি বোঝানোর জন্য বলা হয় 'সাপের হাঁচি বেদে চেনে'। একই বিষয়ে আরেকটি প্রবাদ আছে – 'জহরি জহর চেনে'। বিভিন্ন পেশার আরও কিছু প্রচলিত প্রবাদ :

চোর	:	'চোরের ধন বাটপারে খায়।'
ডাকাত	:	'কচু কাটতে কাটতে ডাকাত'।
বৈদ্য	:	'বৈদ্যের বড়ি ছুঁলেই কড়ি।'
বৈরাগী	:	'দুই দিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন।'
মাঝি-মাল্লা	:	'নদীর মাঝে গাজি, পারে উঠলে পাজি।'
মোল্লা	:	'মোল্লার দৌড় মসজিদ তক।'
কাজী	:	'কাজির গরু খাতায় আছে গোয়ালে নেই।'
ফকির	:	'ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে।'
ভিক্ষুক	:	'ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।'

বিভিন্ন পেশার মানুষ নিয়েই আমাদের সমাজ। বাংলা প্রবচনেও সমাজের কামার-কুমার, কবিরাজ, চোর-ডাকাত, জেলে-ছুতারের জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে :

কবিরাজ	:	'লাথ চড়ে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ।'
কামার	:	'দেখা হল কামার দা গড়া আমার।'
চোর	:	'দোদিল বান্দা কলমা চোর নাপায় ভেস্ত না পায় গোর।'
বাটপার	:	'চোরের ধন বাটপারে খায়।'
পোদ্দার	:	'পরের ধনে পোদ্দারি, লোক বলে লক্ষ্মীশ্বরী।'
বৈরাগী	:	'দুদিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন।'
জোলা	:	'যেমন কন্যা ভানুমতি, তেমন পাত্র জোলা তাঁতি'।

ধর্ম

ধর্মবিশ্বাস মানুষের সহজাত প্রবণতা। 'রাখে আল্লাহ মারে কে?' বা 'মারে আল্লাহ রাখে কে?' ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষমাত্রই বিশ্বাস করে জন্ম-মৃত্যু ওপরওয়ালার ইশারাতেই সংগঠিত হয়। এই বিশ্বাস ইসলাম ধর্মের ঈমানেরই অংশ। সেই প্রত্যয় ব্যক্ত হয় এই প্রবাদটিতে। 'আল্লাহ যাকে দেন, ছাপ্পড় ফেড়ে দেন' বা 'আল্লাহর দেওয়া ফুরায় না, মানুষের দেওয়া কুলায় না।' অর্থাৎ আল্লাহ যার ওপর তুষ্ট থাকেন, তাকে অঢেল সম্পদ দান করে থাকেন। এ প্রবাদেও পবিত্র কোরআনের একটি বাণীর প্রতিফলন ঘটেছে। প্রভুর ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে গেলে আমরা বলি 'খোদার পর খোদকারী করা।' এসব প্রবাদের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের চিত্র পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। মধ্য যুগের সাহিত্য ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি, *রামায়ণ*, *মহাভারত*, শতসহস্র দেব-দেবী ও স্বর্গমর্ত্য পাতালে তাদের বিচরণ প্রেমলীলা কাম-ক্রোধ-মোহ সবকিছুই ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। সমাজের মানুষগুলো বহুলাংশে ধর্মান্ধ ও নিরক্ষর হলেও নির্বাক ছিল না। তারা অনেকেই যেমন ছিল চালাকচতুর ও সামাজিক, তেমনি ছিল রসিক ও বাকপটু। তাদের মুখের বুলিতে হিন্দু ধর্মের চিত্র ফুটে উঠেছে।

অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র। রামকে নিয়ে প্রবাদ লক্ষণীয়– 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর', একজনের সাথে পেরে ওঠা যায় না, তার ওপর আরেকজন সহযোগীর আর্বিভাব। আবার অসৎ ব্যক্তি যখন সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে, তখন আমরা বলি 'ভূতের মুখে রাম নাম।' রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে নিয়ে প্রচলিত আছে প্রবাদ 'সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মা।' সমগ্র কাজ সমাপ্ত করে

উক্ত কাজে সামান্য ধারণা না জন্মালে অর্থাৎ অকাট মূর্খ বোঝাতে এই কথাটি বলা হয়। রামচন্দ্রকে নিয়ে আরও প্রবাদ লক্ষ করা যায় :

ক. 'মুখে রাম নাম, বগলে ছুরি।'
খ. 'রাম না হতে রামায়ণ।'
গ. 'রামে মারলেও মরবো, রাবণে মারলেও মরবো।'
ঘ. 'সে রামও নাই, অযোধ্যাও নাই।'

হিন্দু ধর্মের সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীকে নিয়েও অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে –'বউনির কড়ি লক্ষ্মীর দান।' বউনি অর্থ ব্যবসায়ের প্রথম বিক্রয়লব্ধ অর্থ। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংস্কার আছে, বউনি ভালো হলে সারা দিন ভালো লাভ হয়। আবার যখন কোনো সম্পদশালী ব্যক্তি উক্ত সম্পদহারা হন, তখন এমন প্রবাদ বলা হয়। 'লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীছাড়া, শংকর ভিখারি।' কারণ লক্ষ্মী সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী, আর শংকর বা মহাদেব সবার উপকার করে থাকেন। 'ধান ভানতে শিবের গাঁজন'। অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা। দেবী লক্ষ্মীকে নিয়ে এ ধরণের আরও কিছু প্রবাদ প্রচলিত আছে।

ক. 'সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে, গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।'
খ. 'লক্ষ্মী আসতে দুয়ারে আগড়।'
গ. 'হাড়ির লক্ষ্মী শুড়ির ঘরে যায়।'

এসব প্রবাদ হিন্দু ধর্ম ও সমাজ থেকে উৎপত্তি হলেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রবাদগুলো ব্যবহার করে থাকে, যেমন :

ক. 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।'
খ. 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি।'
গ. 'কষ্ট করিলে কেষ্ট মেলে।'
ঘ. 'আশি মন ঘি জুটবে না রাধাও নাচবে না।'

প্রবাদ প্রবচনে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা

গ্রামীণ সমাজে মানুষ অনগ্রসর হলেও বাগ্মীতায় তারা প্রাগ্রসর। গ্রামীণ মানুষে মানুষে যেমন হৃদ্যতা আছে, তেমনি শত্রুতার চিত্রও লক্ষণীয়। গলাগলি থকে গালাগালিতে রূপান্তরিত হতে কম সময় নেয় তারা। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে ছিল গ্রাম্য মোড়ল মাতব্বর বা মাদবর। নিজেদের মধ্যে রেষারেষি আর কলহ করে আবার তাদের পুনর্মিলন হয়। কখনো নিজেরা মধ্যস্থতা করে। কখনো কখনো গ্রামের মোড়লরা সালিশের মাধ্যমে তা মিটমাট করে। কখনো মোড়লের সালিশ তারা মানে কিন্তু কৌশলে অমান্য করে। বিচার মানে কিন্তু ছাড়তে রাজি নয়। তাই বলা হয় 'বিচার সালিশি কর, তবে তাল গাছটা আমার'। এ মোড়লরা আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থপর বিধায় তাদের কেউ মানতে চায় না, তারপরও তারা নিজেকে মাতব্বর বলে দাবি করে। 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'। প্রভাবশালীদের আবার তোষামোদকারীর অভাব হয় না। তাদের প্রয়োজন থাকুক আর না-ই থাকুক তাদের উপহার উপঢৌকন দেয়ার দৃষ্টান্ত হচ্ছে – 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' প্রবাদটি। 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া' বা 'পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা' প্রবাদ দুটিতে দেখা যায় মোড়লরা সাধারণ মানুষকে নিজেদের স্বার্থে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতো। এসব সুবিধাবাদীদের আবার 'বাইরে মধু অন্তরে বিষ'। প্রবাদগুলো গ্রামীণ মোড়লতন্ত্রের সাক্ষ্য বহন করে।

গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় মোল্লাতন্ত্রের প্রভাবও কম ছিল না। মোল্লারা ধর্মের অপব্যাখ্যা করে, অনেক সময় ফতোয়া জারি করে শাস্তি দিত। শাস্তি কখনো কঠিন হতো। মোল্লারা কখনো দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিবারে কেউ মারা গেলে দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করতো না। মোল্লাদের এসব আচরণের জন্য তারা সমাজে শ্রদ্ধার আসনও হারিয়েছে। 'আল্লায় দিলে মোল্লায় খায়' বা 'মোল্লার দৌড় মসজিদ তক।' এসব প্রবাদ সে কথারই প্রমাণ বহন করে। পিরতন্ত্র সমাজে বিদ্যমান ছিল। বেশির ভাগ চাষাভুষা পিরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো। তাই বলা হয় 'যার নেই পির তার নেই শির।' পীরকে তারা সমাজে বুদ্ধিমান মনে করতো। সেজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির সাথে চালাকি করলে 'পীরের সাথে মামদো বাজী' প্রবাদটির প্রচলন হয়েছে।

প্রবাদ-প্রবচন সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ রত্নসম্ভার। প্রবাদ-প্রবচনে সমকালীন সমাজের যেমন প্রভাব রয়েছে, তেমনি ভাষা ও সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনের প্রভাব রয়েছে। বিচিত্র মানসিকতা, বিচিত্র বিশ্বাস আর পেশার মানুষ নিয়ে আমাদের সমাজ। সমাজের মানুষের অন্তর্স্থিত বাসনা প্রকাশিত হয় মুখের ভাষায়, কথনে, বচনে। বন্ধুত্ব-ভালোবাসা, হৃদ্যতা-শত্রুতা, প্রেম-প্রত্যাশা, হিংসা-জিঘাংসা, শাসন-শোষণ, সন্ধি-বিগ্রহ সবকিছুর সূত্রপাত, বিকাশ এবং পরিণতি মানুষের কথন-বচন, ভাষণ আর প্রবচনের মাধ্যমেই। প্রকৃত পক্ষে প্রবাদ-প্রবচনের শেকড় আমাদের ঐতিহ্য আর সমাজের গভীরে প্রোথিত।

তথ্যসূত্র

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী – *লোক সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮০, পৃ. ২৫
আশুতোষ ভট্টাচার্য – *বাংলার লোক সাহিত্য*, (প্রথম খণ্ড) পঞ্চম সংস্করণ কলকাতা ২০০৫, পৃ. ৫০০
ওয়াকিল আহমদ – *প্রবাদ ও প্রবচন*, আনন্দধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৪
ওয়াকিল আহমদ – প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
মারুফ আহমেদ চৌধুরী – *নোয়াখালীর শ্লোকগাঁথা*, দাঁড়িকমা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০২০
মাহমুদুল হাসান নিজামী – *বাংলা প্রবাদ ও বাগধারা সংকলন*, অন্বেষা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৯
মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান – *প্রবাদ-প্রবচন*, প্রফেসর'স প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৯
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান – *বচন ও প্রবচন*, বাংলা একাডেমি, জুলাই ১৯৮৫
সুবলচন্দ্র মিত্র – *সরল বাঙ্গালা অভিধান*, কলিকাতা, ১৯২৮, পৃ. ১৪১৯
হুমায়ূন রহমান – *বরিশালের প্রবাদ প্রবচন*, আপন প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫
Taylor, A., 1981. *The Wisdom of Many and the Wit of One*. New York, p. 6

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০): জীবন ও সাহিত্যকর্ম

* এস এম মেহেদী হাসান

সারসংক্ষেপ

অক্ষয়-ঈশ্বর পর্বে যশস্বী প্রবন্ধকারদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) অন্যতম। তিনি শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, নীতি, ধর্ম, চরিত-কথা ও আত্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন। বিষয় নির্বাচন, রচনার গুরুত্ব, গুরুগম্ভীর ও গীতিকাব্যোচিত সুরের স্পন্দন অনুভব করা যায় তাঁর প্রবন্ধে। তাঁর লেখায় বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের গদ্যের প্রভাব অনুভূত হলেও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তিনি মাত্র ১৩ বছর বয়সে ঢাকার সুধীসমাজে একজন প্রবন্ধকার ও বাগ্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণনিষ্ঠ কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৬৯), প্রভাত চিন্তা (১৮৭৭), নিভৃত চিন্তা (১৮৮৩), নিশীথ চিন্তা (১৮৯৬) ও ভ্রান্তিবিনোদ (১৮৮১) তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আদলে পূর্ববঙ্গ হতে 'বান্ধব' (১৮৭৪) নামে অতি উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর অনন্য কীর্তি। তাঁর প্রথম পর্যায়ের প্রবন্ধগুলো বুদ্ধিপ্রধান ও যুক্তিনিষ্ঠ; শেষ পর্যায়ের প্রবন্ধে জ্ঞান ও যুক্তির সাথে প্রবল ভক্তিবাদের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও দর্শনঘেঁষা লেখার জন্য তাঁকে 'পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর', 'বঙ্গের কার্লাইল' ও 'বঙ্গের এমারসন' উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর সহ-সভাপতি ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' ও 'সি আই ই' উপাধিতে ভূষিত করে। তৎকালীন প্রবন্ধ রচয়িতাবৃন্দের মধ্যে তাঁর স্বতন্ত্র চিন্তা-ভাবনা ও সুউচ্চ অবস্থান সম্বন্ধে আলোকপাত করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যগগনে প্রধান যে নক্ষত্র উদ্ভাসিত হয় তাঁর নাম কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০)। তিনি অক্ষয়-ঈশ্বর পর্বে বিশিষ্ট প্রবন্ধকারদের অন্যতম। গভীর চিন্তাশীল ও সামাজিক কল্যাণনিষ্ঠ চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ রচনাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেও সুপণ্ডিত হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর তৎসম শব্দপূর্ণ গুরুগম্ভীর গদ্যরীতি বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির অনুরূপ। বিদ্যাসাগরী গদ্যের প্রভাব অনুভূত হলেও তাঁর রচনার মধ্যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। তিনি শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, নীতি, ধর্ম, চরিতকথা, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন।[১]

তাঁর অনন্য কীর্তি ছিল রুচিশীল ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য পত্রিকা 'বান্ধব' সম্পাদনা। মননশীল, চিন্তাগর্ভ ও পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনাপ্রসূত রচনার জন্য তাঁকে 'পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর' এবং 'বঙ্গের কার্লাইল' নামেও অভিহিত করা হয়েছিল। ড. সুকুমার সেন বলেন :

> তবে তাঁহার গদ্য নিবন্ধগুলি এবং সমালোচনাসমূহ সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি বিদ্যাসাগরী রীতি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া 'পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর' খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।[২]

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৮৪৩ সালের ২৩ জুলাই তৎকালিন ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার ভরাকর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর শিবনাথ ঘোষ। তাঁর পূর্বপুরুষ মকরন্দ ঘোষকে বল্লাল সেন আনেন কান্যকুব্জ থেকে। তিনি বাখরগঞ্জে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর

* **এস এম মেহেদী হাসান**
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ

'উনবিংশতি পুরুষ' গোপালকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণ ভরাকর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর মা ও স্ত্রীর নাম জানা যায়নি। তাঁর দুই পুত্র সত্যপ্রসন্ন ও সারদাপ্রসন্ন ঢাকার সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষের ছিল অসাধারণ স্মরণ শক্তি। এ প্রসঙ্গে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেন:

> কালীপ্রসন্ন যে ভবিষ্যতে বিশেষ কৃতী ও যশস্বী ব্যক্তি হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন, বাল্যকালেই তাহার নির্দশন পাওয়া গিয়াছিল।[৩]

কালীপ্রসন্নের বাবা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া ও ধার্মিক। তিন বৎসর বয়সে তাঁকে ফারসি শেখার জন্য মক্তবে পাঠানো হয়। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেকগুলি শ্লোক ও কয়েকটি ফারসি পুস্তক আয়ত্ত করেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ইংরেজি শেখার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ। আট বছর বয়সে তিনি বরিশাল মিশনারি স্কুল ও সরকারি স্কুলে ইংরেজি বিদ্যা লাভ করেন। দশ বছর বয়সে ভর্তি হন ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে। এন্ট্রান্স ক্লাসে মুগ্ধবোধ, রঘুবংশ, মেঘদূত, ভট্টি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেন।[৪] ১৮৫৭ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এ বয়সেই তাঁর প্রথাগত শিক্ষার প্রতি অনীহা ও সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। সে কারণে তিনি কলকাতায় বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট উত্তমরূপে ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা শিখেন। এছাড়াও সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাস বিষয়ে তিনি বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। বাইশ বছর বয়সে ঢাকায় ফিরে এসে তিনি মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে ছোট আদালতের হেড ক্লার্ক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। যৌবনের প্রারম্ভে সাহিত্যিক হিসেবে নয়, বাগ্মী হিসেবেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার ভবানীপুরে এক সাহিত্য সভায় অনর্গল তিন ঘণ্টা ইংরেজিতে বক্তৃতা প্রদান করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রেভারেন্ড ডালের প্রশংসা লাভ করেন। রেভারেন্ড ডালের উপদেশে তিনি মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গদেশের পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দ্বারা অলংকৃত করেন।[৫] ১৯১০ সালে ৬৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেন :

> পিতা যখন প্রথম ঢাকায় গেলেন, তখন সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ সরকারী চাকরী করিতেছিলেন। তিনি সর্বদাই পিতার কাছে আসিতেন। সাহিত্য, অসাহিত্য, অনেক বিষয়েই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বান্ধবের প্রসারে কালীপ্রসন্ন বাবুর কীর্তি প্রসারিত হয়েছিল। তিনি বঙ্গের সর্বত্র কীর্তিমান বলিয়া প্রথিত হইলেন।[৬]

বাঙালির সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন ও মনন সাধনার ইতিহাসে উনিশ শতক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই শতকেই উদ্ভব হয় অনেক ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন। যা বাঙালির চিন্তা-চেতনায় সুদূরপ্রসারি প্রভাব বিস্তার করে। এই মানবকেন্দ্রিক চিন্তাধারা থেকেই সৃষ্টি হয় ব্রাহ্ম সমাজের। রাজা রামমোহন রায় সাম্যধর্মের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। অতিশীঘ্র তার ধর্মসংস্কার আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়। ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিষয় ছিল কৌলীন্য প্রথা, সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও অন্যান্য বর্বরোচিত সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। এই মতবাদ প্রচারের জন্য রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুর রহিম বলেন :

> রামমোহন তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য ১৮২১ সনে 'সংবাদ কৌমুদী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে খবরাখবর চিন্তাধারা পরিবেশন করা।[৭]

সমসাময়িক ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারার মাধমে এদেশেও জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে রামমোহন ১৮২২ সনে ফারসি ভাষায় 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' (খবরের আয়না) নামে আরো একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে ব্রাহ্ম আন্দোলন গতিশীলতা লাভ করে। এ সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো গড়ে উঠেছিল মূলত কলকাতাকে কেন্দ্র করে, যার প্রভাব পূর্ববঙ্গেও ধ্বনিত হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার কারণে তাঁর মনে একটি শুদ্ধ সত্তার জন্ম হয়। প্রথম দিকে ব্রাহ্ম্য সমাজের কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলেও শেষজীবনে তিনি সনাতন ধর্মে ফিরে যান। ১৮৬৩ সালে ঢাকায় ব্রাহ্মরা 'ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুল' নামে একটি স্কুল খোলেন। কালীপ্রসন্ন ছিলেন এ স্কুলের সম্পাদক। এছাড়াও তিনি ব্রাহ্ম সমাজের 'শুভসাধিনী' সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সভার মুখপত্র ছিল 'শুভসাধিনী' পত্রিকা। পত্রিকাটি প্রায় চার বছর টিকে থাকে। এ প্রসঙ্গে ড. মুনতাসির মামুন বলেন :

> এই সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক শুভসাধিনী, পত্রিকার মূল্য ছিল এক পয়সা। ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ।[৮]

উনিশ শতক ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক সৃষ্টিশীল চিন্তাধারা ও আবিষ্কারের যুগ। এই শতকে ইউরোপের উদারনৈতিক চিন্তাধারা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ বাংলাতেও এসে লাগে। প্রগতিশীল চিন্তা ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের উত্তরসূরি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি মানব মুক্তির জন্য এই আন্দোলনকে আরো জোরদার করেন। এই নবজাগরণ সাহিত্যক্ষেত্রেও অনুভূত হয়েছিল। সাহিত্যিকগণ মাতৃভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করে বাঙালিদের মধ্যে দেশাত্মবোধ, জাতীয়চেতনা ও সাম্যবাদের আদর্শ বিস্তার করেন। বাঙালি প্রধানত ধর্মপ্রবণ, শাস্ত্রানুগত, আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হলেও পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ, বস্তুবাদী ও ঐহিক চেতনায় বিশ্বাসী। উনিশ শতকের বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন তখনকার শিক্ষিতজনের মননে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রসঙ্গে ড. এম. মতিউর রহমানের ভাষ্য :

> উনিশ শতকের বাঙালির দর্শনচিন্তায় মানুষ ও সমাজের স্বরূপ অনুসন্ধান তাই নিছক তত্ত্বালোচনার সীমারেখা অতিক্রম করে বাস্তব জীবনমুখী হয়ে উঠেছে। বস্তুত আদর্শ জীবনচর্চাটাই সে যুগের বাঙালির দার্শনিক তত্ত্বালোচনার লক্ষ্য এবং এই সেই লক্ষ্যেই ঘটেছে উত্তরণ।[৯]

উনিশ শতকের প্রবল আধুনিকতাবোধ ও মানবিকবোধ কালীপ্রসন্ন ঘোষের মানস গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। যা তাঁর প্রতিটি লেখার বিষয়বস্তুতে প্রতিভাত হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ স্ব-সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্য সমালোচনী সভা' নামে একটি সাহিত্য আলোচনা চক্রও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সভায় পঠিত প্রবন্ধগুলোই ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হিসেবে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৯টি। এছাড়া আরো কয়েকটি গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন।[১০]

তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে *নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৬৯), *সমাজশোধনী* (১৮৭২), *প্রভাত চিন্তা* (১৮৭৭), *নিভৃত চিন্তা* (১৮৮৩), *ভক্তির জয় অথবা হরিদাসের জীবনযজ্ঞ* (১৮৯৫), *নিশীথ চিন্তা* (১৮৯৬), *মা না মহাশক্তি* (১৯০৫), *জানকীর অগ্নিপরীক্ষা* (১৯০৫), *ছায়াদর্শন* (১৯১০), *প্রমোদ লহরী অথবা বিবাহ রহস্য* (১৮৯৪), *কোমল কবিতা* (১৮৮৮) ও আধ্যাত্মিক গানের বই *সঙ্গীতমঞ্জুরী*। এছাড়া *ব্যবস্থাসার* (১৮৮৫), *অঞ্জলি* (১৮৯২), *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৯০৯), *আদর্শ* (পাঠ্যপুস্তক),

সুপ্রভাত (পাঠ্যপুস্তক) ইত্যাদি বই তিনি সম্পাদনা করেন। *বান্ধব* পত্রিকা প্রকাশের পর তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পায়। সারদাচরণ ঘোষ তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে লিখেন :

> তখন কালীপ্রসন্ন ছোট আদালতের হেডক্লার্ক, কিন্তু অসাধারণ বাগ্মী এবং লেখক বলিয়া তাঁহার অসাধারণ নাম এবং ঢাকায় অখণ্ড প্রতিপত্তি।[১১]

বান্ধব পত্রিকার প্রকাশের জন্য কালীপ্রসন্ন ঘোষ সেসময় লোভনীয় চাকুরির প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণের বিশেষ অনুরোধে তিনি ১৮৭৭ সালে ভাওয়ালের প্রধান অমাত্য হিসেবে কাজে যোগ দেন। দীর্ঘ চব্বিশ বছর তিনি এই পদে চাকুরি করেন। জয়দেবপুরে তিনি 'সাহিত্য সমালোচনী সভা' নামে একটি সভা গড়ে তোলেন। এই সভার সভাপতি হন ভাওয়ালের রাজকুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছিলেন মূলত গদ্যশিল্পী। গদ্য রচনার মধ্য দিয়েই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু। প্রথমে তিনি 'পার্কারের জীবনচরিত ও আমেরিকার সভ্যতা' নামে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অপহৃত হওয়ায় তা আর প্রকাশিত হয়নি।[১২] মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি *নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৬৯) নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন যা নিয়ে তৎকালীন *পেট্রিয়ট* পত্রিকায় একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে বলা হয় :

> বাঙ্গালা পদ্যে মধুসূদনের দ্বারা যেরূপ সংস্কার সংঘটিত হইয়াছে, 'নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব' এর রচয়িতার দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যে সেরূপ এক পরিবর্তন ও সংস্কার সংশোধিত হইবে।[১৩]

১৮৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে প্রকাশিত বইটির ভূমিকায় বলা হয়েছে যে,

> ইহা কোন পুস্তক বিশেষ অবলম্বন করিয়া লিখিত হয় নাই। কিন্তু যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় নানাবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত এবং কতিপয় প্রধান ব্যক্তির বাক্যও ইহার স্থানে অনুবাদিত হইয়াছে।[১৪]

যেহেতু তিনি এ সময় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, সেহেতু ব্রাহ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নারী মুক্তি বিষয়ক চিন্তাভাবনাকেই তিনি এই বইয়ে তুলে ধরেন। সম্ভবত তৎকালীন ব্রাহ্মদের নারী কল্যাণের গুরুত্ব অনুভব করে এ বিষয়টিকে তিনি অগ্রাধিকার দেন। কৌলীন্য প্রথার সমালোচনা করে তিনি ১৮৭২ সালে *সমাজশোধনী* নামে আরো একটি পুস্তক রচনা করেন। তাঁর *সঙ্গীত মঞ্জুরী* (১৮৭২) বইটি ছিল ব্রাহ্ম ধর্মের ভক্তি রসাত্মক সংগীতের একটি সংকলন।

১৮৭৭ সালে *প্রভাত চিন্তা* প্রকাশিত হলে তিনি সুধীসমাজে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। বইটি ভাওয়ালের রাজকুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়কে উৎসর্গ করা হয়। *প্রভাত চিন্তা* বারোটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলো হলো - নীরব কবি, অভিমান, মনুষ্যের জীবন চরিত, ভালবাসে কে?, লোকারণ্য, রাজা ও প্রজা, নিন্দুকের এত নিন্দা কেন?, রিশিলু, বিনয়ে বাধা, সাধনা ও সিদ্ধি।

পরবর্তীতে তিনি *নিভৃত চিন্তা* (১৮৮২) ও *নিশীথ চিন্তা* (১৮৯৬) নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ দুটি বইয়ের বেশিরভাগ প্রবন্ধ প্রথমে *বান্ধব*-এ প্রকাশিত হয়। *নিভৃত চিন্তা* লেখকের মোট ৯টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলো হলো - অমৃত, ঐহিক, অমরতা, বিরাট পুরুষ, রাজা ও রাজশক্তি, জীবনের ভার, মহত্ত্ব ও মিতব্যয়, লোকরঞ্জন, অশ্রুজল, আগুন আর আকাঙ্ক্ষা, সাহিত্য ও জাতীয় বিকাশ। *নিভৃত চিন্তার* অন্তর্ভুক্ত 'অশ্রুজল' প্রবন্ধে তিনি অশ্রুজলের গভীর তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন। এই মর্মে কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখেছেন :

> বুদ্ধি জ্ঞান দান করিতে পারে; বিবেক নির্ম্মল-চেতা নির্ভীক সুহৃজ্জনের ন্যায়নীতির দুর্গম পথ প্রদর্শন করিতে পারে; কিন্তু তৃষ্ণায় তৃপ্তিদান করিতে, জ্বালা ও বেদনায় শান্তি দিতে এবং শান্তি যখন আশাতীত ও অসম্ভব হয় তখন সহানভূতির অমৃত স্পর্শে প্রাণ জুড়াইতে মানবজগতে একমাত্র বস্তু মনুষ্যহৃদয়। অশ্রুধারা সেই মনুষ্য হৃদয়ের জীবনীময়ী নির্ঝরিনী।[১৫]

নিশীথ চিন্তা (১৮৯৬) বইটি ১৮০ পৃষ্ঠার একটি সংকলন। রাত্রিকাল, নদীর জল, দুঃখে সুখ, তারা আর ফুল, বিরহ, আশার ছলনা, চন্দ্রবদন প্রভৃতি এই গ্রন্থের প্রবন্ধ। এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ প্রবন্ধগুলি প্রধানত কালীপ্রসন্নের দার্শনিক মনের পরিচয় প্রকাশ করে। কালীপ্রসন্ন ইহার বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে মনোজগতের রহস্যগূঢ় ক্ষেত্র অনুন্ধান করিয়াছেন। [১৬]

উপর্যুক্ত তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ ছাড়া আরও দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় *ভ্রান্তিবিনোদ* (১৮৮১) এবং *প্রমাদে লহরী* বা *বিবাহরহস্য* (১৮৯৪) নামে। *ভ্রান্তিবিনোদ* গ্রন্থটি ১৪টি প্রবন্ধর সংকলন। জ্ঞানানন্দ সরস্বতী নামে তিনি *বান্ধব*-এ প্রবন্ধগুলি লিখেন। কালীপ্রসন্নের এই গ্রন্থটি সাহিত্যের স্বতন্ত্র মানদণ্ডে বিচার্য।[১৭] প্রবন্ধগুলো হল-রসিকতা ও রসের কথা, স্বার্থপরতার সূক্ষ্মভেদ, চাটুকার ও ষটকারক, সামাজিক নিগ্রহ, চোরচরিত, প্রচলিত ও অপ্রচলিত মিথ্যাকথা, কারারুদ্ধ ধর্ম্ম, দেবতার বাহন, ব্যুৎপত্তিবাদ, মানবজীবন, দিগন্তমিলন। এই গ্রন্থের 'সামাজিক নিগ্রহ' প্রবন্ধে সামাজিক প্রথার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

> দেশাচার, কুলাচার ও ভদ্রাচার নামে যত প্রকার আচার ব্যবহার সমাজ কর্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোনো না কোনো অংশে মনুষ্যের নিগ্রহ স্বরূপ।[১৮]

প্রমোদ লহরী (১৮৯৪) ৫টি প্রবন্ধের সংকলন। ১৮৩ পৃষ্ঠার এ বইটিতে বিবাহ (প্রলাপ), বিবাহ (ব্যাকরণ রহস্য), ঘোমটা, মুখরা ভার্য্যা অথবা গৃহিনীরোগ, বিবাহ কত প্রকার নামে প্রবন্ধকালো ছাপা হয়। হিন্দু ধর্মে ফিরে যাওয়ার পর তিনি যেসব বই রচনা করেন তাতে ভক্তিবাদের প্রচার, আবেগ ও রক্ষণশীলতা বিদ্যমান ছিল। প্রথম দিককার প্রবন্ধগুলোতে বিশেষ গদ্যরীতি, উদার মনোভঙ্গী ও যুক্তির প্রগারতায় সম্ভ্রান্ত শ্রেণির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরো অনেক পরে তিনি অধ্যাত্মবাদী সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। *কোমল কবিতা* (১৮৮৮) শিশুদের জন্য রচিত ৩০টি কবিতার সংকলন। তাঁর বিখ্যাত কবিতার অংশবিশেষ :

> পারিব না এ কথাটি বলিও না আর
> কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার?

জানকীর অগ্নিপরীক্ষা (১৯০৫) গ্রন্থের উপশিরোনামে ছিল 'কাব্য ইতিহাস বিজ্ঞান'। এই বইয়ের বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল - ''জানকীর অগ্নিপরীক্ষা সংক্রান্ত আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত ভারতীয় ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম পরিচ্ছদ। ... আমি কখনও ভক্তির সে উচ্চগ্রাম ও অমৃতময় দাসে আরূঢ় হইয়া, ইহা লিখিবার আশা করি নাই। কেবল কথাটি, সরলভাবে ও সরলভাষায়, সর্বজনবোধ্য প্রণালীতে বুঝাইবার জন্য যত্নপর হইয়াছি।"[১৯]

ভক্তির জয় বা *হরিদাসের জীবনযজ্ঞ* ১৮৯৫ সালে ঢাকায় প্রকাশিত হয়। এতে ঠাকুর হরিদাসের ভক্তিলীলাত্মক বিচিত্র জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে। *মা না মহাশক্তি* (১৯০৪) গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে তিনি জগতের মূল কারণ যে মহাশক্তি, তা যে জড় শক্তি নয় - তাই প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর ভক্তিভাবের আলোচনায় জগৎময়ী শক্তির মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন। এ গ্রন্থের পর্যালোচনায় পাশ্চাত্য মনীষী হার্বার্ট স্পেনসারের লিখিত ফার্স্ট প্রিন্সিপলস্ (First Principles) গ্রন্থের প্রভাব লক্ষ করা যায়। জ্ঞানভক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্মদর্শন, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক মতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চিন্তা আজীবন তাঁকে আচ্ছন্ন

করে রাখে। এ বিষয়ে কালীপ্রসন্ন ঘোষ অধ্যাত্ম চিন্তার পক্ষে বলেন -

> আগে বিজ্ঞান গাইত এক গীত, ভক্তি গাইত আর এক গীত, বিজ্ঞানের কণ্ঠে ছিল সুর, ভক্তির কণ্ঠে ছিল আর এক সুর। এখন বিজ্ঞান আর ভক্তি প্রেমবদ্ধ দম্পত্তির মত এক প্রাণ হইয়া, একে অন্যের কণ্ঠস্বরে সুর মিশাইয়া, মনুষ্যমাত্রকেই কহিতেছে- মনুষ্য তুমি নয়ন মেলিয়া নিরীক্ষণ কর, এই অনন্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য সেই রাগিনীরই অনুপম রূপের আভা ও প্রতিভামাত্র।[২০]

ছায়াদর্শন (১৯১০) গ্রন্থটিতে কালীপ্রসন্ন ঘোষ জটিল রহস্যময় অধ্যাত্মমূলক তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার গতি ও প্রকৃতি বা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি গভীর চিন্তা, অনুধ্যান ও অনুশীলন করেন। এছাড়াও তিনি *অঞ্জলি* (১৮৯২), *ব্যবস্থাসার* (১৮৮৫), *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৯০৯) *আদর্শ* (পাঠ্যপুস্তক), *সুপ্রভাত* (পাঠ্যপুস্তক) ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষের জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি *বান্ধব* (১৮৭৪) পত্রিকার প্রকাশ। কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি ঢাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ১২৮৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি নিয়মিত তিন বৎসর প্রকাশিত হয়। এর ১ম সংখ্যাটি প্রকাশের পরপরই সুধী মহলে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তখনকার *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*, *জ্ঞানাঙ্কুর*, *সাপ্তাহিক সমাচার*, *বঙ্গদর্শন* ও *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় এর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এ সময়ে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার সমালোচনাটিও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

> ইহা একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র। পশ্চিম বাঙ্গালায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্ব বাংলার সেরূপ ছিল না। ঢাকা হইতে এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের প্রকাশারম্ভ হইয়াছে দেখিয়া, আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। পত্র আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে অন্য কোন পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে বাংলার একখানি সর্বোৎকৃষ্ট পত্র মধ্যে গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই।[২১]

বান্ধব পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে তিনি *সাপ্তাহিক শুভসাধিনী* নামে এক পয়সা মূল্যের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ভাওয়ালে চাকরি নিয়ে চলে গেলে *বান্ধব* প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। কিছুদিন এর প্রকাশনা বন্ধও থাকে। প্রথম পর্যায়ে পত্রিকাটি চলে এগারো বছর, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশনা শুরু হয় ১৯০২ সালে। টিকে থাকে পাঁচ বছর।

বান্ধব পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়, যেমন - বঙ্গের ইতিবৃত্ত ঘটিত কথা (১ম খণ্ড), বাঙ্গালীর সিংহল বিজয়, বাঙালীর সামাজিক জীবন ইত্যাদি। *বান্ধব* পত্রিকায় *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার আদলে নিয়মিত সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে, যেমন সমালোচক ও সমালোচনা, কাব্য ও পাঠক, লেখক, পাঠক ও সমালোচক, গদ্যবাক্য ও ছন্দ ইত্যাদি।[২২]

১২৮১ এর মাঘ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের হোক ভারতের জয়' নামে একটি কবিতা ছাপা হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ মাত্র ১২ বছরের বালক। ঢাকার আরমানিটোলায় *বান্ধব* পত্রিকার অফিস ছিল কালীপ্রসন্ন ঘোষের নিজের বাড়ি 'বান্ধব কুটির'। *বান্ধব* পত্রিকার মাঘ ১২৮৫ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'কবি কাহিনী'-র একটি বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় তিনি কল্যাণভট্ট শর্ম্মণ, কালীবর, বেদান্তবাগীশ, উদাসীন শীল, ভোলানাথ সন্ন্যাসী, জ্ঞানানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি বিভিন্ন ছদ্মনামে লিখতেন। পরবর্তীতে এই পত্রিকায় তাঁর প্রায় ৭০টি রচনা প্রকাশিত হয়।[২৩]

পূর্ববাংলার প্রতিষ্ঠিত ও উদীয়মান সাহিত্যিকেরা এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। নবীনসেন, কেদারনাথ মজুমদার, দীনেশচরণ বসু, সারদাচরণ ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র সিংহ এদের মধ্যে অন্যতম। *বান্ধব* পত্রিকা ঘিরে সাহিত্য সমালোচনা ও সৃষ্টধর্মী সাহিত্যের একটি সুন্দর পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে যার প্রভাবে বাংলা

সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা ঘটে। পত্রিকাটির ১ম সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলেন -

> বাংলার প্রতি যাহাতে বাঙালীর অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং স্বদেশ বলিয়া যাহাতে দেশীয়দিগের মনে মমতার সঞ্চার হয়, অবশ্যই তদর্থে ইহার নিয়ত চেষ্টা থাকিবে।[২৪]

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মূলত স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভাষার অনুরাগকল্পে *বান্ধব* প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি প্রথমদিকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশ সাল ও সংখ্যা নিম্নে তুলে ধরা হলো - [২৫]
১ম বর্ষ-১২৮১-আষাঢ়-চৈত্র; ২য় বর্ষ-১২৮২-বৈশাখ-চৈত্র; ৩য় বর্ষ-১২৮৩-বৈশাখ-চৈত্র; ৪র্থ বর্ষ-১২৮৫; ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম বর্ষ-১২৮৭, ১২৮৮, ১২৮৯; ৯ম বর্ষ-১২৯২- বৈশাখ-আশ্বিন-১২১৩-কার্তিক-চৈত্র; ১০ম বর্ষ-১২৯৪; ১১শ বর্ষ-১২৯৫;
[নব পর্যায়] ১ম বর্ষ-১৩০৮ ফাল্গুন-১৩০৯ মাঘ, ২য় বর্ষ-১৩১০- বৈশাখ-চৈত্র; ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ-১৩১১, ১৩১২; ৫ম বর্ষ-১২১৩ বৈশাখ-ভাদ্র।
উনিশ শতকে ঢাকা থেকে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেগুলোর মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষের *বান্ধব* পত্রিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একে বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার আদর্শে প্রচারিত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপত্র বলে গণ্য করা হত। স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ এবং রুচিশীল ও চিন্তাগর্ভ লেখার জন্য বান্ধবকে 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' বলে মনে করা হত। কালীপ্রসন্নের প্রথম পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহ ছিল প্রধানত যুক্তিনিষ্ঠ ও বুদ্ধিপ্রধান। আর তাঁর সাহিত্য জীবনের শেষ পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহে প্রাধান্য দেখা যায় জ্ঞান ও যুক্তির সাথে প্রবল ভক্তিবাদের। এ প্রসঙ্গে ড. অধীর দে বলেন :

> জ্ঞান ও ভক্তি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্মদর্শন এবং বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক মতের মধ্যে এক বিরাট সমন্বয় সাধনের চিন্তাই শেষজীবনে কালীপ্রসন্নের মন ও চিত্ত অধিকতর আচ্ছন্ন করিয়াছিল।[২৬]

ধর্ম বিষয়ে তাঁর কোনো প্রকার রক্ষণশীলতা বা সংকীর্ণচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায় না। আচার বা অনুষ্ঠানের সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে কোনো বিশেষ আদর্শ বা বিশ্বাসের মাধ্যমে পরমপুরুষকে তিনি অনুসন্ধান করতে চাননি। বস্তুত, মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনায়, বিজ্ঞানের জ্ঞানগর্ভ গবেষণায়, ব্যক্তি মানুষের মানসিক প্রত্যয়েই তিনি পরমশক্তির অমোঘ প্রভাব অনুভব করেছেন।
কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রথাবদ্ধ শিক্ষার পরিবর্তে বাস্তব ও জ্ঞানমুখী শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হয়েছিলেন। অতি অল্প বয়সে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মাত্র তেরো বছর বয়সেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর অনুমান করা যায়। এ বিষয়ে বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> এ সময়ে ঢাকা কলেজে Lewis Society নামে একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সমিতি ছিল। কলেজের প্রফেসর শিক্ষক ও পণ্ডিতেরা সেই সমিতির সভ্য। কালীপ্রসন্ন সেই সভায় তাঁহার তের বৎসর বয়সের সময় 'পদার্থবিদ্যা' অনুশীলনের ফল এবং 'বন্ধুত্ব না হৃদয় বন্ধন' এই নামে দুইটা সুদীর্ঘ বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, খুব বেশি প্রশংসা পাইয়াছিলেন।[২৭]

যৌবনের শুরুতে কালিপ্রসন্ন ঘোষ ইংরেজি সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের ইতিহাস পাঠ করে ইংরেজি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন। তিনি ছোট আদালতের হেড ক্লার্ক নিয়োজিত ছিলেন - এটা ছিল উপলক্ষ মাত্র। বেশিরভাগ সময় তিনি জ্ঞানার্জনেই ব্যয় করতেন। ক্রমান্বয়ে তিনি লেখক ও বাগ্মী হিসেবে পূর্ববঙ্গে বিখ্যাত হয়ে উঠেন। তাঁর জ্ঞান, প্রভাব ও প্রতিপত্তির জন্য তিনি অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট থেকে উচ্চ বেতনের চাকুরির সুযোগ পেলেও *বান্ধব* পত্রিকার কারণে তিনি সেগুলোর কোনোটিতে যোগ দেননি। পরবর্তীতে তিনি ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণের বিশেষ

অনুরোধ ভাওয়ালের প্রধান অমাত্য হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ সালে নিয়োজিত হয়ে দীর্ঘ চব্বিশ বছর কাল তিনি এ চাকুরি করেন। এ বিষয়ে কালীনারায়ণের বক্তব্য বিশেষ প্রনিধানযোগ্য :

> আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিলে আপনার সাহিত্য সেবার বিঘ্ন হইবে না। অথচ আমার বৃহৎ উপকার হইবে। আপনি আপনার কর্তব্যবোধ অনুসারে, যখন ইচ্ছা তখন ঢাকায় যাইতে পারিবেন এবং জয়দেবপুরে থাকিয়া ঢাকাস্থ প্রেসের তত্ত্বাবধান করিতে সুযোগ পাইবেন।[২৮]

কালীপ্রসন্ন ঘোষের চিন্তা-চেতনার জগৎ ছিল সমকালীন বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নের কারণে সমৃদ্ধ হয় তাঁর লেখার ভাণ্ডার। তাঁর ভাওয়ালে যোগদানের পর *বান্ধব* পত্রিকা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরে নতুন পর্যায়ে পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ভাওয়ালে যোগদান উপলক্ষে কালীপ্রসন্নের প্রভাব ও মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন -

> Kali Narayan made another momentous decision that would leave a permanent mark on the history of Ghosh, to come to Bhawal as manager of the estate. Kali prasanna had already made a name for himself as UeW founder editor of *Bandhob*,' the most prestigious leterary journal published from eastern Bengal, and as leading or ator in literary and debating societies in Calcutta and Dhaka.[২৯]

কালীপ্রসন্ন ঘোষ পাশ্চাত্য দার্শনিক এমারসন এবং কার্লাইলের একান্ত ভক্ত ও অনুরাগী পাঠক ছিলেন। কার্লাইলের সূক্ষ্ম গভীর দার্শনিক চিন্তার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। এ জন্য তাঁকে 'বঙ্গের কার্লাইল' নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর নিজস্ব রীতির জন্য পূর্ববঙ্গের পত্র-পত্রিকাসমূহে তাঁকে 'বঙ্গের এমারসন' হিসেবেও গণ্য করা হয়। ১৮৯৯ সালে তাঁকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' তাঁকে বিশিষ্ট সদস্যপদ প্রদান করে। এ প্রতিষ্ঠানের তিনি সহকারী সম্পাদকও ছিলেন। ১৮৯৭ সালে সরকার তাকে রায় বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করে। ১৯০৯ সালে তিনি ভূষিত হন 'সি আই ই' উপাধিতে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালী প্রসন্নের চিন্তাগত স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। ভাষার বিশুদ্ধ কলা চাতুর্য, বর্ণনার পরিবেশন মাধুর্য, বিষয় নির্বাচনে মৌলিকত্ব, রচনার চারুত্ব ও পরিশুদ্ধি রক্ষণে এবং উপযোগী দৃষ্টান্তের প্রাচুর্যে তাঁর প্রবন্ধ অক্ষয় কীর্তি লাভ করেছে।[৩০]

তথ্যনির্দেশ

১. ড. অধীর দে: আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, (১ম খণ্ড), উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ২০০৭, পৃ. ১১৬
২. ড. সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ১৪০৬, পৃ. ৩৯২
৩. হরিমোহন মুখোপাধ্যয়: বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৯০৪, পৃ. ৯৪০
৪. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৮২
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৬. ড. মুনতাসির মামুন: উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন, অনন্যা, ২০১৭ ঢাকা, পৃ. ৮৪
৭. ড. আবদুর রহিম ও প্রমুখ: বাংলাদেশের ইতিহাস, সপ্তদশ সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১৩, ঢাপকা, পৃ. ৩৭৭
৮. ড. মুনতাসির মামুন: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৯. ড. এম. মতিউর রহমান: বাঙালির দর্শন, মানুষ ও সমাজ-উনিশ শতক, অবসর, জুলাই, ২০০০, ঢাকা, পৃ. ৫৯৯
১০. প্রাগুক্ত-১৭৯-১৮০
১১. ড. মুনতাসির মামুন: কালীপ্রসন্ন ঘোষ (জীবনীগ্রন্থ), ১৯৮৮, বাংলা একাডেমি উদ্বৃতি পৃ. ১৮
১২. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম: প্রাগুক্ত, উদ্ধৃতি পৃ. ২২৮ (হরিমোহন মুখোপাধ্যায় - বঙ্গভাষার লেখক পৃ. ৯৪০)
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮
১৪. ড. মুনতাসির মামুন: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
১৫. ড. মুনতাসির মামুন: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
১৬. ড. অধীর দে: প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
১৭. কালীপ্রসন্ন ঘোষ: নিভৃত চিন্তা, ঢাকা-১৩০৯, পৃ. ৪২
১৮. ড. অধীর দে: প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
১৯. ড. মুনতাসির মামুন: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
২০. কালীপ্রসন্ন ঘোষ: মা না মহাশক্তি, ঢাকা, ১৯০৪, পৃ. ৯৯-১০০
২১. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
২২. ড. মুনতাসির মামুন: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
২৩. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
২৫. ড. মুনতাসির মামুন: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
২৬. ড. অধীর দে: প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
২৭. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়: প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৬-৯৩৭
২৮. হরিমোহন: প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৭
২৯. Chatterje, P., 2004. *A Princely Imposter: The Kumar of Bhawal and the Secret History of Indian Nationalism.* Kolkata.
৩০. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৮২

সেলিম আল দীনের *যৈবতী কন্যার মন* : শিল্পসত্তার দ্বিবিধ রূপায়ন

* ড. মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

সারসংক্ষেপ

সাহিত্য জীবনের শিল্পিত ভাষ্য। একজন সাহিত্যিক তার ভাবনাগুলোকে শিল্পের বুননে উপস্থাপন করেন পাঠকের সামনে। কখনো তা রূপ পায় গল্প, কবিতা কিংবা নাট্যাকারে। মানুষের জীবন ও প্রকৃতিই সেখানে মুখ্য। আধুনিক বাংলা নাটকের পুরোধা, নাট্যজন সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮) নাটকের শিল্পিত উপস্থাপনায় সিদ্ধহস্ত। কেবল আঙ্গিক নয়, বিষয়ের গভীরতাকেও নবতর সৃষ্টিতে রূপান্তরের প্রয়াসে এই নাট্যকার তার অসংখ্য নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। নাটকের চরিত্রসমূহের নানাবিধ ভাঙন ও রূপান্তর তার নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাঙালি লোকজ জীবন সেখানে মুখ্য। তাই শিল্পের সহজতর প্রকাশে তা কখনো বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। অন্যান্য নাটকের মতো যৈবতী কন্যার মন (১৯৯৩) নাটকে বাঙালি লোকজ জীবনের প্রকাশ থাকলেও এক নারীর দ্বৈত রূপের সন্ধান কোথাও এমনভাবে পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে নাটকটি শিল্পকুশলতায় সফল। দুঃখ-দারিদ্র্যের কষাঘাত, বঞ্চনা আর নিপীড়নের বাহ্যিক অবয়বের সাথে নাট্যকার মানসিক ভাঙন ও রূপান্তরের ফল দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন। পরিচিত জীবনের বাইরে এসে একটি নারীর জীবনের চাওয়া পাওয়া ও আকাঙ্ক্ষার রূপকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন তিনি। নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে তাই কোনো শিল্পরূপ নয়, বরং উক্ত নারী-হৃদয়ের শিল্পচেতনাকে আবিষ্কার করাই এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতা-উত্তর নাটকের ধারায় সেলিম আল দীনের কৃতিত্ব অসামান্য। তিনি বাংলা নাটকের প্রবাদপুরুষ এবং নাট্যাচার্য অভিধায় অভিহিত। তাঁর রচিত নাটকসমূহ হলো– *সর্প বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য নাটক* (১৯৭৩), *জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন* (১৯৭৫), *বাসন* (১৯৮৫), *কিত্তনখোলা* (১৯৮৬), *তিনটি মঞ্চ নাটক* (১৯৮৬), *কেরামত মঙ্গল* (১৯৮৮), *চাকা* (১৯৯১), *হরগজ* (১৯৯২), *যৈবতী কন্যার মন* (১৯৯৩), *একটি মারমা রূপকথা* (১৯৯৫), *বনপাংশুল* (১৯৯৬), *হাত হদাই* (১৯৯৭), *প্রাচ্য* (২০০০), *নিমজ্জন* (২০০২), *ধাবমান* (২০০৭), *স্বর্ণবোয়াল* (২০০৭), *ঊষা উৎসব ও স্বপ্নরমণীগণ* (২০০৭) প্রভৃতি।

সেলিম আল দীন মূলত তার নাটকে চিত্রিত করেছেন আবহমান বাংলার লোকজ জীবন ও তার পরিবেশ। সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে তিনি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। নাটকের ভাষাকে তিনি মঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, জীবনসংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করে তাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর রচিত নাটকসমূহের মধ্যে *যৈবতী কন্যার মন* (১৯৯৩) অসাধারণ শিল্পসফল একটি নাটক যেখানে তিনি বর্ণনাত্মক শিল্পরীতির পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন সংলাপধর্মীতা। উত্তম পুরুষের জবানিতে বিবৃত হলেও মূল সংলাপে আঞ্চলিকতা ঠিক রেখে বর্ণনাত্মক ভঙ্গিটি রয়েছে শুদ্ধ ভাষায়। সংলাপগুলি উত্তম পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষের জবানিতে লেখা। এর কারণ হিসেবে নাট্যকার বলেছেন :

> যৈবতী কন্যার মনে তৃতীয় পুরুষ ও উত্তম পুরুষ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। মনে রাখতে হয়েছে অবিরল উত্তম পুরুষ বা তৃতীয় পুরুষে রচিত বচন দর্শক শ্রোতার কানকে ক্লিষ্ট করতে পারে। অবশ্য এই মিশ্রণ কোন আনুপাতিক হারে করা হয়নি।[১]

এছাড়া 'যুবতী' শব্দের আঞ্চলিক রূপ হিসেবে 'যৈবতী' শব্দ প্রয়োগ করেছেন তিনি। উৎস হিসেবে প্রয়াত ক্ষিতীশচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ গীতিকায় বর্ণিত কাঞ্চন কন্যার পালার সূচনা অংশে '*যইবতী*' বানানের

---

* **ড. মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম**
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রতিরূপ হিসেবে 'যৈবতী' শব্দের ব্যবহার করেছেন।

যৈবতী কন্যার মন নাটকে যে দুই নারীর কথা বলা হয়েছে তাদের একজন কালিন্দী, অপর একজন পরী – উভয়েই মৃত। কালিন্দী প্রতিনিধিত্ব করেছে মধ্যযুগের নারীসমাজের আর পরী আধুনিককালের। যৈবতী কন্যার আত্মকথনের মধ্য দিয়ে সেকালের সমাজে নারীর অবস্থান, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও জীবনসংগ্রামকে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। তাকে ঘিরে অঙ্কিত হয়েছে এরা অন্ত্যজ শ্রেণির চারিত্রিক বলয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য – কালিন্দী, আলাল, শলপী, মিনতি, মিতালি, রহিমা, শ্রীকর, শঙ্কর, জগদম্বা, নায়েব, অঙ্গী, চণ্ডী, অনাথ, আলালের মাঝি, পরী, রোশনি, শুকুর, বাবা শ্রীকর ও মাজেদুল হক, মা জগদম্বা ও মনিরা বেগম, ভাই মিণ্টু, অধিকারী সোনা মিয়া, শাহামাল, দয়াল, রকিব, বায়েন ইসমাইল মিয়া, অঞ্জলি, নাচের জন্য ভাড়া করা মেয়ে মীনাকুমারী (আসল নাম কুলসুম), রাজ্জাক, ইসাক চৌধুরী, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, রাজীব, মিঠু, সুখেন্দু, বিকাশ, গোবিন্দ, কামাল প্রমুখ। এদের প্রতি সামাজিক উপেক্ষা, অবহেলা, নারীবৈষম্য ও বিগ্রহের চিত্র মৃত্তিকার গভীর থেকে তুলে এনেছেন নাট্যকার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর পাশাপাশি পুরুষেরাও যেভাবে অবহেলিত হয়েছে, সুযোগ্য মর্যাদার অভাবে নারীর স্বাধীনতা যেভাবে বিপন্ন হয়েছে নাটকটি তার সম্পূর্ণ দলিল। উক্ত সমাজে নারীর বেঁচে থাকার পথ হয়ে উঠেছে বিষময়। এক সময় আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে সে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

আলালের জীবনের অভাব-অনটন পরিবর্তন করেছে তার শিল্পের ধরন। শিল্প পরাজিত হয়েছে জীবিকার রূঢ় সংগ্রামে। গাজীর থানে মুরিদ হয়ে ধর্মীয় জীবনকে সে বেছে নিয়েছে। আলালের মতো নিম্নশ্রেণির মানুষেরা নদী ভাঙন থেকে, রোগ-শোক থেকে রক্ষা পেতে, ফসলের উৎপাদন বাড়াতে গাজীর গানকে আশ্রয় করেছে। ধীরে ধীরে মনের পরিবর্তনের সাথে বিশ্বাসেরও পরিবর্তন ঘটেছে। তসবিহ হাতে নিয়মিত ধর্মচর্চা ছাড়াও যে কালিন্দী একদিন সর্বস্ব ত্যাগ করে, স্বধর্ম বিসর্জন দিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল – তাকে সে কটাক্ষ করে, আত্মসমর্পণ করতে বলে তার অনুসৃত পথে, মাথা নত করতে বলে জীবনের কাছে। কিন্তু এদেশীয় নারীর কোমল রূপও কতটা কঠিন হয়ে উঠতে পারে তা নতুন করে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে যৈবতী কন্যার চরিত্রে। বর্তমানের আলাল তার বাঞ্ছিত ব্যক্তি নয়। একদিন যে আলাল তাকে দিয়েছিল ভক্তির আসন আজ তা পরিবর্তিত। পবিত্র প্রেমের প্রেরণায় একদিন ধর্মত্যাগী হয়েছিল কালিন্দী। জীবনের চেয়ে প্রেম তার কাছে মহান। জীবনে যদি সেই প্রেম আর না পায় সে, তবে বেঁচে থাকার মূল্য তার কাছে অর্থহীন। এই মুহূর্তে বাঙালি নারীর জীবনে বিষবড়ি একমাত্র সম্বল।

আলাল ও কালিন্দীর দাম্পত্য কলহ না থাকলেও তাদের দাম্পত্যের ওপর ধর্মীয় ও সামাজিক আঘাত এসেছে। সমাজে ধর্মান্তরিত নারীর স্থান নেই। আলালের গান গাওয়াকে উক্ত সমাজ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। এক জীবন থেকে অন্য জীবনের এই বিবর্তন আলালের ক্ষেত্রে যেমন দ্বিমুখী প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাট্যকার দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিফলন দেখিয়েছেন: 'পাশ্চাত্য শিল্পের সব বিভাজনকে বাঙালির সহস্র বছরের নন্দনতত্ত্বের আলোকে অস্বীকার করে এক নবতর শিল্পরীতি প্রবর্তন করেন তিনি, যার নাম দেন 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব'।'[২]

চরচন্দ্রানী গাঁয়ে মনসাপূজারী শ্রীকরের ঘরে জন্মগ্রহণ করা কালিন্দীর পরিচয় 'দ্বৈত নিখিল যেখানে অভেদাত্মা'[৩] অর্থাৎ 'দুইজন্মে এক যৈবতীর দুই মন–তবে হয় যৈবতী কন্যার মন।'[৪] এক জীবনে সে কালিন্দী নামে আর এক জীবনে সে পরী নামে খ্যাত। নাট্যকারের ভাষায় : 'এই নারী একবার কালিন্দী নামে মধ্যযুগে এক অমিত শিল্পবাসনায় নিজেকে হনন করেছিল এবং প্রাকৃত শিল্পীজীবনের

অধোগামিতার এই কালে আরো একবার।'[৫] নাট্যকার এ নাটকের চরিত্রসমূহের উৎসস্থল হিসেবে উল্লেখ করেছেন 'ছায়া ভুবন' বা 'প্রেতলোক' এবং 'ছায়ানারী' হিসেবে উল্লেখ করে তাদের বন্দনা গেয়েছেন। 'তবে আইস। ছায়ানারীদ্বয়-তোমরা...'[৬]

এ আহ্বানে প্রথম ছায়ারূপে কালিন্দী উঠে এসেছে 'নরকগামী মৃতের আবাসস্থল থেকে'।[৭] সে পেরিয়ে এসেছে নরকের বিষধোঁয়া, যেখানে অবরিত উড়ন্ত অগ্নিপেঁচারা মৃতদেরকে তাদের ধারালো ঠোঁটে আঘাত করে। নাট্যকারের আহ্বান উপেক্ষা করতে না পারার ব্যর্থতা তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় জীবনেও এই ছায়া মর্তে এসে শেষ পর্যন্ত যৌবনযন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে নিজেকে নিঃশেষ করবে।

কালিন্দীর প্রথম মৃত্যুতে দেবদূতের চোখে এসেছিল জল – যে দেবদূত বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল তার আত্মাকে। কারণ, দেবদূত জানে কী অভিনব কৌশলে সৃষ্টি করা হয়েছে কালিন্দীর অবয়ব। দেবদূত নিজমুখে কালিন্দীকে বলেছে সেকথা :

> আমি তোর জন্মের কামারশালায় ছিলাম। চরচন্দ্রানীর গাঙের মাটিতে গড়া হল তোর জন্মের পুতুল। কালো এবং কালো। তারপর প্রাণের অগ্নিকণা ঈশ্বর যখন নিঃশ্বাসে ভরে দিচ্ছেন আমি চীৎকার করে বললাম-হা ঈশ্বর-এই মেঘবর্ণা নারীর ভেতরে এ কোন নীল অগ্নিকণা ভরে দিলে। আমি অনুনয় করে বললাম এই নারী এই জন্মে অসুখী হবে প্রভু।[৮]

নারীর অধিকার আদায়ের বিদ্রোহ আর সংগ্রামের পূর্ববার্তা কালিন্দীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সেদিন। ঈশ্বর লীলাময়রূপে জন্মমৃত্যুর লীলাশেষে আত্মহননকারী কালিন্দীর জন্য স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করলেন, বন্ধ হলো সকল অভ্যর্থনা। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কালিন্দী তার নির্ধারিত জীবনের বাইরে যেতে না পারলেও মেনে নিতে পারেনি এই পরাজয়। জন্মান্তরে ভুল শোধরাবার অঙ্গীকার করল সে। ছাড়পত্র পেল কোনো এক সমুদ্রমোহনার তীরে দ্বিতীয়বার জন্ম নেবার। প্রথম পর্যায়ে হিন্দু পরিবারে দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলিম পরিবারে জন্ম তার। যে নরক হতে দ্বিতীয় বার মর্তে আগমন করে সে, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন নাট্যকার। কালিন্দী নরকে ছিল বস্ত্রহীন। সেখান থেকে মর্তে আগমন-মুহূর্তে ঈশ্বর তাকে সবুজ শাড়ি দিলেন। এই শাড়ি বাঙালি লোকজ জীবনকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

পাঁচ বোন, এক ভাই এর মধ্যে এক বোনের বিয়ে হয়েছে নেত্রকোনার সোমেশ্বরী নদীর তীরে ধানকুঁড়া গাঁয়ে, অন্যজনের শেরপুরের শ্রীবর্দ্দিতে। দাদা সুকণ্ঠ নবদ্বীপের জনৈকা কীর্তনিয়ার সাথে বসতি গড়েছে কোনো এক দূরদেশে। সৎমায়ের জ্বালায় ঘরছাড়া জাতিচ্যুত এক পীড়ালি ব্রাহ্মণ শঙ্করও এ পরিবারের সদস্য। শ্রীকর তার গানের গলা দেখে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে। বাবা শ্রীকর লোকগানের দল নিয়ে মনসা মেলায় গেছে সাত দিন আগে। কালিন্দীর জন্য শ্রীকর মনসা মেলা থেকে বাসুকীর ফণার ছাপ সম্বলিত একটি শাড়ি কিনে আনে। শাড়িটি পড়ে কালিন্দীর যে অনুভূতি হয় তাতে লোকজ রূপটিই ফুটে উঠেছে। 'মনে হয় কোন মালাকার মাটির শাড়ী পরিয়েছে'[৯] তাকে।

মনসার মেলা আর বাসুকীর ফণা কেবল নয়, শ্রীমতি রাধা এবং শিবের অট্টহাসির কথাও এসেছে বিবিধ প্রসঙ্গে। এছাড়াও যেসব গ্রামীণ খেলাধুলার বর্ণনা আছে তাতে লোকজ জীবনেরই পরিচয় মেলে। প্রতিবেশী শামসু কাকার মেয়ে রহিমার সাথে কালিন্দীর গুটি খেলা, কখনো কখনো হনুমান সেজে লাফিয়ে চলা, সীতার কষ্টকে গানে গানে প্রকাশের চেষ্টা উক্ত জীবনেরই উন্মুক্ত প্রকাশ। মা জগদম্বার কণ্ঠে মনসা নাম-ডাক বাঙালি লোকজ জীবনের প্রতীককে আরো স্পষ্ট করে তোলে। তার মতে, 'আমার পাঁচ মেয়ে বাসুকী নাগের পাঁচ ফণা।...তাদের ঘরেই মা মনসার জন্ম।'[১০]

জাতিচ্যুত কপর্দকহীন শঙ্কর ভালোবেসেছে কালিন্দীকে। ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ একটি রূপার আংটিও তাকে উপহার দিয়েছে। বন্ধু হারাধনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিয়ের প্রস্তাবকে সহজে মেনে নিতে পারে

না শ্রীকর। ছয়টি বিশাল মহাজনী নাও থাকলেও শঙ্করকে সে ঘরজামাই করতে সম্মত নয়। প্রয়োজনে একটি নাও দিয়ে ব্যবসা করে প্রথমে তার ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাক শঙ্কর। বড় দিদি শলপী প্রথমে না হলেও পরে সম্মত হয় বিয়েতে। সামনের বৈশাখ মাসে বিয়ে। কার্তিকের শেষে শলপীর শ্বশুর বাড়ি ধানকুঁড়া গাঁয় বাবার সাথে রওনা করে কালিন্দী। যাওয়ার পথে বাবার সাথে নিমাই সন্ন্যাসীর পালা উপভোগ করে সে। পরিচিত বলয়ের বাইরে বাইরের জগতের সাথে তার এই প্রথম পরিচয় :

> ভোরের কমলা বর্ণ আলো, গাঙে শ্যাওলার ঘরে সে আলোর নাচন, নদীর জলের ভিতর নানা বর্ণের মাছেদের ঝাঁক, রাত্রির নক্ষত্র, নীল আকাশে ভুবন আর শঙ্খচিলের উড়াউড়ি- প্রকৃতির এইসব নানান অনুষঙ্গ দেখার মধ্যে দিয়েই ঘরের কালিন্দী নতুন চোখে বাইরের কালিন্দীকে চিনতে শেখে।[১১]

ইতোপূর্বে বাবা শ্রীকরের সান্নিধ্যে চণ্ডী-মনসার পালা, বৈষ্ণব পদাবলী ও রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পেরে নিজের ভেতরে যে শিল্পসত্তার উন্মেষ ঘটিয়েছিল বাইরের জগতের সাথে পরিচিত হতে পেরে তা যেন আজ পূর্ণতা পেল।

শলপীর স্বামী গন্ধর্বদাস মনসার পূজক। তার কাছে নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্তের পুঁথি আছে। পালাগান করে সে। শিল্পের প্রতি প্রবল আকর্ষণে শ্রীকর চরচন্দ্রানী ফিরে গেলেও কালিন্দী রয়ে যায় ধানকুঁড়া। পৌষে বড়দির সাথে ফিরবে। এখানেই তার শিল্পমনীষার পূর্ণ জাগরণ ঘটল মুসলমান গায়েন আলালের সাথে পরিচয়ের মাধ্যমে। আলাল বিবাহিত হলেও এখন নিঃসঙ্গ। তার স্ত্রী মিঠা মঈনের মেয়ে রোশনি গত ফাল্গুনে পালাগান করতে গিয়ে এক দোহারের সাথে পালিয়ে গেছে। পালাকার হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে আলালের। আলালের বাড়িতে তাই আসা যাওয়া শুরু হয় কালিন্দীর। ধীরে ধীরে উভয়ের ভাব জমে ওঠে। একসময় অনুভব করে আলালের প্রেমে পড়েছে সে। নিছক পালাকার হিসেবে নয়, নানা তত্ত্ব-মতবাদ নয়, ব্রাহ্মণপুত্র অনাথ ও শূদ্র ডোমকন্যা চণ্ডীকে নিয়ে সে যে পালাগান রচনা করে তাতে তত্ত্বের চেয়ে জীবনশিল্পই বড়ো হয়ে ওঠে :

> গীতে-পালায় দেব-দেবীর বন্দনা না করে মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে গীত রচনা করায় আলালের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয় কালিন্দী। এক দুর্নিবার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়। আলালের গীতে নিজের বন্দনা শুনে কালিন্দী তার ভেতরে মনসার পূজার ঘর ভেঙে ফেলে, ছুঁড়ে ফেলে দেয় শঙ্খ, নিজেকে মনসার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবিষ্কার করে।[১২]

নৌকার ওপর বসে সে যখন পা নাচায় আলাল তার পায়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে বলে : 'আপনের পা দুইটা পূজা করতে ইচ্ছা করে। এত সোন্দর।'[১৩] এক-দুই করে এভাবে আলালের সাথে তার ভাব বিনিময় হয়, মন স্থির হয় আলালের ওপর। ফলত শঙ্করের ওপর সে মন স্থির করতে পারে না। তবে ভাবনার জগত থেকে সে সরে আসতে পারে না। কারণ, শঙ্করেরও কেউ নেই, আলালেরও কেউ নেই। তবে আলাল মুসলমান হেতু এ বিয়ে হবার নয়। তার বিয়ে শঙ্করের সাথেই হবে। কিন্তু আলালের পূজার আসন ছেড়ে যাবার দ্বিধা সহজে কাটে না কালিন্দীর। কালিন্দীর জীবনে শিল্পের বিকাশ আলালের সাথে পরিচয়ের পর থেকে। কালিন্দী দেখেছে মানুষের প্রতি আলালের করুণা। গাথা-পালার সীমা ছেড়ে অনাথ-চণ্ডীর জীবনের পরিণতি তার মনে এক শিল্পবোধের জন্ম দিয়েছে। জীবনের এই রঙই শিল্পের প্রধান আকর্ষণ :

> সেলিম আল দীনের নাটকের মধ্যে অন্যরকম এক গন্ধ আছে; যা খুব আকর্ষণ করে কাছে টেনে নেয়, পরক্ষণেই ভাবনার অতলান্তে ফেলে দেয়। তার নাটকে ভিন্ন ধরনের রঙ আছে। যে রঙে জীবনের কথা লেখা থাকে। খুব স্পষ্ট কিন্তু গভীর সে জীবনকে দেখতে কখনও যৈবতী কন্যার মন পড়তে হয়, কখনও ধারণ করতে হয় জন্ডিসের চোখ।[১৪]

কালিন্দী বড়দিকে বিষয়টি খুলে বলে। পৌষের পনেরো তারিখে তাদের চরচন্দ্রানী চলে যাওয়ার কথা। মনের দিক থেকে শঙ্করকে সে যেমন পছন্দ করে না, পছন্দ করে না বাবা শ্রীকর এবং মা জগদম্বাও। অপরদিকে, হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে আলালের সাথে তার এ জনমে সম্মিলন সম্ভব নয়– আলাল যতই কালিন্দীকে নিয়ে গান রচনা করুক, যতই চণ্ডীর রূপ বর্ণনা করুক কালিন্দীর সাথে মিলিয়ে। কালিন্দী আর আলালের হিন্দু-মুসলিম প্রণয় সম্পর্কিত একটি সমস্যা তৈরি হওয়া অমূলক নয়। তবু কালিন্দী সিদ্ধান্ত নেয় শঙ্করকে বিয়ে না করার। আলালের দারিদ্র্যের প্রতি তার করুণা জাগে। নিজেকে পরিবর্তিতরূপে আবিষ্কার করে সে। ভালোবাসার জন্য জাত-কূল-মান বিসর্জন দেবার আর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় কালিন্দী ও আলালের চূড়ান্ত পরিণতির মধ্য দিয়ে। কালিন্দী এখন আর দেবী সাধক নয়, নিজের মধ্যেই সে দেবীর অস্তিত্ব অনুভব করে, যে দেবিত্বের আসন আলাল তাকে দিয়েছে। নিজেকে নূতনরূপে বিনির্মাণের ধারায় ভেতরের শিল্পবোধ তাঁকে নিয়ে যায় অনন্য উৎকর্ষে। আত্মতুষ্টি ও আত্মচেতনা ক্রমশ তার মধ্যে গভীর থেকে গভীরতর হয় :

> আমি দেবীর করুণা চাইনা –কবির পূজা পাওয়া আমি কালো মেয়ে কালিন্দী–আমি কক্ষনো আর দেবী পূজা করব না। ...না আমি সম্পদ চাই না। তোমার বরে সম্পদ নয় মা। তোমার মাটির মূর্তির পাশে এই যে আমি–আমার পূজা হয়েছে সেদিন রাত্রে–কবির পঙক্তি পয়ার আমারে শোনিতে শোনিতে ধাবমান।...আমি মাটির কালিন্দী নই মা–আমি নই শাস্ত্রের নানা বর্ণে রঞ্জিত। আঙুল বুলাতেই উঠে যায় তোমার গায়ের বর্ণ। সে রঙ কালিন্দীর মত জন্মের ভেতর দিয়ে রোদবৃষ্টির স্পর্শে প্রাণের সঙ্গে নয় যুক্ত।[১৫]

পালাগানকে আশ্রয় করে জীবনধারণকারী আলাল চণ্ডী আর অনাথের কাহিনিকে আশ্রয় করে পালা রচনা করে যার প্রথম আসর হবে বিষকাকুনী গাঁয়ে। আলালের জীবনে এখন কালিন্দী হয়ে উঠেছে সর্বময়। চণ্ডী এ পালার নায়িকা হলেও তার বদলে কালিন্দীর নাম ব্যবহার করে আলাল। আলাল তাকে আহ্বান জানায় চিরজনমের মতো বেরিয়ে পড়তে। শেষবারের মতো কালিন্দী আলালের সাথে পানসিতে উঠে বসে। ততক্ষণে হিন্দুরা বেরিয়ে পড়েছে মুসলমানদের ঘর জ্বালিয়ে দিতে। কেবল কিছু বাদ্যযন্ত্র সঙ্গী করে কালিন্দী যাত্রা করেছে 'তেলের গন্ধমাখা বালিশ আর ম্লান নকশীকাঁথা...আলালের দারিদ্র্য দেখে একদিন–দরিদ্রের জীবনযাপনের যে লোভ জেগেছিল'[১৬]– সে জীবনের দিকে।

আলাল গীতের সংবদ্ধতায় কালিন্দীর চরণ ভজনা করেছে। শেষ পর্যন্ত দুঃখের দহনে সে চরণ দগ্ধ হয় কিনা এ সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠে আসর চলল কূলে কূলে। উপার্জনও হতে লাগল প্রচুর। অভাবের দিন বুঝি শেষ হলো। আলালের এখন রাজা বনে যাবার জোগাড়। দেবী মনসা যেন আজ কালিন্দীর কাছে পরাজিত। লুৎফর রহমানের ভাষায়, 'যৈবতী কন্যার মন নাটকে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট কাল পরিধিতে কিভাবে মুক্ত মানবরসের নাটকের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে পীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য সেই সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং ইতিহাস অভিব্যক্ত হতে দেখি।'[১৭]

আলাল ছোটোকাল থেকে বড়ো হয়েছে দুঃখ আর দারিদ্র্যের সঙ্গে। তার পিতা কলন্দর খা একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি চন্দ্রপুর ফৌজদারে শাহ সুজার পক্ষে যোগ দেয়ায় মীর জুমলার লোকজন তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়, কলন্দর খা নিহত হয়, মা পালিয়ে আসে মেঘনার কূলে। তখন থেকেই তাদের দারিদ্র্যের সংসার। মায়ের মৃত্যুর পর তার আপন বলতে আর কেউ নেই। তবে যেটুকু বিদ্যালাভ করেছিল তাতে ফারসি কাব্যের লাইন অনুবাদ করতে পারে সে। সংস্কৃতেও তার ব্যুৎপত্তি ছিল। *লাইলী মজনু*, *মধুমালতী* এসব তার মুখস্থ। এভাবে শৈশবেই তার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল কবিমন। রজনী গোপালের কাছে দীক্ষা নিয়ে পরে আলাদা করে দল গঠন করে।

মনের জোড়ে বাসা বাঁধলেও সমাজের বাইরে কারো বাস নয়। আলাল ও কালিন্দীর জীবন চলার পথেও আসে সামাজিক চাপ। হিন্দু সমাজ তাদের পিছু ধাওয়া করে আলালের মাঝি শুক্কুরের মাথা ফাটিয়ে দেয়, আলালের হাত ভেঙে দেয়। রূঢ় জীবনযাত্রায় একসময় কালিন্দীর জ্বর আসে, পালায় পাট করা কঠিন হয়ে ওঠে।

শরীয়তপন্থী লোকেরা কালুখাঁর নিমন্ত্রিত আসরে এসে শাসিয়ে গিয়েছে কোনো গান বাজনা করা যাবে না– কেবল ওয়াজ মাহফিলের অনুমতি আছে। আক্রমণের শিকার আলালের গায়েও জ্বর আসে, রাতে আবোল তাবোল বকে। শুক্কুরের শক্তিও যেন নিঃশেষ হয়ে আসে। হিন্দু জাতিচ্যুত রমণী আর পারে না কোনো দেবীর কাছে প্রার্থনা করতে, শূন্যের দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবে ভবিষ্যৎ দিনগুলোর কথা। আলালের ভাঙা হাত আর জোড়া লাগার নয়, বিশেষত চিকিৎসা করানোর মতো সামর্থ্য এবং সুযোগ তার নেই। আসর আর সে করতে পারে না। ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের কষাঘাতে জীবন বিপন্ন হতে থাকে। ধলমূল গাঁয়ে যখন তারা আসর করতো তখন সবাই তাকে সম্মান করত। একদিকে ভাঙা হাতে বেশিদিন আর পালা চালাতে পারল না সে। অপরদিকে পালাগানের পট পরিবর্তনের ফলে আজ সেখানে প্রবেশ করেছে গাজীর গান। ধীরে ধীরে পালার কদর কমতে শুরু করেছে। তাই পালাগান করে জীবন নির্বাহ আলালের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

সে রাতে ধলমূল গ্রামের লোকজন দুভাগে বিভক্ত হয়ে গাজীর গানের বায়না ধরল। নদীর ভাঙন ঠেকাতে হলে গাজীর গান গাইতে হবে – এ কথা ছড়িয়ে দেয়া হল। নাট্যকার জীবনের অসহায় মুহূর্তে লোকজসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এই নাটকে। ধলমূল গ্রামে আসর করতে না পারুক বোয়ালমারীতে এখনও পালার কদর কমেনি। সেখানে বাগদীদের পাড়ায় পীর বাতাসী এবং চণ্ডী অনাথের পালার নিমন্ত্রণ পেলেও আলালের পক্ষে তা সম্ভব নয়। 'আলাল ভীষণ ঘাবড়ে যায়। ভাঙা হাতে আসরে কিভাবে সেই প্রাক্তন দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াবে। একদিন ধানকুঁড়া গাঁয়ে অনাথ চণ্ডীর পালা রচনা করে গ্রামের পর গ্রাম জয় করে নিয়েছিলো। আজ ভাঙা হাত সেই সাহস হারিয়েছে।'[১৮]

সারারাত বিনিদ্র থেকে আলাল নতুন গীত রচনা করে। বোয়ালমারীতে পণ্ডিত আর অভিজাত লোকদের বাস। আলাল গান গায়, কালিন্দী নাচে। এভাবে কিছুদিন চলল, কিছু উপার্জনও হলো। এক রজনীতে ন্যায়রত্নগণ এসে হানা দেয়। তারা জানতে পেরেছে এই দলে এক কুলত্যাগিনী আছে– ধর্মত্যাগী হিন্দুকন্যা। সাতদিনের আসরের দুদিন অতিক্রান্ত হতে না হতেই বন্ধ হয়ে যায় পালা। তিনদিন পর তাদের ভাসমান ঘর কুড়ালের আঘাতে শেষ হলো। পালাতে পারল না দুজনের একজনও। দীর্ঘদিন ধরে হাত ভাঙা আলালের কাঁধে আজ আঘাত পড়ে। শুকুর তাদের বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারাল।

আলাল তার দারিদ্র্য থেকে রক্ষা পেতে কম চেষ্টা করেনি। জীবনযুদ্ধে বারবার পরাজিত হয়েও দমে যায়নি কখনো। আজ সে তাকে বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছে সামন্তপ্রভুর কয়েদখানায়। হাতের কাঁকন ঘুষ দিয়ে আলাল ও কালিন্দী পোতামাঝির কাছ থেকে পালাবার পথ খুঁজে নেয়। জ্বরসহ ধলমূল গাঁয়ে পৌঁছায় তিনদিন পর। ঘা শুকাতে সময়ের প্রয়োজন। জীবন থেকে পালানো যায় না, মনসা-শিবের গান আর গাজীর গান থেকেও তারা পালাতে পারে না। আলালের কণ্ঠে শোনা যায়, 'হিন্দু যারা–মনসা শিবের গানে রাইতে আকাশ ভারী করে আর মুসলমানগরে ঘরে ঘরে গাজীর পীর মাদারপীরের সেবা–পালামু কোথায় কালিন্দী।'[১৯]

হঠাৎ আলালকে মধ্যরাতে উঠে খুঁজে পায় না কালিন্দী। ভোরে গাজীপীরের থানে, নদীর ঘাটে সর্বত্রই খোঁজ করে– কোথাও সে নেই। যার জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, আজ তাকে ছেড়ে সে চলে গেছে। ঝড়ে কুটোর মতো ভেসে যায় আলালের প্রেম, তার আবেগ স্তিমিত হয়, ধর্মে মতি ফিরে আসে জীবনে বেঁচে থাকার অদম্য আকাঙ্ক্ষায়। এ আকাঙ্ক্ষা তাকে সকল আবেগের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। আলালের হাতে

আজ তসবিদানা, কালিন্দীর সামনে দাঁড়িয়ে সে ব্যক্ত করে তার জীবনচক্রের ইতিবৃত্ত। 'আমি পিরের মুরিদ হইছি। এ জনমের ভালোমন্দ থুয়ে আসছি তাঁর হাতে।'[২০] আলাল আর গান গাইবে না। সে এখন পিরের ভক্ত। পিরের কথাই এখন তার জীবন। কালিন্দীর কাছে পাপপুণ্যের হিসাব দেয় আলাল:

> তুমি যারে নেহা কর সে কবি আসরে আসরে হাড্ডি রক্ত বেবাক দিছে–ঘর–বাড়ি–ভিটা দিছে। আর না। আলাল চীৎকার করে–আমি কি তোমার দাস। কিনে নিছ আমারে। এই শরীর নিয়ে কবরে নামন যায়–আসরে উঠান যায় না।[২১]

জীবনের এই চক্রে আলাল পথ খুঁজে পেলেও কালিন্দীর সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। হোঁচট খায় কালিন্দীর শিল্পমনীষা। তবে আর যাই হোক চরচন্দ্রানী সে আর ফিরে যেতে পারে না। আলালও ভেবেছিল কোথাও ঠাঁই না পেয়ে কালিন্দী ফিরে আসবে তারই কাছে। একই পথ হবে দুজনার। গাজী তাকে ফিরিয়ে আনবে। মুসলিম হয়ে ধর্মকর্ম করে সেও মুক্তি পাবে পাপ থেকে। কিন্তু কালিন্দী আর ফিরে আসতে পারে না। মাথা নত করে না জীবনের কাছে। প্রেমের জন্য একবার ধর্মান্তরিত কেবল পাপবোধে সে ধর্মান্তরিত হবে না। এর জন্য যে কোনো শাস্তি সে মাথা পেতে নিতে তৈরি। বিষ করবীর চূর্ণবীজ খেয়ে ঈশ্বরের সাধ পূরণ করে সে। অপরিমেয় জীবনাকাঙ্ক্ষাই শিল্পের মূল লক্ষ্য। সেলিম আল দীন কালিন্দী ও পরী দুই নারীর মধ্যে উক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষাকে প্রস্ফুটিত করেছেন শিল্পের ধারাকে সমুন্নত রেখেই :

> কালিন্দী-পরীর যে জীবন-কথা নাট্যকার যৈবতী কন্যার মন-এ এঁকেছেন, তারা পারিবারিক ও সামাজিক উদাসীনতার শিকার। বিশেষত প্রান্তিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও প্রচণ্ড জীবন-তৃষ্ণায় মান-মর্যাদা-সম্ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত দুই নারীই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তীব্র বৈষম্যের শিকার হয়েছে। শেষ-পর্যন্ত তারা বেঁচে থাকতে পারে নি; আত্মহত্যার পথ তাদেরকে বেছে নিতে হয়েছে। মৃত দুই নারীকে নাট্যকার বিশেষ কৌশলে দর্শকদের সামনে হাজির করেছেন, তাদের জীবনসত্য প্রকাশের লক্ষ্যে।[২২]

দ্বিতীয় জন্মে সবুজ বসন পরে মর্ত্যভূমিতে অবতরণ-পূর্বে দেবগণের অনুরোধে তাকে বেহুলার মতো একবার নৃত্য করতে হয়। দেবদূতগণ গোল হয়ে বসলে তাদের বন্দনা করা হয়। এ জনমে সে স্থান পায় চন্দ্রকান্ত দ্বীপে। সে যে গাঁয়ে জন্ম নিল তার নাম মৌরাবি। ঈশ্বর তার ভবিতব্য নির্ধারণ করে দেন। সেখানে আলো-আঁধারির যে চিত্র তা লেখকের বর্ণনায় মূর্ত হয় এভাবে :

> চিত্র মাত্রই ক্ষয়িষ্ণু অনিত্য এবং নিরাকৃতি অন্ধকারই ঈশ্বরের প্রথম ও মৌলিক সৃজন। আলো চিত্রের জন্মদাত্রী–তা অন্ধকারের ঔরসজাত। তাই ঈশ্বরের বাণী অন্ধকারের শিরায় শিরায় স্বয়ম্ভূ শ্লোকধ্বনি। ধ্বনি চিত্রেরও পূর্বের। সুতরাং হে নারী–মর্তে তোমার শিল্পরীতি বিনষ্ট হবে প্রাকৃতের কর্মদোষে।[২৩]

এই জন্মে তার নাম হল পরী– আসল নাম লুৎফুন্নেছা। বাবা আটষট্টি বছর বয়স্ক শিল্পসাধক পুতুলমাস্টার মাজেদুল হক একজন হাঁপানী রোগী। তার পূর্বপুরুষ ছিল নিকারী। পরীর দাদা মাছ শিকারে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। দাদি তখন সর্বস্ব বিক্রি করে মাজেদুল হক ও তার ভাইকে নিয়ে বিষখালি নদীর তীরে এই গ্রামে বসবাস শুরু করেন। পরী তার পূর্বপুরষের ভিটেমাটি দেখেনি। এ জন্মে পরী আর মিণ্টু দু-ভাইবোন। মহাভারতের সত্যবতীর মতো সে কৈবর্ত সন্তান। তার গা দিয়ে মাছের আঁশটে গন্ধ।

অর্ধেক যৌবন পর্যন্ত মাজেদুল হক কাজ করেছেন যাত্রাপালায়। ভবঘুরে এই মানুষটি বিয়ে করেছে যাত্রাদলের এক মেয়ে মনিরা বেগমকে। যাত্রা ছেড়ে মৌরাবি পুতুল নাচ নামে দল গঠন করেছেন তিনি। মনিরা বেগম ধ্রুপদী নৃত্য জানতেন। পরীও তার মায়ের কাছ থেকে তা শিখে নেয়। লেখাপড়া খ্রিস্টান

মিশনারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। আর ভাই মিন্টু উচ্চমাধ্যমিক পাশ। সে যাত্রা দলের পালা লিখত, অভিনয়ও ভালো পারত। তার মেজাজটা ছিল অস্থির প্রকৃতির। যাত্রা দলের অধিকারীকে খুন করে সমাজতন্ত্রের নামে গা ভাসাল, তারপর ব্যবসা। কিছুতেই কিছু করতে না পেরে আবার অধিকারী সোনা মিয়ার যাত্রাদলে যোগ দেয়।

এখানকার নীলগঞ্জ নদীর তীরে সাধুর মেলা বসে। একটা ঘুড়ির দোকান থেকে শাহামাল পরীকে সবুজ ঘুড়ি কিনে দিয়েছিল। পূর্ব জনমের শাড়ি আর এ জনমে ঘুড়ির রঙ একই। পরী প্রতিদিন মেলায় যেত। শাহামাল তাকে স্বপ্নাতুর জীবনের লোভ দেখায়। 'আশার চর আজব দেশ। সেখানে বৃক্ষরাজিতে ঘুড়ি ধরে। এ রকম চরে যাবার আশা কার না জাগে।'[২৪] পরীর মনে এমন একটি স্বর্গস্বপ্ন জেগে ওঠে। মায়ের কাছ থেকে চুরি করা কুড়ি টাকা সম্বল করে মেলা শেষ হওয়ার একদিন আগে সে শাহামালের সাথে পালিয়ে যায়। পলায়নের বিষয়টি পরীর পূর্বজন্মের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সাদৃশ্য রয়েছে আলালের সাথে শাহামালেরও :

> আমার তো কেউ নাই–মা বাবা ঝড় তুফানের গর্কিতে হেই কবে নিখোঁজ হইছে। আমি নানার দেশে থাকি। বলতে বলতে শাহামালের চোখ ভিজে আসে। তারপর বলে–আমি আপনেরে এত্তগুলান বেতস ফল আইনা দিমু। কাউফল কোন গাছের মিঠা বেশি আমি জানি।[২৫]

তবে পরী শাহামালের জন্য দেশত্যাগী হয়নি, হয়েছে যে দেশে গাছে ঘুড়ি ধরে সেই দেশ দেখার জন্য। শাহামাল অবশ্য এই মিথ্যাচারিতার জন্য একসময় অনুতপ্ত হয়। পরীর মোহও কাটে একসময়, তার মধ্যে চেতনা জাগে, মা বাবার কথা মনে পড়ে। এমন সময় আগের জন্মের মতো দয়াল, রকীব এবং মনিরা বেগমের সাথে মাজেদুল হকের সাম্পান তাদের ধাওয়া করে। শাহামালের ঘটনাটি খণ্ডিত ও অসমাপ্ত হয়ে এখানেই পড়ে থাকে। এগিয়ে চলে পরীর জীবন। একসময় মাজেদুল হকের মৃত্যু ঘটে হাসপাতালে।

কালিন্দীর জীবনে আলালের মতো এ জনমে পরীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত অনিন্দ্য। আলালের মতো অনিন্দ্যও একজন লেখক। সে কবিতা লেখে পরীকে নিয়ে। সেটা ছাপা হলে তাকে এসে দেখায়। পরীকে ভালোবেসে সে বিয়ে করতে চায়, পালিয়ে যেতে চায় তাকে নিয়ে। কিন্তু পরী পূর্বজন্মের কথা বিস্মৃত হলেও শাহামালের কথা ভুলতে পারে না। জ্বরাক্রান্ত মা মনিরা বেগম পরীকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। মনিরা বেগমের অনুপস্থিতিতে পরীর অনিশ্চিত জীবনাশঙ্কায় এমন সিদ্ধান্ত দিতে পারে সে। মনিরা বেগম জানে পরী কখনও সংসারী হতে পারবে না। দারিদ্র্য তাদের জীবনসঙ্গী। অভাবের তাড়নায় পরী বিক্রি হয়ে যায় এক দলের কাছে। দলের অধিকারী মামা বলে পরিচয় দিয়ে তাকে রিহার্সেলে নিযুক্ত করে। জীবনের রূঢ়তার সংগ্রামে পরীও আজ মনের দিক থেকে পরিবর্তিত। বাড়ির প্রতি তার আর কোনো টান নেই। অধিকারীর দুটি পালার একটির নায়িকা সে। বছরে চুক্তি তিরিশ হাজার টাকা। দলে জাহাঙ্গীর ফিরোজ ও রাজীব পরীর নামে অজ্ঞান। রাজীব বা সুখেন্দু কাউকে তার খারাপ না লাগলেও মূলত পরী ভালোবাসে অনিন্দ্যকে। অনিন্দ্যের সাথে তার সুখের জীবন গড়ে উঠবে না জেনেও সুখেন্দুকে তার হাত দেখায় ভবিষ্যত জানার জন্য। সুখেন্দু তার জীবনে সুখের আশ্বাস দিতে না পারলেও রাজীব তাকে স্বপ্ন দেখায় মসৃন জীবনের। জীবনের এই দ্বিবিধ রূপ যেন পরীর জীবনকে দ্বিখণ্ডিত করে। 'সন্ধ্যার আকাশে কোন একটি তারার দিকে তাকিয়ে পরী– চোখ ভরে কাঁদে। কার জন্য। তুমি কাকে বহন করে চলেছ পরী। কে তোমার সঙ্গে যায়–জলের প্রতিবিম্বের জন–মোহের একজন–এবং মাজেদুল হকের কন্যা আরেকজন।'[২৬]

পরীর জীবনে যে শূন্যতা তা পূর্ণ করতে আগমন ঘটবে না কোনো দেবদূতের। তার জীবনের সাথে

শিল্পের সম্বন্ধ হলেও সুখের সম্বন্ধ অনেকটাই জটিল। তার জীবনের যে পথ সেখানে সুখের সন্ধান দেবার মতো কেউ নেই। সে সুখ হয়ত জীবন দিয়ে পেতে হয়। সুখের শূন্যতা তাকে নিয়ে পৌঁছাবে শিল্পের সপ্ত আকাশে :

> সংসারে জীবনের নিগা একধরনের নিয়ম লাগে তাতে শিল্প বাঁচে। সমাজের ভিতর দিয়া যে বিশ্বাস–জীবন যাপনের যে রাস্তাটা আছে তারে পুরা ভাঙ্গ যদি তবে শেষে শিল্প বাঁচলেও নিজে পুড়বা। যদি শুধু শিল্প হিসাবে বাঁচতে চাও–তবে ক্রমে ক্রমে ভাঙতে ভাঙতে অদেখার দেখা পাবা–পৌঁছাবা গিয়া সাত আসমানে।[২৭]

পরী নিজের মতো করেই বাঁচতে চায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশে সেও হতে চায় স্বাধীন। তার মধ্যে ব্যক্তি এসে উঁকি দেয়। কিন্তু এই বাঁচার মধ্য দিয়ে কোন অস্তিত্বের সন্ধান মিলবে তা সে নিজেও জানে না। নিজের মধ্যে সে কথা বলে, 'যে যার মত কইরাই বাঁচে। সব গাঙেই পানির স্রোত–তবু এক এক গাঙের এক এক নাম। তুমি আলাদা কইরা যদি বাঁচো তা তো শিল্পের ভিতর দিয়া বাঁচন না। সে বাঁচাটা নিজেরই ক্ষতি করে।'[২৮]

তবে শিল্পের সাথে তার যে সত্ত্বা মিশে আছে তা থেকে নিজেকে সে আলাদা করতে পারে না। তার অভিনয়গুণে মুগ্ধ হয়ে এসাক চৌধুরী ও জাহাঙ্গীর ফিরোজ অন্তরে দুর্বলতা অনুভব করে তার জন্য। কামাল নামক এক বিত্তশালী যুবক তার জন্য উন্মাদ। 'রূপান্তর' পালায় নাচের স্থানে সে পরীর জন্য প্রতিদিন ফুল রেখে আসে, পুকুর ঘাটে, নারকেল গাছতলায় অনড়ভাবে বসে থাকে। পরীর পথে বেলি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অবস্থা এমন হলো যে, পরীর পুকুরঘাটে যাওয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম। শেষ পর্যন্ত পরীকে দেখার জন্য একবাক্স গয়না নিয়ে সে উপস্থিত। আলালের মতো করে সেও বলতে পারে 'আপনেরে মনে মনে আরাধনা করি – আপনার দুইডা চরণ পূজা করি।'[২৯] কামাল পরীকে বিন্দু বলে সম্বোধন করে। পরীর সামনে উপস্থিত হয় চরম সংকট। কামালের প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করলে সে নানা ফন্দি আঁটে। বিষ পানে মরার অভিনয় করে, রাজীব চৌধুরীর কাছে অলঙ্কার চুরির নালিশ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীকে আর বিয়ে করা হয় না তার। পিতার নির্যাতনে এক সময় সে আত্মহত্যা করে। এ ধরনের মৃত্যুকে পরী সহজভাবে নিতে পারে না। অথচ কামালের মতো জাহাঙ্গীর ফিরোজও যেন বলতে পারে 'আমার চাঁদের কণা পরী গো – আমি যদি ও রকম মরতে পারতাম তোমার জন্য।'[৩০]

রাতে কামালের মৃতদেহ দেখে পরী চিৎকার করে। এক চাপা কষ্টে ঘুমাতে পারে না সে। তার এ কষ্ট ভুলে থাকতে মিঠুদি তাকে সিগারেট খাওয়ার পরামর্শ দেয়। সব ফেলে যখন মায়ের কাছে সে ফিরে যেতে চায় তখন জানতে পারে মৌরাবিতে তার আর কিছু নেই। তার মা সব বিক্রি করে রকীবের সাথে সংসার পেতেছে। চরম দুঃখের দহনে নিপতিত হয় পরী। একমাত্র জাহাঙ্গীর ফিরোজ আছে যার কাছে মনের কথা খুলে বলা যায়। কোনো সহানুভূতি নয়, সব কিছু ভুলে থাকার জন্য পরী জাহাঙ্গীরের কাছে পানের জন্য একটু নেশাপানি ভিক্ষা করে। আজ জাহাঙ্গীরের সাথে ঘুমাতে তার কোনো আপত্তি নেই। পৃথিবীর যে কাউকে বিশ্বাস করার সকল প্রকার মানসিকতা আজ সে হারিয়ে ফেলেছে। তাই সে নিজেকে আর কোনো বাঁধনে বেঁধে রাখতে ইচ্ছুক নয় :

> মায়ের দ্বিতীয় বিবাহের সংবাদ তাকে পৃথিবীর তাবৎ গৃহের প্রতি অবিশ্বাসী করে তুলে। সে ভাবে মায়ের এই বিবাহ এক অসঙ্গত অবিনাশী পাপ। সেই পাপের তাপ তাকেও পোড়াবে। মায়ের এই পাপ স্বেচ্ছাকৃত–পরীর ওপর এক পরোক্ষ প্রতিশোধ গ্রহণ। সে ক্রমেই মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী ক্ষিপ্ত ও যে কোন পুরুষ হৃদয়কে রক্তাক্ত করার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠে।[৩১]

মায়ের মতো তার পক্ষেও সম্ভব হলো না নির্দিষ্ট কোনো পুরুষের সাথে সংসার গড়ার। সুখেন্দু, রাজীব চৌধুরী বা তাকে কন্যা বলে সম্বোধন করে যে ইসাক চৌধুরী পরীর চোখে আজ সবাই সমান হয়ে যায়।

কিন্তু তার জানা হয়ে গেছে জগতের সকল পুরুষ এক। তাই শিল্পের ডালপালা যতই বিস্তার লাভ করুক না কেন ব্যক্তি পরীর মৃত্যু ঘটেছে বহু পূর্বেই। এরই মধ্যে অনিন্দ্য নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে সংসারজীবনে। পরী আর নিজেকে সামলাতে পারে না। অনিয়ম, আর মদ্যপান তাকে নিয়ে যায় ধ্বংসের শেষ প্রান্তে। জীবনের বেড়াজাল মুক্ত হয়ে সে চলে যেতে চায় অজানালোকে :

> ...আমি আর বাঁচতে চাই না।...আমি আর কষ্টের আগুন। নাচের সুরের আগুন–আসরের আগুন–আর বইবার পারিনা।...কবে আমার এই আসর পালা শেষ হবে। কোন দ্যাশে গিয়া ঠেকবে আসর–খোদার আরশের কাছে যাবে না। ঐ আকাশ ছুঁবোনা। নাকি কারো ছোঁয়–কারো ছোঁয়না।[৩২]

মনে পড়ে শাহামালের কথা – যে শাহামাল একদিন তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল সুখী জীবনের, সে জনমে আর যাওয়া হলো না। তৃতীয় আর কোনো জনম যদি থাকে তবে হয়ত তা পূরণ করা সম্ভব। নিজেকে ধরে রাখার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে সে। ঈশ্বরের দেওয়া এ জীবনকে সে নিরাপদে ফিরিয়ে দিতে পারেনি দেবদূতের কাছে। তাই সে অপরাধী। স্বর্গে তার স্থান নেই। এ পৃথিবীতেও যার কোথাও স্থান হলো না, তার স্থান হবে নরকে যেখানে তার মায়ের মতো, অনিন্দ্যের মতো সুখী মানুষেরা নেই। দুঃখ পাওয়ার মতো তবে কিছু নেই থাকবে কেবল দহন। সে দহন হয়ত এ জীবনযন্ত্রণার চেয়ে ভয়াবহ নয়। তাই জীবনের এ আঙিনা ছেড়ে তাকে যেতে হবে – শিল্পের বাঁধন ছিঁড়ে স্বরূপের সন্ধানে। নাট্যকার পরীর আত্মহত্যার বিবরণ সাজিয়েছেন রূপকথার ভাষায় :

> কচি শ্যামল পাতার ফিকে সবুজ রঙে ভরেছে মধ্যরাত্রির বনস্থলী। বিষপানের পর শরীরে সাপের আঁশ গজাতে থাকে। অবাক বিস্ময়ে দেখে বন জুড়ে বাড়তে বাড়তে সে এক বিশাল অজগর হয়ে গেছে। সবুজ পাইথন। তারপর বন বেষ্টন করে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে–বনের মাথায় ফণা ধরে। তখন বসন্ত কালের চাঁদে খানিক বসন্ত বর্ণ। সে সবুজ পাইথন অসমাপ্ত চাঁদটি খপ করে গিলে ফেলে। পরীর জন্মের দেবদূত নীরবে চোখ মোছেন।[৩৩]

পরিশেষে বলা যায়, বর্ণনারীতিকে অবলম্বন করে সেলিম আল দীনের প্রথম নাটক *চাকা* দ্বিতীয় নাটক *যৈবতী কন্যার মন* তৃতীয় নাটক *হরগজ*। দুইখণ্ডে বর্ণিত *যৈবতী কন্যার মন* নাটকটিতে কালিন্দী তথা পরীর দুই জনমের কাহিনি বর্ণনা করেছেন নাট্যকার। প্রথম খণ্ডের শুরুতে কাহিনির ধারাবাহিকতায় না এনে প্রথম মৃত্যুর পরের অংশ থেকে শুরু করেছেন লেখক। এরপর সময়কালকে মিলিয়ে দিয়েছেন। গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে ভাষার ক্ষেত্রেও যে তিনি অভেদ রূপের প্রয়োগ করেছেন :

> আমি তাই কথানাট্যের ভাষারীতিতে গদ্য ও পদ্যকে অভেদাত্মা করার প্রয়াসী। আমার ভাষা-চৈতন্যে গদ্য-পদ্যের ভেদ অবলুপ্ত। গদ্য যখন কাজের ভাষা তখন তা গদ্যই। কিন্তু যখন তা লেখকের আঙ্গুলে চলে আসে তখন সে সৃষ্টিশীলতার ঘাট ছুঁয়েই আসে।[৩৪]

নাটকটির প্রথম অংশে কালিন্দী ও আলাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে মঙ্গলকাব্যের সাথে গাজীপিরের কাহিনির একটি দ্বন্দ্ব দেখানোর চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। বিশেষত দেশীয় সংস্কৃতির জায়গাটা কীভাবে ধর্মের আবরণে ঢাকা পড়ে তার একটি নিখুঁত চিত্র দেখানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। একই সাথে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব, প্রেমের জন্য নারীর আত্মত্যাগ, সর্বস্ব বিসর্জন ও শিল্পের মধ্যে বেঁচে থাকার প্রেরণা – সবই নির্দ্বিধায় বলে গেছেন তিনি। সেলিম আল দীন বাঙালি নারীর প্রেমে অবিচলতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ছবি এঁকেছেন। কালিন্দী তাই নারী হয়ে প্রেমের জন্য যতখানি পেরেছে সমাজ সংসারকে বিসর্জন দিতে আলালের পক্ষে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জীবনকে মেনে নিয়ে প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে যৈবতী কন্যাই হয়ে উঠেছে এ নাটকের প্রাণ: 'প্রাকৃত জীবনের গন্ধমাখা এক নারী–পরী–শিল্পের ভেতর দিয়ে যে অহং তৈরি করল তা আত্মবিনাশী। শিল্প ও জীবনকে প্রায় একবিন্দুতে মেলাতে চেয়েছিল সে।'[৩৫]

মনে হয়। যদিও দ্বিতীয় খণ্ডের পরীর আত্মবিনাশের কারণ কেবল কামাল নয়। অনিন্দ্য ও মা মনিরা বেগম তার বিশ্বাসের পথে অন্তরায় হয়েছে। তবে আলালের চেয়ে কামাল এখানে অনেক বেশি ত্যাগী ভূমিকায় অবতীর্ণ। তার এ ত্যাগের মহিমাকে স্বীকার করে নিয়েও পরী তার সাথে সংসার ধর্ম পালনে সচেষ্ট হতে পারত। এতদসত্ত্বেও সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেনি। পারেনি সে আশায় বাসা বাঁধতে। পারেনি শিল্প ও জীবনের সমন্বয় সাধন করতে।

তথ্যনির্দেশ

১। সাইমন জাকারিয়া (সম্পা.) *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৪*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৬৩
২। হারুন রশীদ, 'জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি, নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন', *দৈনিক যুগান্তর*, ১৮ আগস্ট ২০১৯
৩। সেলিম আল দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
৪। ঐ
৫। ঐ
৬। ঐ
৭। ঐ
৮। ঐ, পৃ. ১৬৭
৯। ঐ, পৃ. ১৭৩
১০। ঐ, পৃ. ১৭০
১১। ফৌজিয়া খান, 'সেলিম আল দীনের *যৈবতী কন্যার মন*: দুই নামে দুই কায়া', সিরাজ সালেকীন (সম্পা.) *উলুখাগড়া*, ঢাকা, আগস্ট, ২০০৮ সংখ্যা, পৃ. ২২৩
১২। ঐ, পৃ. ২২৪
১৩। সেলিম আল দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
১৪। জাহিরুল ইসলাম, 'তাঁর শেকড় সন্ধান, নির্বাচিত লেখামালা, বিষয় : সেলিম আল দীন', *দৈনিক সমকাল*, ১৮ আগস্ট ২০১৭
১৫। সেলিম আল দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-৯৫
১৬। ঐ, পৃ. ১৯৬
১৭। লুৎফর রহমান, *বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক*, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৫
১৮। সেলিম আল দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
১৯। ঐ, পৃ. ২০৬
২০। ঐ, পৃ. ২০৭
২১। ঐ
২২। অনুপম হাসান, 'সেলিম আল দীন-এর নাটকে প্রান্তিক মানুষ ও সমাজ-জীবন', *থিয়েটারওয়ালা*, ২৪ সংখ্যা, সম্পাদনা : হাসান শাহরিয়ার, জানুয়ারি-জুন ২০০৮
২৩। সেলিম আল দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
২৪। ঐ, পৃ. ২১৩
২৫। ঐ
২৬। ঐ, পৃ. ২৪৮
২৭। ঐ, পৃ. ২৪৮-৪৯
২৮। ঐ, পৃ. ২৪৯
২৯। ঐ, পৃ. ২৫১
৩০। ঐ, পৃ. ২৫৩

৩১। ঐ, পৃ. ২৫৫
৩২। ঐ, পৃ. ২৫৭
৩৩। ঐ, পৃ. ২৫৮
৩৪। ঐ, পৃ. ২৬৩
৩৫। ঐ

CODE-SWITCHING AND DISTORTION OF BANGLA IN BANGLADESHI MEDIA

* Mohammad Shafiqur Rahman
** Md. Anisur Rahman

Abstract

The linguists are now very worried about the distorted form of Bangla used by a group of people of the country. They are seeking for the way of preserving the originality of the language. This study is one of the initiatives of preventing Bangla language from being distorted and polluted. This study is conducted over the people of Bangladeshi media to know how they speak, how they pronounce Bangla words, and why and how they distort the language. The opinion of the common people about them was taken while the research was conducted. Data of this research comes from three sources: the questionnaire, the interviews, and the audio recorded speech of different people of different media. The study tries to find out the causes of code-switching and its effect in our practical life. It also tries to find out what distortion is, what the causes of distortion of language are, and what the effects of it on our language are, etc.

Keywords: *Code, code-switching, distortion of language, Bangladeshi media, etc.*

1. Introduction

Ekushey is a perennial reminder to us of the values we live by as a nation. These are values we had asserted heroically in February 1952 through the spirited defense of our language when it came under threat. Six decades later, now it is time we sat back and pondered over the rampant distortion of our mother tongue by some quarters in the name of code-switching. These 'influential' quarters claim that colloquial language is being used on our TV and film media in order to portray the true picture of the language and the way it is practised by this generation. It has also nothing to do with maligning the authentic and unadulterated form of Bangla (Promito Bangla). Some cultural personalities vehemently protest their eventual motive to demean Bangla language.

Linguistic purists are often disdainful of languages getting mixed up with one another producing some crass hybrid that goes neither here nor there. Many who have been educated in the English Medium have a handicap when it comes to

* **Mohammad Shafiqur Rahman**
Associate Professor, Department of English, Dhaka Commerce College

** **Md. Anisur Rahman**
Assistant Professor, Department of English, Principal Kazi Faruky School and College

speaking pure, proper Bangla and have a tendency to insert English words while speaking Bangla. The purists visibly bristle and cringe every time they hear things like *'Amar kharap habit je ami Bangla English mix kore pheli'* (I have a bad habit of mixing Bangla and English when I speak).

Of course, nothing can be more jarring to the ears than the strange lingo of radio jockeys (RJs): 'Listeners, *ebar akta fatafati song shonabo* that I know you're gonna like. So *shonge thakun'*. While it may sound unrefined and upstartish and although many such 'offenders' (except the RJs) are quite embarrassed yet helpless, because of this deficiency, the purists could be a little less judgmental.

When we tune to Radio Foorti, Radio Today or any other radio and TV stations we can listen to some alien forms of Bangla. It is in fact Bangla with an admixture of English. We might call it with the portmanteau 'Banglish' (Bangla+English) or 'Engla' (English+Bangla). In FM channels, we actually hear Bangla sentences with unnecessary mixture of too many English words uttered in a laughably Anglicized and childishly artificial manner. This sort of use of language, no doubt, distorts and pollutes the purity of any language.

1.2. Code, Code-Switching and Distortion of Language

In this study, code will be taken as a verbal component that can be as small as a morpheme or as comprehensive and complex as the entire system of language. As such, Bangla language is a code, so also is its single morpheme.

Code-switching is a linguistics term that basically means switching back and forth between two or more languages in the course of a conversation. It can also refer to the ability to switch languages or dialects quickly from one conversation to the next depending on the situation or conversation partner. For example, a child who has an English-speaking mother and a Japanese-speaking father may speak only English with the mother and only Japanese with the father even though they all speak both languages and are all participating in the same conversation. There are a few different ways that code-switching can occur in a conversation. It can happen from one sentence to the next, within a sentence from phrase to phrase, or one word at a time (Bokamba, 1989).

According to Oxford Advanced Learner's Dictionary distortion means to change the shape, appearance or sound of something so that it is strange or not clear: the loudspeaker seemed to distort his voice. In other words, distortion means to twist or change facts, ideas, etc., so that they are no longer correct or true: newspapers are often guilty of distorting the truth. The definition is also applicable for defining distortion of language. In this study, distortion of language means to change the shape, appearance, or sound of any language to achieve a certain purpose. It may occur intentionally or unconsciously. The main focus of the study is distortion of Bangla language. Now-a-days, Bangla language is being distorted in many ways by media personnel and reputed institutions.

1.3. Research Questions

The research questions of this study are

a. What are the reasons and purposes of code-switching?
b. Is Bangla being distorted by code-switching?
c. Are the Bangladeshi media responsible for the distortion of Bangla?
d. How do the Bangladeshi media distort the purity of Bangla by code-switching?

2. Literature Review

Language experts across the globe have investigated in their experiments the causes, functions, characteristics, and the effects of code-switching and code-mixing. Such investigations on the causes of the phenomena, for instance, have revealed sociolinguistic and psycholinguistic factors. One is bilingualism or language contact that results "in lexical borrowings and mixture of English and vernacular expression" in the speech of West African bilinguals (Ansre, 1971; Bamgbose, 1971; Cheng & Butler, 1989). Some are status, integrity, self-pride, comfortability, and prestige (Akere, 1977; Bokamba, 1989; Hymes, 1962; Kachru, 1989; Kamwangamalu, 1989). Other causes include modernisation, westernization, efficiency, professionalism, and social advancement (Kachru, 1989; Kamwangamalu, 1989). According to these scholars, some of the functions of code-switching and code-mixing are intra-group identity (Gumperz, 1982), poetic creativity (Kachru, 1989), and the expression of modernisation (Kamwangamalu, 1989).

Code-switching, which may be defined as the alternation between two or more languages in a speaker's speech, occurs naturally in the scheme of bilingualism. Studies have reported that code-switching often happened subconsciously, for 'people may not be aware that they have switched, or be able to report, following a conversation, which code they used for a particular topic' (Wardaugh, 1998, p. 103).

Although bilingual speakers claim that code-switching is an unconscious behavior, research has also shown that it is not a random phenomenon. "Sociolinguistics who have studied code-switching draw attention to extra-linguistic factors such as topic, setting, relationships between participants, community norms and values, and societal, political and ideological developments influencing speakers' choice of language in conversation" (Li Wei, 1998, p. 156).

While the nature of code-switching is spontaneous and subconscious, previous studies reported that it is actually used as a communicative device depending on the switcher's communicative intents (Tay, 1989; Myers-Scotton, 1995, Adendorff, 1996). Speakers use switching strategies to organize, enhance, and enrich their speech in order to achieve their communicative objectives.

Studies have also shown that speakers code-switch to reiterate or emphasize a point (Gal, 1979). By repeating the same point in another language, the speaker is stressing or adding more point on the topic of discussion. In addition, code-switching is also used for different pragmatic reasons, depending on the communicative intent of the speakers such as a mitigating and aggravating message (Koziol, 2000), effective production (Azhar & Bahiyah, 1994), distancing strategy (David, 1999), etc.

Studies on code-switching have moved from the notion that the switching behavior is a compensation for linguistic deficiency in bilingual speakers (Adendorff, 1996; Myers-Scotton, 1995). Code-switching is seen as 'functionally motivated' behavior (Adendorff, 1996, p. 389). Being a multilingual country, this sociolinguistic phenomenon is very common in Bangladeshi speakers' speech. Studies have shown that it occurs in both formal and informal contexts of communication and has become a normal verbal mode among Bangla-English bilinguals (Jacobson, 2004). If code-switching is functionally motivated, a study that investigates the functions of code-switching occurring in Bangladeshi bilinguals' communication will be meaningful toward the understanding of this phenomenon. This paper examines how code-switching is employed in achieving one's communicative intent in Bangla-English bilingual conversations during speaking in different media.

People are usually required to select a particular code whenever they choose to speak, and they may also decide to switch from one code to another or to mix codes even within sometimes very short utterances and thereby create a new code. Furthermore, as Gal (1988, p 247) says, "code-switching is a conversational strategy used to establish, cross or destroy group boundaries: to create, evoke or change interpersonal relations with their rights and obligations."

3. Research Framework

Research framework includes research subjects, research methodology, data collectioin, data analyzing process, and research sample.

3.1. Research Subjects

The subjects of this research are the listeners of different FM stations and the viewers of different TV channels. They expressed their opinions voluntarily. They are able to explain the topic of the research in quite an excellent manner.

3.2. Research Methodology

For conducting the research, both quantitative and qualitative methods are applied.

3.2.1. Data Collection, Data Analyzing Process and Research Sample

The data from this study came from three sources: a questionnaire, recorded speeches of some radio jockeys (RJ) and hosts and guests of TV channels (see Appendix 1), and interviews taken from different people of different professions including students, teachers, etc. The sample of this study is 60 for the questionnaire and 10 for the interviews. Finally, both quantitative and qualitative methods have been applied to conduct the research.

4. Results and Discussion of the Findings

The results and discussion of the findings are presented below:

4.1. Results and Discussions of the Findings of the Quantitative Data

Statement	1	2	3	4	5
1. People mix English with Bangla due to lack of awareness.	16.67%	50%	16.67%	11.67%	5%
2. Code-switching pollutes Bangla language.	41.67%	50%	0%	3.33%	5%
3. Now-a-days different mass media use distorted Bangla?	60%	30%	8.33%	1.67%	0%
4. Do you think that all mass media must use standard Bangla?	48.33%	29.67%	2%	20%	0%
5. Code-switching is a threat for Bangla language.	10%	11.67%	38.33%	31.67%	8.33%
6. To remove Banglish tendency from media government must make law?	41.67%	50%	0%	3.33%	5%
7. Deep devotion and love in mother tongue can protect Bangla language from distortion.	48.33%	43.33%	0%	5%	3.33%
8. Language pollution' is worse than 'river pollution.	23.33%	66.67%	1.67%	5%	3.33%
9. The people who are using improper language in electronic media are misdirecting the new generation.	8.33%	76.67%	5%	8.33%	1.67%
10. Radio and TV stations can win the hearts of the listeners by only emphasizing on 'Suddho (standard) Bangla.	71.67%	18.33%	0%	6.67%	3.33%

Table 1: Findings of the Quantitative Data

It can be seen from Table 1 that in response to Question 1, 66.67% respondents agree that people mix English with Bangla due to lack of awareness. In Question-2, nearly 91.67% opine that code-switching pollutes Bangla language. About 90% participants state that different mass media use distorted Bangla whereas approximately 80% respondents agree that all mass media must use standard Bangla. Although people state code-switching as a pollutant, most of the participants do not take it as a threat for Bangla. It is also found from Table-1 that about 91.67% respondents want government's intervention to stop language

pollution and distortion. Similarly, 91.66% participants want to emphasize on deep devotion and love in mother tongue to protect Bangla language from distortion. Besides, 85% participants opine that the people who are using improper language in electronic media are misdirecting the new generation. Moreover, most of the participants desire the use of standard language in all mass media powerul to influence people.

4.2. Result and Discussion of the Findings of the Qualitative Data

The researchers conducted this research listening to the people engaged in different professions in Bangladeshi media. The speeches were recorded and transcribed (see Appendix 1). Then the researchers read the data carefully, identified the key issues in them, and obtained the following findings:

4.2.1. Findings from the Interviews

In the interviews, the interviewees were asked to know about the causes of the rapid and massive expansion of the tendency of mixing English with Bangla. Interviewees said that it is a side effect of globalization of English language. Now-a-days all classes of people are being exposed to the world media through satellite channels, which predominantly use English as the medium of communication. Another cause is that the people who read in English medium schools cannot speak Bangla properly. Students of English medium schools speak English mixed with Bangla. They speak English all day, read English all day, and for this reason they cannot learn Bangla properly. They mix English with Bangla when they speak with friends or others. Another reason is that our young generations are listening to radio and watching TV and try to follow them. Basically these are the causes of its rapid expansion though there are many other causes. Besides, other people use Banglish as a stylish language.

The interviewees were asked to know whether Bangla language will be polluted, distorted, and neglected because of code-switching. The interviewees opined that mixing English while speaking Bangla is not only a threat and cause of distortion. It destroys the originality of Bangla also. For example, they said that a professor of Dhaka University wrote an article where he showed how mixing English while speaking Bangla in media is dangerous for Bangla language. He mentioned that language pollution is worse than river pollution. His article created consciousness among all kind of people, and even the High Court asked the concerned authority to stop improper use of Bangla in electronic media. It cannot be denied that the youngsters tend to copy what they see in the visual media and what they listen to auditory media. The advertisements and the dramas do have strong impact on them.

The interviewees were also asked whether the order of the court is enough and effective to stop the distortion of the language. Maximum interviewees opined that only the order from the High Court is not enough, and it will not be effective

to protect Bangla from distortion. The implementation of rule is necessary. However, raising consciousness among people is mostly required.

4.2.2. Findings from Audio Recorded Speeches

The researchers deeply concentrated on the utterance of the Radio Jockeys (RJ) and different celebrities who participated in different talk shows. It is found from the observation that the Radio Jockeys pronounce Bangla words just like English words, and they continuously insert English words in Bangla sentences. The way they add English word is horrorifying. Not a single sentence uttered by them is fully Bangla. Though Bangla is a flat language in regard to pronunciation, they pronounce it following English rules of accented and unaccented voice. As a result, the language sounds jarring and peculiar to the ears. It is also found that the guests who participated in different talk shows are quite indifferent to using Bangla words while they repeatedly use English words and sentences even when they express their opinion in Bangla.

5. Limitations and Recommendations for Further Study

The study has investigated why and how people switch code and how this code-switching affects Bangla. As people do not use Bangla words while speaking English, they should not use English words while speaking Bangla. However, this survey is not free from limitations. It has been conducted over only 60 people. If there had been more samples, the results would have been different. If the researchers could take the interview from some media personnel, the results might be more effective and beneficial to the linguists. In spite of its limitations, this study provides a clear picture of language distortion and pollution by the people specially the media personnel. The study provides some recommendations for further study:

- the government may pass law in the parliament to control the uses of language in the electronic and mass media so that media cannot distort Bangla accent and combine both Bangla and English;
- strict steps must be taken to monitor the use of language in media;
- the government may build an institution for protecting Bangla language from being spoiled, and the main duty of the institution will be to make the equivalent of foreign words and inform them to public;
- initiatives can be taken to make the common people aware of using the language appropriately; and
- English medium schools are not teaching Bangla language properly, and so steps should be taken that the English medium schools can teach the language properly.

6. Conclusion

From a careful observation of the research findings, it is evident that sometimes people switch codes out of habit and sometimes they switch it for specific purposes. It is also known that people of different electronic media in Bangladesh use Bangla and English simultaneously. They combine both the languages in their speech to make their delivery attractive to the listeners. Code-switching found in their delivery of speech occurs depending on different situations and circumstances. While speaking Bangla they sometimes insert English words within a sentence that is common among all. However, the degree of switching codes is higher among the educated ones. Besides, codes are frequently switched in media while they advertise products on behalf of their sponsors, speaking on any important topic of the day with the listeners, reading out sms of the listeners, playing songs requested by the audience, and so on.

In this globalized world, many languages have already disappeared, and many are also dying constantly from this world because of globalization. Code-switching is one of the unwanted outcomes of this globalization. More languages around the globe are also under the threat of extinction. Bangla is one of them. Code-switching is clearly posing a great threat to it.

Of course, there is a necessity of code-switching in any language. However, it should be for a particular reason. Otherwise, a widespread practice of code-switching should not be encouraged. Code-switching can destroy a language if it is used in an uncontrolled way. Bangla is already been distorted to a great extent by code-switching. Also, it must be kept in mind that distortion is the pre-stage of destruction since. Therefore, it is high time we became carefully conscious of it.

The language achieved at the cost of blood cannot be distorted in such a way by a group of people. People from all walks of life must come forward to make people conscious of using Bangla appropriately in different circumstances. If this language can be used properly preserving its originality, of course, it will retain the status of one of the most enriched languages in the world.

References

Adams, V., 2000. *Complex Words in English*. Pearson.

Adendorff, R., 1996. The Functions of Code-switching among High School Teachers and Students in KwaZulu and Implications for Teacher Education. *In* K. Biley & D. Nunan, (eds*.). Voices from the Language Classroom: Qualitative Research in Second Language Education*. pp. 388-406. Cambridge: CUP.

Aitchison, J., 2001. *Language Change: Progress or Decay?*. Cambridge: CUP.

Akere, F., 1977. A Sociolinguistic Study of a Yoruba Speech Community in Nigeria: Variation and Change in the Ijebu Dialect of Ikorodu, Ph.D. thesis, University of Edinburgh.

Allan, K., 1986. *Linguistic Meaning*. Routledge.

Amuda, A., 1989. Attitudes to Code-switching: The Case of Yoruba and English. *Odu, New Series*, No. 35.

Ansre, G., 1971. The Influence of English on West African Languages. *In* J. Spencer (ed.), English Language in West Africa. Ibadan: Ibadan University Press.

Atoye, R. O., 1994. Code-mixing, Code-switching, Borrowing and Linguistic Competence: Some Conceptual Fallacies. *In* B. Adediran (ed.), Cultural Studies in Ife. Ile-Ife: The Institute of Cultural Studies.

Azhar, M. S. & Bahiyah, A. H., 1994. English in Malaysia: The Case of Two Myths. Proceedings of International English Language Education Conference. pp. 129-144. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Baker, C. & Jones, S., 1998. *Encyclopaedia of Bilingualism and Bilingual Education Multilingual Matters*. Philadelphia: Clevedon.

Bamgbose, A., 1971. The English Language in Nigeria. *In* J. Spencer (ed.), *The English Language in West Africa*. Ibadan: Ibadan University Press.

Belly, R. T., 1976. *Sociolinguistics: Goals, Approaches and Problems.* London: B. T. Batsford Ltd.

Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. & Finegan, E., 1999. *Longman Grammar of Spoken and Written English*. Longman.

Bloom, L., 1991. *Language Development from Two to Three*. Cambridge: CUP.

Bokamba, E., 1989. Are there Syntactic Constraints on Code-mixing? *World Englishes,* 8(3).

Brown, S. & Attardo, S., 2000, *Understanding Language Structure, Interaction, and Variation*. University of Michigan Press.

Campbell, L., 2004. *Historical Linguistics: An Introduction*. 2nd ed. MIT Press.

Caplan, D., 1996. *Language: Structure, Processing and Disorders*, MIT Press.

Celce-Murcia, M. & Larsen-Freeman, D., 1999. *The Grammar Book*. 2nd ed. Heinle & Heinle.

Chambers, J. & Trudgill, P., 1998. *Dialectology*. 2nd ed. CUP.

Cheng, L. & Butler, K., 1989. Code-switching: A Natural Phenomenon vs. Language Deficiency. *World Englishes* 8(3).

Cook, V., 2001. *Second Language Learning and Language Teaching*. 3rd ed. London: Arnold.

Cruse, A., 2004. *Meaning in Language* (2nd edition). OUP.

Crystal, D., 2003. *The Cambridge Encyclopaedia of the English Language*. 2nd ed. CUP.

David, M. K., 1999. Trading in an Intercultural Context: The Case of Malaysia. *International Scope Review*, 2, 1-15.

Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N., 2003. *An Introduction to Language*. 7th ed. Thomson Heinle.

Gal, S., 1979. *Language Shift: Social Determinants of Linguistic Change in Bilingual Austria*. New York: Academic Press.

Gal, S., 1988. The Political Economy of Code Choice. *In* Monica Heller (ed.) *Codeswitching: Anthropological and Sociolinguistic Perspectives.*

Gumperz, J. J., 1982. *Discourse Strategies*. Cambridge: CUP.

Hymes, D. 1962. The Ethnography in Speaking. *In* T. Gladwin (ed.) *Anthropology and Man Behaviour*. Washington.

Harmer, J., 2003. *The Practice of English Language Teaching*. 3rd ed. Longman.

Jacobson, R., 2004. *The Broadening Spectrum of a Malaysian Experience: From Informal Codemixing to Formal Codeswitching*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kachru, Y., 1989. *Code-mixing, Style Repertoire and Language Variation: English in Hindu Poetic Creativity. World Englishes 8(3).*

Kamwangamalu, N., 1989. Code-mixing and Modernisation, *World Englishes,* 8(3).

Koziol, J. M., 2000. Code-Switching between Spanish and English in Contemporary American Society. Unpulished thesis. St. Mary's College of Maryland.

Moniruzzaman, M., 2006, *Introduction to English Language Study*. Dhaka: Friends' Book Corner.

Myers-Scotton, C., 1995. *Social Motivations for Code-switching: Evidence from Africa*. Oxford: Oxford University Press.

Richards, J., Platt, J. & Weber, H., 1985, *Longman Dictionary of Applied Linguistics*. Longman.

Tay, M. W., 1989. Code switching and Code-mxing as a Communicative Strategy in Multilingual Discourse *World Englishes*, 8, 407-417.

Wordhaugh, R., 1998. *An Introduction of Sociolinguistics*. 3rd ed. Blackwell.

Yule, G., 2006. *The Study of Language*. 3rd ed. CUP.

Wei, L., 1998. The 'Why' and 'How' Questions in the Analysis of Conversational Codeswitching. In P. Auer (ed.) *Code-switching in Conversation: Language, Interaction and Identity*. p. 156-76. London: Routledge.

Appendix 1

Transcription of Audiotaped Conversations

1. Hello! Welcome back. *Shuru hoye gelo* unlimited *foorti* with me. *Por por* back to back *hortale kete gelo ebong* obviously *amader* day to day life *e je sob* responsibility, duty, *chakri-bakri sobkisute ekta beghat ghoteche*. *Kalke-o amader* strike *ta* continue *hobe. Atake ek dik diye dekhle* relax *korar ekta* opportunity *bolte paren*.

Transcription
Hello! Welcome back. Unlimited delight has started with me. The strike has passed one after another and obviously responsibilities, duties, jobs of our day to day life are obstructed by it. The strike may continue tomorrow. This is good from one side that we can get an opportunity for relaxation.

2. Hi! S*huru hoye gelo adda*. Next *ek ghonta jure amra jiboner* potential *akta* event *niye* discuss *korbo ebong motamot* exchange *korbo. Ghotona gulu amader* life *e ghote thake.* Most of the time *nijeder ekta bokamir jonno* embarrassing situation *e amra pore jai thokhon* brain stops working altogether. Shock and surprise *theke emon ekta* situation create *hoye jay je ki rokom* react *korbo heta* possible *korai* difficult *hoye jay*. *Tai* Dove *apnar kase niye ashese* Dove Damage Control. Now you can know how can tackle the situation.

Transcription
Hi! Chatting has started. We will discuss a very important event of our life in the next two hours, and we will exchange our views on that. The events are very common in our life. Most of the time we fall in an embarrassing situation for our own foolishness and then our brain stops working altogether. A situation can be created from shock and surprise and it becomes difficult to think how we react in this situation. So Dove has introduced to you Dove Damage Control.

3. *Amar mone hoy* it is high time *apnake Janie debar je aj kon* topic *er upor* based *kore shuru hoye jabe amader adda*. Damage control *kivabe korben Jodi* friends *der majhe* negatively *dhora khan*. *Eta amake janan*. Mobile *er* massage option *e giye* type korun shout ebong space diye likhun apnar name arek ta space *diye likhun apnar* sms *ebong* send *korun* 9860 number *e.*

Transcription

I think it is high time to inform you that on which topic we will chat today. How do you control damage if you are caught negatively in your friends circle? Please inform me of it. Go to your massage option and type shout and then give space and write your name and then give another space and write down your sms and then send it to number 9860.

4. *Cholun aro gan shunbo amra, aro* song play *hobe apnar* request *e. tobe* playlist *e jemon fire jachsi*, on the other hand *tar age Janie rakhi* stay tuned *kothaw jaben na* because *ei gan dutir pore fire ashci* with, yes, *foorti* time machine *jekhane* play *hobe apnar posonder duti* songs. *Bolte gele ekti ganer duti rup*. Song number one will be the original song *je ganta* create *kora hoyesilo emon ek somoye jokhon* technology *totota* advanced *chilo na. Er por* play *hobe sei gan jeta* remake *kora hoyese* with new ideas *ebong* technology *to sathe asei*. Production output *e o* improvised *hoy.*

Transcription
We will listen to more songs, and more songs will be played on your request. Before going to the playlist I would like to ask you to stay tuned and not go anywhere because I am coming back with time machine where your two favorite songs will be played. It is like one song, two raps. The first song will be an original one that was once sung when technology was not that much advanced. The next one will be one that was reproduced with new ideas and technological support. It was also improvised in production output.

5. *Thanda* drinks *dekheito nogode ekdom* drink it down. *R ki! Sei* feeling. God! *Gola diye ekdike* sprite *namse arek dike* brain, body, mind and emotion *sobkisu hoye gelo se rokom* clear. *Ei* feeling *ta amar sathe o* experience *korte paren*. Sprite university theke university jachse ebong apnake eta Janie dei carefully *jene rakhun*-keep your eyes open *ebong* get ready for it. *Ekhon jabo* song list *e. ekta* song *er r*equest *ase*. *Fire ashsi* and stay tuned.

Transcription
You drink cold drink whenever you find it, and then you feel the coldness. On one side you drink sprite, and on the other side of your body, mind, and emotion all will be clear. You can feel that experience with me. Sprite is moving from one university to another university, and I ask you to listen to it carefully keeping your eyes open and getting ready for it. Now I am going to my song list. There is a song request. Coming back and stay tuned.

6. *Amader* economics *er je* condition at present *tate* disappointed *howya chara upay nai. Jonogon* cannot buy their daily necessities. *Ei obostay amra ki* decision *nibo seta* obviously a matter of thinking. Share Bazar *dhosh*,

inflation, and price-hike *sadharon manusher* life difficult *kore tulse*. Opposition party *bolse* government *kisu korche na*, *tara bartho. Sorkar bolche* opposition parties are lying. *Eta* common people *jata kale achee*.

Transcription
The condition of our economy is so bad that we have nothing to do without being disappointed. Common people cannot buy their daily necessities. In this situation what kind of decision can be taken is obviously a matter of thought. Share Bazaar disaster, inflation, and price-hike are making the life of common people very difficult. The opposition party says that the government is doing nothing. They are a total failure. However, the government is saying that the opposition party is lying. The common people are ground between them. What should they do?

7. Politics *mane ei noy je apni* power *e gele nam* change *korben*. *Ekhon eta hoye geche nam bodoler* politics. Corruption *sob sharkarer shomoy-ei chilo*. *Kon* minister *ki korlo*, *kon* MP *ki korlo* press all time *tader pichone lege thake* like a gum ball. *Shorkare gele ei korbo shei korbo ei* tendency *aj* in every mind of people. *Amder ei* habit *gulu* change *korte hobe*.

Transcription
Politics does not mean that if you get power you will change names of different institutions. Now it has become politics of changing names. Corruption is a common matter in every government. The press always adheres to ministers and MPs like a gum ball for seeking onformation of what they are doing. Today the tendency of giving promise is in every mind of people. We must change these habits.

FALLACY OF LEARNING ENGLISH SENTENCES AT THE HIGHER SECONDARY LEVEL IN BANGLADESH

* Muhammad Jakaria Faisal
** Anupam Biswas

Abstract

It is important to study the structure and form of English sentences for both understanding of English as a second language (ESL) and learning a foreign language (EFL). Moreover, the sentence has the most important role to play in a language, and language generally plays a key role in the correspondence and sharing of ideas and desires between individuals. Fruthermore, it can be seen that many required and inevitable subjects rely on the effective usage of a language. However, despite the instructors' being active and strategic in teaching the forms and structures of sentences in English, a large number of students in higher secondary level in Bangladesh are reluctant and uninterested in learning the various structures and application of sentences in their practical life. As a result, they remain unaware of the benefits of using diverse structures of sentences. Therefore, in this particular study, the researchers used mixed method to represent the outcome of the investigation. To do this, the researchers took a sample of 50 students from two higher secondary colleges in Bangladesh, and data was collected through questionnaires, direct student interviews, and interviews with some teachers teaching at this level. Finally, the researchers came out with some recommendations.

Keywords: *English as a Second Language (ESL), English as a Foreign Language (EFL), higher secondary level, sentence, etc.*

1. Introduction

It is important to study the structure and form of English sentences for both the comprehension of English as a second language (ESL) and the learning of a foreign language (EFL). The sentence has the most important role to play in a language, and a language typically plays a major role in the communication and exchange of ideas and preferences between people, and it can also be shown that many necessary and unavoidable items rely on language. Therefore, the vocabulary whether written or spoken should be simple and straightforward. There is no question that much of the official issues related to treaties, trade issues, and other issues of critical significance depend on the quality of a written

* **Muhammad Jakaria Faisal**
Lecturer, Department of English, Dhaka Commerce College

** **Anupam Biswas**
Lecturer, Department of English, Dhaka Commerce College

language. As a result, the more emphasis is put on learning the language, particularly English. And more students, in particular, will make a great deal of progress in learning the basic structure of that language (Schmidt, Boraie & Kassabgy, 1996). Unfortunately, there would be ample complexity as English learners articulate themselves in structurally flawed sentences. Furthermore, incorrect written sentences can lead to a kind of misinterpretation of the message they convey. The aim of this study is to find out how the learning of English sentences can be beneficial in terms of National Curriculum and Textbook Board (NCTB) at the higher secondary level in Bangladesh.

According to the curriculum of National Curriculum and Textbook Board (NCTB), students have some fixed grammatical items to learn along with the changing sentence (Hasan, 2003). As the curriculum and the syllabus of English language classroom is designed based on the Communicative Language Teaching (CLT) approach, the study of sentences is designed accordingly in the syllabus but is taught deductively. Moreover, the teaching method and approach of English language classroom is not suitable and effective to improve the grammatical skills of the learners.

2. Significance of the Study

The researchers decided to study the significance of understanding the form of English Sentences. While studying sentences, students face certain difficulties when they do not explore them on a daily basis. The learning of the form of English sentences at higher secondary level has been suffering badly while English is still a compulsory subject from primary to higher secondary level. Teaching and studying English sentences in Bangladeshi schools, colleges, and even universities are not being done in the correct way. Therefore, teaching and learning of grammar has been given additional emphasis in most cases as textbook materials are taught and studied without good comprehension of grammar. Since the key aim of the curriculum is to allow learners to use English in real-life circumstances, this exercise is carried out by four language skills: listening, speaking, reading, and writing.

It would help learners adapt into the dynamic globalized environment of the 21st century. However, unfortunately, it has not been enforced. The key problems of learning English sentences at higher secondary level are lack of effective teachers, sufficient teaching materials, proper facilities, overemphasis on grammatical consistency, a great deal of uses made in Bangla while teaching English, small scope for practising, large class size, and so on. The present research focuses on the importance of learning English sentences that can be helpful for students to learn sentences, and even for teachers to teach them.

3. Research Questions

The objective of this study is to present the value of studying structures of English sentences. Therefore, this study was meant to address some of the questions frequently examined by researchers. The questions addressed in this study were as follows:

1. How do students learn sentences at the higher secondary level?
2. How do teachers teach structures of sentences in their classroom at the higher secondary level in Bangladesh?
3. What types of role do the various forms of sentences play in writing?

4. Literature Review

4.1. Variation of Sentences

Bolinger (1975: 156) suggests that the standard meaning of a sentence is the minimum portion of a language that reflects a full thought, and that a certain sense of completeness is important to it. There are variations in sentences between deep and surface structure. The surface structure of a sentence is its grammatical form, while the deep structure is understood as its context (Chomsky, 1965). Relevant techniques and symbols had to be implemented in order to evaluate sentence structures. This is where the syntax tree diagram comes in, which is used to do the analysis. Tree diagram is the other way to graphically depict the form of the statement. It is also known as phrase marker because it is meant to represent structure by labeling which sequences of terms in a phrase are its constituent phrases. It is also known as an abstract tree, a formal diagram or a hierarchical diagram. It consists of several choices or sub-parts, which fall under one broad category.

4.2. Difficulties in Learning Sentences

Students can have a number of difficulties and challenges understanding English sentences. They make different errors in the use of English spelling, grammar, orthography, and vocabulary (Olsen, 1999). Listening comprehension and communicating in English are skills that are more widely used than reading and writing in everyday life in an English-speaking world. An ESL/EFL learner may also scan for unfamiliar words in English dictionaries and use other English reference books while reading and writing texts in English, which are not possible while listening and communicating in English. Listening and speaking in English are also more complicated than reading and writing (Gilakjani & Sabouri, 2016).

Regular English vocabulary takes more time and is more difficult for a foreign learner to master than English grammar, since vocabulary is one of the most extensive and difficult facets of English for foreign learners to master. Secondly, they should focus on studying the most widely-used and important English vocabulary for their real-life needs.

English usage can also be formal and informal. Formal English is the language of the mass media, education, business, economy, commerce, technology, science, etc. (Compaine & Gomery, 2000). Informal English includes colloquial, slang, and dialectical usages of English. It is harder for foreign learners to master informal than formal English vocabulary. The use of English can both be formal and casual. Formal English is the language of mass media, education, business, trade, technology, science, etc. On the other hand, informal English involves the use of colloquial, slang and accent. Therefore, it is hard for international learners to master casual than formal English vocabulary.

Most students of higher secondary education in Bangladesh do not have a sound atmosphere in which to learn English sentences, either in their institutions or in their homes. In the higher secondary curriculum in Bangladesh, English is recognized as a compulsory subject from class one to higher secondary education in Bangladesh. At HSC level, there are two obligatory English papers: first and second paper. All colleges around the country under the eight General Regional Education Boards teach their students *English for Today* (EFT) published as the key-textbook by the National Curriculum and Textbook Board (NCTB) (Hamid, 2010).

4.3. English Syllabus for Higher Secondary Level

The new curriculum has been created to include a communicative curriculum for teaching and learning English at the higher secondary level in Bangladesh. This program further indicates that topics / themes are not incorporated for their own sake, but rather as vehicles for learning the four skills: namely listening, speaking, reading, and writing.

Higher secondary school students in Bangladesh study multiple grammatical items according to the curriculum prepared by the (NCTB). Changing the sentence is an important grammatical item, and it plays an important role in the development of English language, particularly writing. Because learning sentences are not taught explicitly in English, it is difficult to learn sentences correctly at the higher secondary stage. And it is taught passively by teachers (Ali, 2011).

In a changing environment, it is apparent that the methods and forms of language learning are steadily and unceasingly changing. In the past, English learning was content based and often based on the Grammar-translation process. The primary subject of English learning was literature, and the emphasis was on grammar (Myhill & Watson, 2014).Now-a-days, however, it highlights the communicative competence of learning English, which is known to be a successful way of

learning English and has become a common method.

From this view, the current English curriculum was based on Communicative Language Teaching (CLT) in Bangladesh. In July 1976, the National Curriculum and Syllabus Committee formed syllabus with separate committees for each subject. The English Syllabus Committee set out to operate on the basis of the findings of the Task Force and the English Teaching Workshop (Khan, 2012). The National Curriculum and Syllabus Formulation Committee (NCSFC) stated: "It follows that the English syllabus should be practical rather than textual and that any effort should be made to break down the conventional bookish mindset towards English" (Report of the NCSFC, 1978, p. 80).

5. Methodology

Research is a scientific experiment and a quest for the facts, as well as a path into newer understanding. Method is a way to continue doing things in a structured manner. This section of the article contains methods for the processing of data, resources, participants, and analysis. The researchers performed the present analysis using a hybrid-method approach with both quantitative and qualitative elements (Creswell, 2003). To do so, the researchers in this paper prepared both a qualitative study design involving data collection procedures that result primarily in open-ended, non-numeric data analyzed by non-static methods and a quantitative research design involving data collection procedures that result primarily in numerical data analyzed by statistical methods. Quantitative analysis can be used to fill the gap in the qualitative sample, as it is not possible for the analysis to be used to fill the gap in the qualitative study, as it is not possible for the researchers to reach further than one location at a time. On the other hand, it is not feasible to compile all the problems from a quantitative analysis. In view of the above stated scenario, it is easier to assume that the study was carried out using a mixed method approach.

6. Data Analysis

Responses to the questionnaires for both quantitative and qualitative data were both open ended and closed. Data were obtained from the questionnaire and analyzed using Microsoft Excel 2010. Besides, classroom interviews with students and teachers were documented and recorded. No one was forced to include details in this study.

The present research has been conducted among higher secondary school students in Bangladesh. The researchers picked two renowned colleges in Dhaka for data collection. The respondents from both the colleges were in classes 11 and 12, and

the overall number of respondents was 50.

In order to achieve an authentic outcome from the analysis, the researchers used both the techniques (qualitative and quantitative) as indicated in the research methodology and design section. In this study, the researchers integrated four instruments that assisted all the analysis designs of these four instruments: student questionnaire surveys, instructor interview questions, student interview questions, and classroom observation.

7. Questionnaire

In order to gather the data for this study, 15 questionnaires were given to the students. In some questions, students were free to select more than one object, and there were also some questions that could be identified. The questionnaire was given to fifty students for the purpose of gathering data on the learning of English sentences, and they were also asked to return the papers after completing the questionnaire properly. All the participants were given specific directions to complete it.

7.1. Interview of the Students

The researchers asked the students to know their understanding of learning sentences. They were not pressured to answer questions. However, the researchers interviewed only the students able to provide information. Before the interview, the researchers received approval from the college and assured that the information given deemed confidential.

7.2. Interview of the Teachers

The questions were prepared to give the teachers a better picture of learning English sentences. They were asked about teaching methods, the students' reactions to learning sentences, what they felt about the importance of learning sentences, etc. Questions have been prepared in such a way that the students can learn a sentence at the upper secondary stage. Teachers have not been pressured to give information. The researchers interviewed some teachers who demonstrated interest in the subject and were interested in sharing a story about learning a sentence.

8. Findings and Analysis

The results of the data were obtained from multiple-choice questions, and interviews were taken of Higher Secondary students.

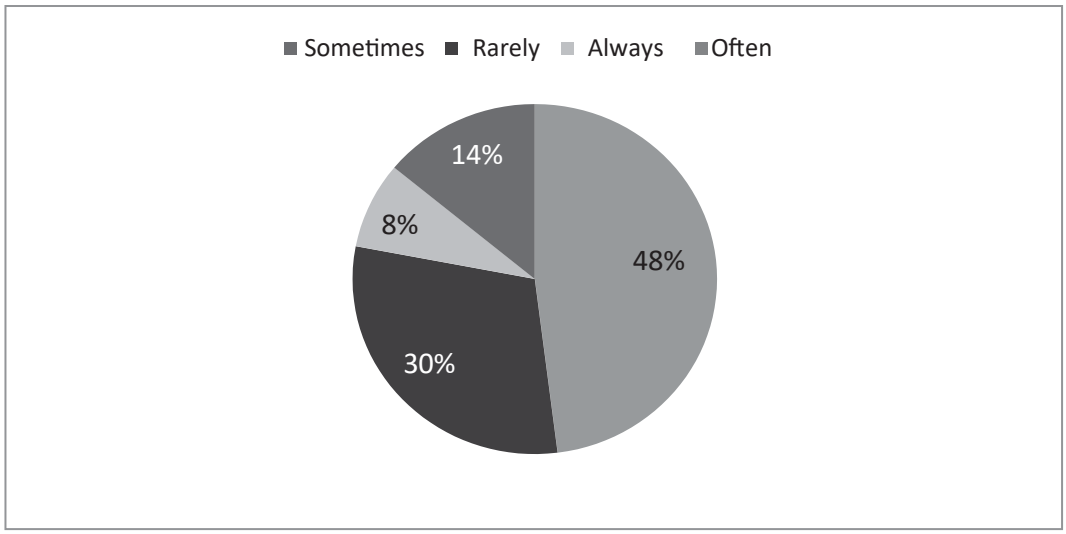

Figure 1: Study Sentences

On the first question about study sentences, it was found that 48 percent students study the sentences sometimes, 30 percent rarely, 8 percent always, and 14 percent often. Therefore, the result shows that most students often do not study sentences and seldom review a sentence. They also feel that they should prioritize understanding the different structure of sentences and also review sentences further in order to resolve the shortcomings of the sentence.

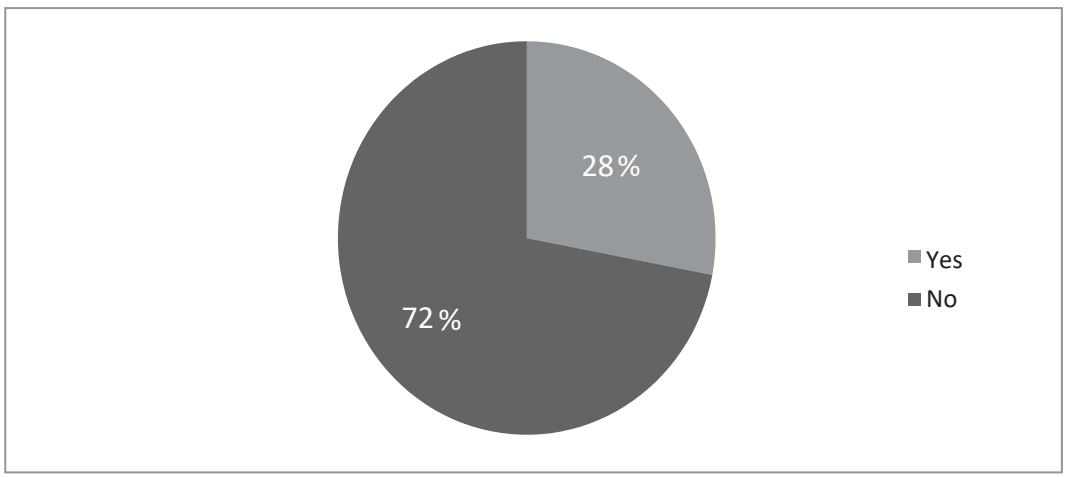

Figure 2: Difficulties of Sentences

The students' responses reveal that 72 percent of the students agree that understanding different forms of sentences is more difficult than other grammatical items, and 28 percent of the students agree that the sentence is not very difficult. Many learners also do not study sentences on a daily basis because

they do not understand the different changeable form of sentences. It can be said, however, that most students assume that learning the different forms of constructing sentences is harder than other grammatical items.

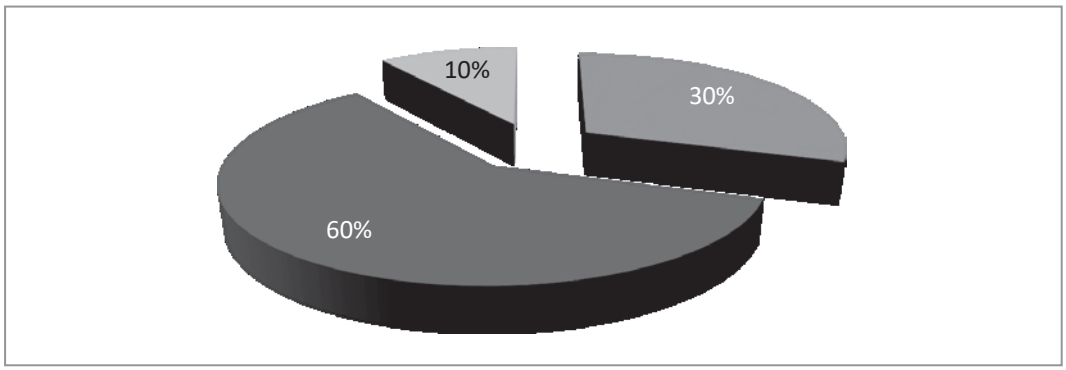

Figure 3: Structures of Sentences Mostly Used

As per the questionnaire results, 60 percent of the students use simple sentences in these three types of sentences, 30 percent use a compound sentence, and 10 percent use a complex sentence. It can be seen that most students use a simple sentence in writing. Most students also do not use complex sentence.

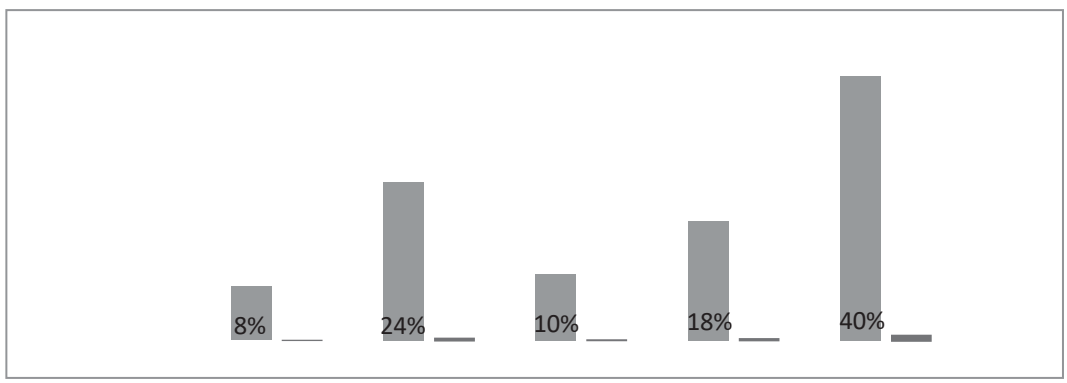

Figure 4: Processes Helpful for Learning Different Structures of Sentences

In answer to the fourth issue, 8 percent students assume that reading newspapers and magazines are more effective in learning different sentence structures. However, 24 percent agree that reading grammar books and just 10 percent agree that holding conversations with others is more helpful, and, ultimately, 48 percent believe that all of these combined are useful for understanding various types of sentences. Therefore, it can be seen that the majority of the students' responses to these four processes are similarly helpful in learning the form.

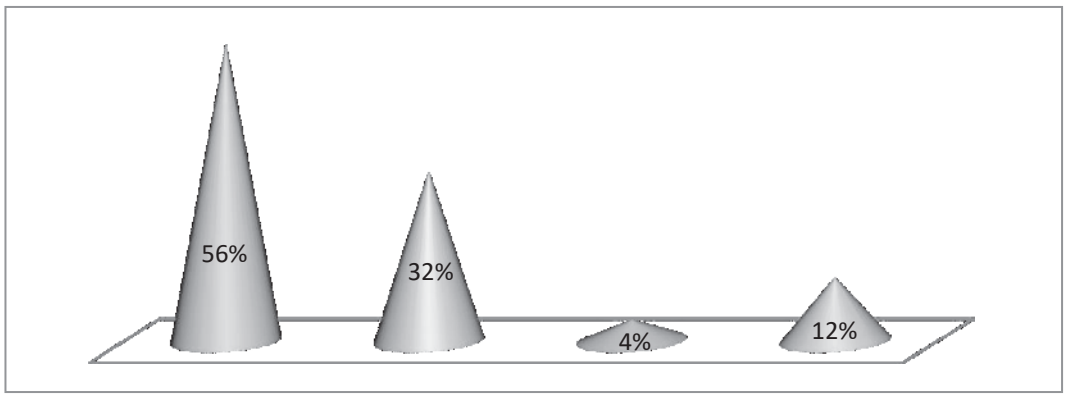

Figure 5: Types of Sentences Mostly Used

The researcher observed that 56 percent of the students typically use assertive sentences and 32 percent of students use imperative sentences, and 4 percent of the students use interrogative sentences. However, all these types of sentences are used by 12 percent of students.

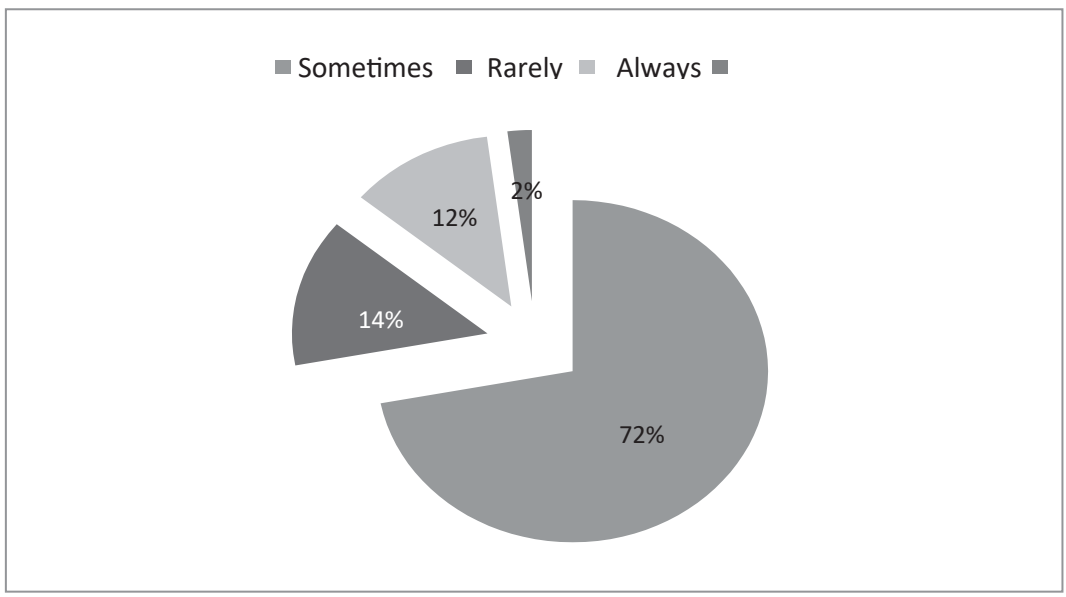

Figure 6: Problems Faced in Learning Sentences

72 percent of the students say that they often have problems learning sentences, 14 percent rarely have problems, 12 percent always, and 2 percent never have problems learning sentences. Therefore, it can be assumed that most students often have trouble learning sentences.

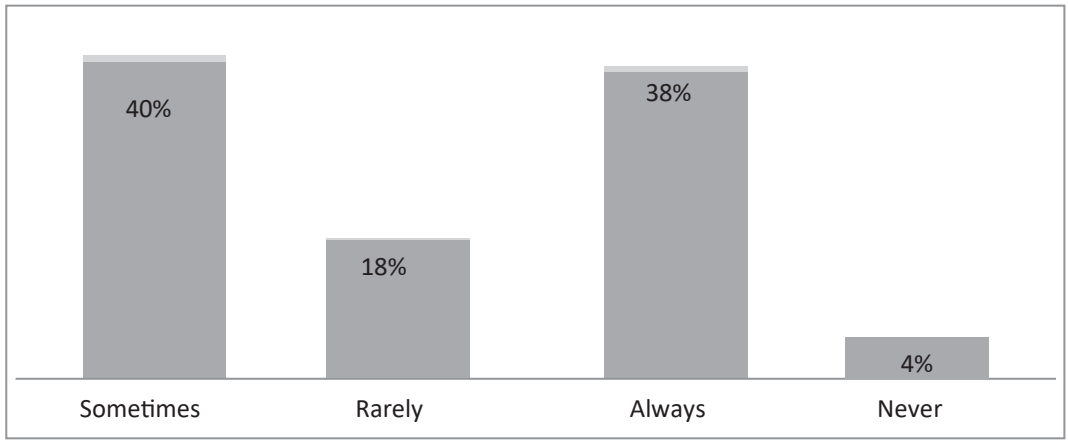

Figure 7: Opportunities to Ask Questions while Learning

It was noticed that 40 percent of students said that they often get a chance to ask questions about studying conjunctions, 18 percent said that they occasionally get a chance, 38 percent said that their instructors often offered them a chance to ask questions, and 4 percent said they do not get a chance at all. However, it is found that most of the students believe that they are still given the opportunity to ask questions about sentences in the classroom.

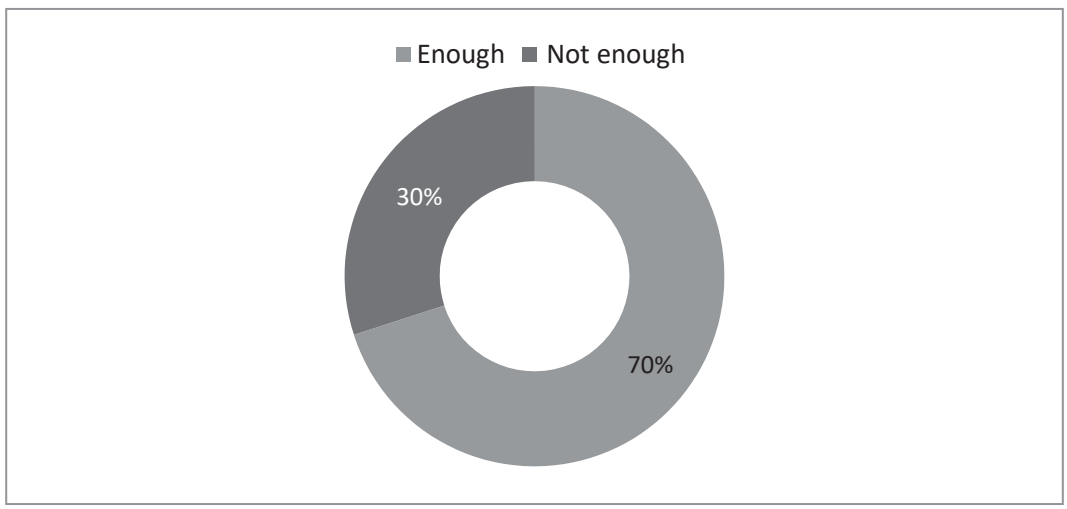

Figure 8: Teachers Encouraging Students to Learn Sentences

It is observed that 70 percent of the respondents agree that teachers encourage them enough to learn sentences; however, 30 percent of the students believe that teachers do not encourage them enough to learn sentences. Therefore, it can be seen that most students believe their instructor inspires them enough to understand a sentence.

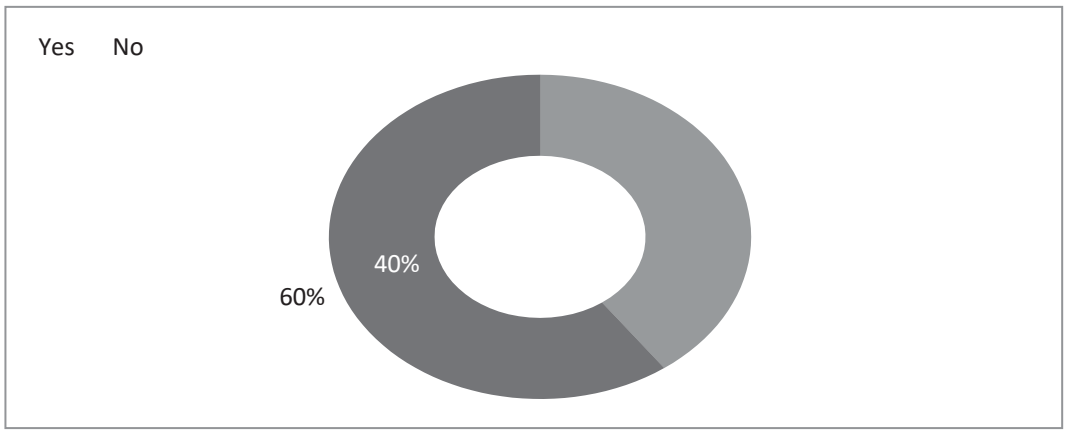

Figure 9: Learning Syntactic Relationship

It has been observed that 60% reacted in positive and the remainder in negative. Therefore, it is found that most of the respondents find that it is very hard to learn the syntactic connection of words in a sentence. Most students do not understand syntactic relationships as it is hard to learn from other types of grammar.

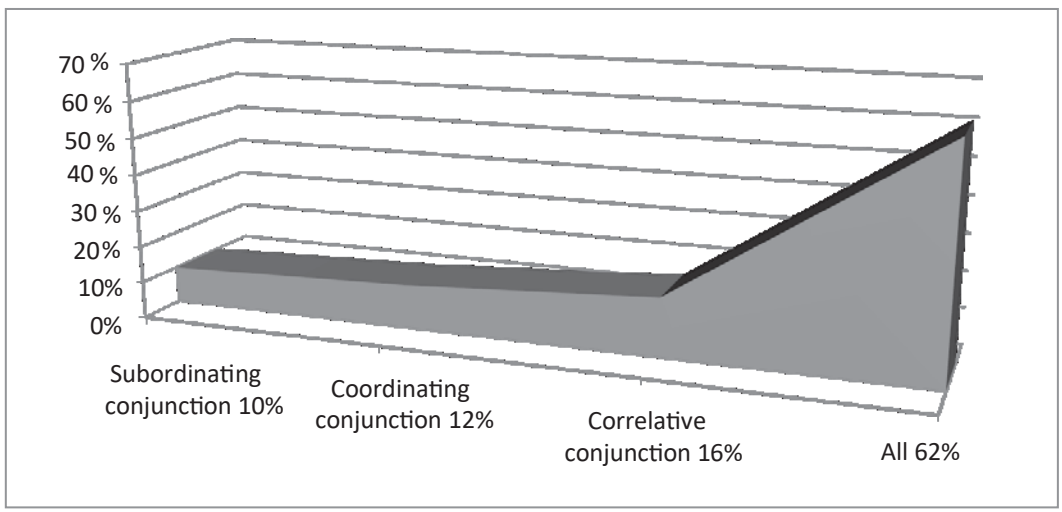

Figure 10: Types of Sentences

It is observed that 10 percent students have selected structure as simple, complex, and compound sentences. 12 percent preferred forms of meaning, such as assertive, interrogative, imperative, and exclamatory sentences. Besides, 16 percent have preferred active and passive sentences. At the end of the day, 62 percent students have selected all these styles of sentences. It may also be noted that most of the participants assume that they can practice all sorts of sentences. It seems like all sorts of sentences are required to express a simple interpretation to various contexts in life.

9. Discussion

For all these questionnaires, the researchers have prepared several interview questions for both students and teachers. No one was compelled to answer these questions. Rather they took interviews with only those who were capable in giving information. Firstly, most students consider the learning of sentences to be really relevant for learning English language. In answer to the question, 'What do you think about the value of learning a sentence?', they said that they use various types of sentences to address different types of grammatical questions, such as the transformation of sentences. Some participants concluded by saying that understanding phrases is the key aim of understanding many other grammatical items. Moreover, students assume that sentences play the most important role in writing paragraph, thesis, composition, and so on. In answer to the question, 'What is the role of sentences in writing paragraphs and essays?' they said that they still use different kinds of sentences in paragraph, essay, and composition. In addition, most of the participants mentioned that the paragraph consists of a series of sentences that concentrate on a particular concept. In comparison, an article or a poem is composed by splitting it into several paragraphs. When the students were asked about the reason behind their weakness in learning sentences, most of them said that they do not review sentences frequently and do not practice or rewrite them outside the classroom. They have said that they feel shy about speaking in English, and often, after reading a letter, they do not understand it completely. Therefore, the key factors are lack of preparation, lack of vocabulary, unusually large class size, lack of a proper setting, and so on. From the perspective of the teachers about the approaches they use to teach English sentences, it is seen that they use CLT approach while teaching. However, they do not adopt any particular approach to teaching sentences. The teaching method depends on the situation and the willingness of the students to understand. Teachers said they used a number of illustrations to teach sentences, and they advised students to write something about the subject and give input to students. They take the same direction in the case of other grammatical aspects. While the teachers were talking about the importance of learning the structure of sentences, they shared that sentences play the most important role in learning a language, since it is a means of communication. Using the word paves the way for learning the language fully. Some of the teachers also argued that sound understanding of the parts of speech and syntax is important for the learning of English phrases. Nevertheless, syntax is not properly taught at the HSC English program in Bangladesh. In answer to how they make their students confident in English sentences, the teachers said that, at first, they would make students familiar with various parts of sentences and their purposes, such as subject, object, and predicate. They send students guidance on different styles of writing assignments. By this way they make their students know the sentences and their different forms.

10. Conclusion

The goal of this study was to know the mechanism of teaching and learning of sentencesat the higher secondary level in Bangladesh. The key results of this study suggest that students have some difficulties learning sentences as students consider that learning a sentence is harder than other grammatical items, and they like to use a short sentence. They also said that simple sentences are easy to understand than other forms of sentences. Most of the students have said that they often have the ability to ask questions at the time of learning sentences. When they have got some flaws in their sentences, they do not practise it to overcome and learn. Moreover, they do not grasp a long sentence easily as they do not bother to remember the structure and usage of that particular form of sentence. Very few students show little experience in studying sentences. On the other hand, they are not learning to use various forms of sentences outside their classroom. Moreover, grammar is taught deductively in most of the higher secondary institutions in Bangladesh. Teachers teach sentences in order that students grasp other grammatical items, such as converting sentences, changing sentences, filling the gaps, etc.

11. Recommendations

Based on the results of the study, the researchers have prepared a set of suggestions for students and teachers that are as follows:

1. Teachers should inspire students to study various styles and structures of sentences in order to illustrate the value of using various types of sentences in writing, and how this can be helpful to their progress in the use of language.
2. Whenever students have some issues with learning sentences, teachers can automatically fix the issue with appropriate explanations applicable to their personal lives.
3. All students should be given the opportunity to ask questions in the classroom when they do not grasp the sentence as it can be taken as a means to address the problem.
4. Higher Secondary students must read and perform sentences in the classroom. If they have to study the sentence at home after training, it will be helpful for them to learn it immediately.
5. Teachers should encourage all the students to read English newspapers, books, and practice more grammar and learn more about sentences.

References

Ali, M. M., 2011. Revisiting English Language Teaching (ELT) Curriculum Design: How Appropriate is Bangladesh Higher Secondary Level National ELT Curriculum as a Learner-Centred One?, *IIUC Studies*, *7*, 283-296.

Bolinger, D., 1975. *Aspects of Language*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.

Chomsky, N., 1965. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge: MIT Press.

Compaine, B. M. & Gomery, D., 2000. *Who Owns the Media? Competition and Concentration in the Mass Media Industry*. Routledge.

Creswell, J. W., 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.

Gilakjani, A. P. & Sabouri, N. B., 2016. Learners' Listening Comprehension Difficulties in English Language Learning: A Literature Review, *English Language Teaching*, Vol. *9, No.* 6, pp. 123-133.

Hamid, M. O., 2010. Globalisation, English for Everyone and English Teacher Capacity: Language Policy Discourses and Realities in Bangladesh, *Current Issues in Language Planning*, 11(4), 289-310.

Hasan, M., 2003. Towards a Communicative Approach to Curriculum Development: A Linguistic Study of English Language Curriculum at Secondary Level in Bangladesh, Doctoral Dissertation. Aligarh Muslim University.

Khan, R., 2012. Perceptions and Implementation of Task-based Language Teaching among Secondary School EFL Teachers of Bangladesh, Doctoral Dissertation. Presidency University.

Myhill, D. & Watson, A., 2014. The Role of Grammar in the Writing Curriculum: A Review of the Literature, *Child Language Teaching and Therapy*, 30(1), pp. 41-62.

Olsen, S., 1999. Errors and compensatory strategies: a study of grammar and vocabulary in texts written by Norwegian learners of English, *System*, 27(2), 191-205.

Schmidt, R., Boraie, D. & Kassabgy, O., 1996. Foreign Language Motivation: Internal Structure and External Connections, *University of Hawai'i Working Papers in English as a Second Language*, 14(2).

ARUNDHATI ROY'S REPRESENTATION OF OTHER: IDENTITY IN PATRIARCHY AND POST-COLONIAL PERIOD

* Ratna Khanam

Abstract

This paper attempts to analyze complex and varying degrees of identity and social power in which woman, nation, lower caste, and lower-economic class are identified as other in the perspective of post-colonial theory. The upper class people in Indian subcontinent not only dominate their inferior and lower class but also trap and hegemonize themselves by the forces outside their country. Hegemony means domination by consent. Bill Ashcroft and others (2000) in Post-Colonial Study: The key concepts state: "hegemony is the power of the ruling class to convince other classes that their interest is the interest of all. Thus, domination is exerted not by force or active persuasion but by a more subtle and inclusive power." They achieved political independence, but ironically they are still intellectually exploited and hegemonized. Moreover, Roy seems to suggest how in the modern world identities have become more complex and complicated due to various geo-political and cultural reasons. This paper will deal with the political, social, economic, and cultural binaries that exist in the post-colonial world in relation to British colonialism and other legacies including social discrimination, patriarchy, religion, and colonialism. The result of this research reveals how they form their double identity firstly, as powerful and *dominant over their own weaker class, and secondly, as anglophiles, slaves to the English.*

Keywords: *Hegemony, binary, double-identity, anglophile, power, patriarchy, other, etc.*

The post-colonial Indian society as a nation is exploited, dominated, and hegemonized as inferior to their ex-colonial master, the British. Again, post-colonial Indian society is dominating, making hegemony in their own inferior part in the form of gender discrimination, lower caste, and lower economic class. Thus, they construct their double identity as a nation trapped outside their own country and as a dominant group over the social class and gender within their own society. After the independence from the British rule, the impact of imperialism still exists. Indian subcontinent existed as subaltern other, oriental other, and marginalized other because identity cannot be formed in the vacuum. An other existed as a primary means of defining the colonizer. This concept reminds us of a

* **Ratna Khanam**
Lecturer, Department of English, Dhaka Commerce College

canonical work, *Orientalism* (Said, 1978), where this has been said that the European defined themselves by defining orients as "irrational, lazy, uncivilized'', and Occidents automatically become "active, civilized, rational''. Because of Eurocentric view people from Indian subcontinent automatically become subaltern other. Subaltern generally means dominated people or people of inferior rank. It is a term adopted by Antonio Gramsci to refer to those groups in society who are subject to the hegemony of the ruling classes. Subaltern classes may include peasants, workers, and other groups denied access to hegemonic power. According to Ashcroft, Griffiths, and Tiffin (2000).

> For him, (Gramsci) the history of subaltern social group is necessarily fragmented and episodic, since they are always subject to the activity of ruling groups, even when they rebel. Clearly they have less access to the means by which they may control their own representation, and less access to cultural and social institutions. Only 'permanent' victory can break that pattern of subordination, and even that does not occur immediately (p. 199).

The novel *The God of Small Things* is published when India is politically independent. However, nearly 350 years of colonization (1600-1947) had the impact on the way Indians viewed themselves in relation to colonization. We can see that this novel was published in 1997, the year when India celebrated its 50th anniversary of independence (1947-1997). However, how much liberty and freedom does an individual enjoy in the post-colonial and post-independent India? Indians did quit-India movement and non-cooperation movement, revolted, and threw the British from India. The people of the subcontinent are politically revolting, but intellectually we are slaves to the British. Chacko makes this point clear to describe themselves Anglophiles, love for the British.

" . . . they were all Anglophiles. They were a family of Anglophiles . . . trapped outside their own history'' (Roy, 1997). He also mentioned that "our minds have been invaded by war. A war that we have won and lost. A war that has made us adore our conquerors and despise ourselves'' (p. 53). Colonization of mind is more terrible than the colonization of physical territory because resistance is difficult when the mind is colonized. English literature was introduced in India as an agenda. Reading of English literature convinces the native that their (English) civilization is superior. Throughout the novel Chacko and Ammu talked about English movies, music, and novels. These are strong weapons or tools by which our mind is enslaved. Children in this novel along with their family members go to watch "The Sound of Music" (Wise, 1965). From the beginning we have the idea of English superiority and the significance of whiteness. In the novel, Rahel and Estha feel inferior to the English children. Ironically everyone eagerly waits for the English ex-wife, Margaret, and the white child, Sophie. Baby Kochamma tries to impress them. Even Pappachi does not believe in Hollick's desire for sleeping with Ammu because Pappachi cannot believe any true Englishman can behave in this way. On the contrary, Margaret Kochamma's father does not want a conjugal life between his daughter and an Indian. He dislikes the Indians

because he thinks them as shy and dishonest people. However, Mammachi's family adores white people so much that they ignore their humiliating attitude. Thus, they are ambivalent. We can see how the post-colonial identity is formed. Said in his *Culture and Imperialism* has emphasized this idea of enslavement through literature. Our condition is similar to that of Caliban in *The Tempest* and Friday in *Robinson Crusoe*. The English people want to enslave us in the name of making civilized. Estha and Rahel feel inferior to the white girl, Sophie Mol. Like Rahel and Estha, Picola in Toni Morrison's *The Bluest Eye* and children in *Beloved* compared their life to the white and clean children and suffered from an inferiority complex.

Thus, we can see that English literature is used to propagate English people's ideology to shape our identity and personality, that has also been proved in *The Rise of English* (Eagleton, 1983). British literature, therefore, is a ". . . form of ideological control …'' persuading them to acknowledge that more than one viewpoint than theirs existed namely that of their masters" (p. 235)

This idea of ideological control, hegemony is connected to new-imperialism in which colonized country achieved political independence, but the ex-colonial power continued an indirect control, and Nkrumah, the first President of Ghana, argued that new-colonialism was more difficult to detect and resist than the direct control. Subaltern people are convinced to accept the idea of ruling class by "Ideological State Apparatus". This condition reminds us of Louis Althusser's concepts of ISA (Ideological State Apparatuses) and RSA (Repressive State Apparatuses). ISA's rule by domination of consent and function "by ideology''. Ideology is the idea of the ruling class; on the otherhand, RSA functions "by violence''(Althusser, 1971).

We can observe that in this novel Ammu is subaltern other who is a woman, a divorcee. Her husband, an agent of patriarchy, humiliated her to be sacrificed to his colonial white master. Even Mammachi is beaten by her husband who is always trying to be superior to subjugate his wife. Post-colonial critics – Said, Spivak, Bhabha, *et. al.* – mentioned "other" as marginalized, colonized people in Asia. They existed in the form of gender, caste, untouchable in patriarchy, and industrial society. Antonio Gramsci refers to these groups who are subject to the hegemony of the ruling classes. We can see that traditionally a woman has no room for her own; she is a victim and a sacrificial goat; she is traditonally held as not fully a human being but a lifeless thing. In addition, we can see through apparatuses the idea of woman subordination in literature, family, religion, and myth, is dispersed. Therefore, women are archetypal victims and the portrayal of Ammu and Mammachi attest to the fact. This miserable condition of women is a concern for many feminist critics and humanists throughout centuries. In her article Feminist Paradoxes: Accepting A Fragmented Identity; Batool Sarwar states: "Traditionally a woman has been treated as a commodity handed over from father to husband in the structure of patriarchal exchange relations and there has

been a total refusal to allow her to posses an identity as an identity as an individual in her own right".

We can see how Roy has portrayed this miserable condition of woman in her novel through the characters of Ammu and Mammachi. Ammu is humiliated by her parents, husband, even by her brother and by other forces. This happens because they consider her as non-sensible and a commodity. Apart from this, she is denied of her education, right to choose, right to feel, and right to love. Pappachi decides that it is unnecessary to spend money for a girl though Chacko studies at Oxford University and satisfies man's need.

Furthermore, Ammu's family in this novel constructed a double identity accepting a white divorcee, Margarate, in the same time ignoring their own weaker part Ammu. In this way Roy has irradiated on treatment towards women, and in the same time it is clear that after the political independence we are mentally slave to the white. This also shows how we are trapped outside our own territory. This reverberates that mental enslavement is hard to resist.

Patriarchal society also does not want to give equal rights to subaltern women. Roy (1997) observed that

> (T)hough Ammu did as much work in the factory as Chacko, . . . he always referred to it as my factory, my pineapples, my pickles. Legally this was the case because Ammu, as a daughter, had no claim to the property (p. 57).

Women have an equal contribution to world's civilization but do not have equal rights, acknowledgement though Kazi Nazrul Islam, the rebel poet of Bangladesh, in his poem Nari (Woman) (1925) declared that

I sing the song of equality;
In my view gender difference
is essentially a triviality.
Everything that is great in
the world,
all the works, beneficial
and good,
half must be credited to woman,
and to man half only we should.

However, patriarchy does not acknowledge it. Nazrul Islam again wrote

How much blood man
has offered
is recorded in annals of history;
how many women became widow
No record of that-is it a mystery?

Male dominated societies in this novel suggest that women be house-bounded. For this reason, Ammu is deprived of education unlike Chacko. In the same way Sohini in Untouchable (Anand, 1935) and Daisy in The Painter of Signs (Narayan, 1976) are confined to the house; even they cannot raise their voice.

This situation echoes Spivak's (1987) statement "The Subaltern Cannot Speak". Her point is that no resistance occurs on behalf of an essential subaltern subject. We can see that women are subjected to both the colonial domination of empire and the male domination of patriarchy. In this respect empire and patriarchy act as analogous to each other, and both exert control over female colonial subjects who are thus doubly colonized. Women's struggle against colonial domination continues after the national independence. Spivak (1978) observed: "Brown women need saving from brown and white men alike''.

Furthermore, the lower caste, the lower economic class, is counted as other in Indian social hierarchy and a careful stratification of society. Velutha is caught in between colonial superiority, in between communist manipulation, in between caste, society – all these abstract big forces. There is a careful hierarchy of exploitations, stratification in which god of small things, Velutha, a subaltern dares to defy. Velutha is dominated as subaltern other when powerful people comrade Pillai and communist party are in power. Even industrially powerful person Chacko and his mother dominated Velutha by paying low for his skillful work. Marx (1848) in his famous work *Manifesto of the Communist Party* propagated the idea of a classless society and equality. However, the bourgeoisie constantly exploits the proletariat for their labour power, make up a profit from themselves and accumulating the capital though they are their "Own grave Diggers" (Marx, 1848).

In this novel Velutha is constantly described as the only card-holding member of the communist party but he is not their own part. He is other and subaltern because he belongs to a lower caste and a lower economic class like Bakha in *Untouchable*, and he is marginalized. Due to Velutha's social inferior position he is deprived of the opportunity of developing his innate qualities as Mammachi said " … if only he hadn't been Paravan, he might have become an engineer" (Roy, 1997).

Roy gives a picturesque description of the suffering of subaltern other or untouchable in *The God of Small Things*.

> The paravans like untouchable are not allowed to walk on public roads. They are not permitted to cover the upper part of their bodies. They need to put their hands on mouths when they speak to divert their polluted breath away from those whom they address. Even they are not allowed to enter into the house of any respectable Syrian Christians in Kerala. Roy through her novel reflects on the caste system in India. Caste system came to India during the Mughal period and at the beginning of the British colonial rule in India. The Britishraj developed this rigid organization. The caste systen in Kerala is very different from that of other areas in India. During colonial period many lower classes were converted to christianity by the missionaries but they are not like Syrian christians. So, they are not allowed to be a part of Syrian christian community. They are defined as untouchables. In this novel we find that Velutha's grandfather was converted to christianity by the European missionaries. But this converted condition just deteriorated their existing miserable condition instead of bringing the light of salvation from untouchability, hunger and humiliation. In fact, Velutha becomes the victim of that

> process. Because of this rigid caste system he cannot utilize his intelluctual capacity. Mammachi's above mentioned statement is a realistic description of the denial of rights of the untouchable people like Velutha. We also learn that ''Pappachi would not allow Paravans into the house. Nobody would. They were not allowed to touch anything that untouchables touched. Caste Hindus and Caste Christians. Mammachi told Estha and Rahel that she could remember a time, in her girlhood, when Paravans were expected to crawl backwards with a broom, sweeping away their footprints so that Brahmins or Syrian Christians would not defile themselves by accidentally stepping into a Paravans's footprint. When the British came to Malabar, a number of Paravans, Pelayas and Pulayas (among them Velutha's grandfather, Kelan) converted to Christianity and joined the Anglican Church to escape the scourge of Untouchability. As an added incentive they were given a little food and money. They were known as the Rice-Christians. It didn't take them long to realize that they had jumped from the frying pan into the fire. "They were made to have separate churches, with separate services and separate priests . . . After Independence they found they were not entitled to any Government benefits like job reservations or bank loans at low interest rates, because officially, on paper, they were Christians, and therefore casteless. It was a little like having to sweep away your footprints without a broom. Or worse, not being allowed to leave footprints at all (Roy, p. 74).

However, in reality we know that the colonial rulers introduced this imaginary shadow line that divided people between Touchable and Untouchable; Other and Self; Marginalized and Centre; Oppressed and Oppressor. Similarly, in reality we can see how the British drew a line of demarcation (Line of Control) between Pakistan and India. This shadow line still causes many problems that decide the fate of many Azad-Kashmiri and Jammu-Kashmiri people. Consequently, we can observe how cunningly the British divided and separated people and ruled them. At present in post-colonial period they are indirectly dominating the people of the Indian sub-continent.

However, here Mammachi treated Velutha as subaltern other in colonized society. Mammachi warned him:

> If I find you on my property tomorrow I'll have you castrated like the pariah dog that you are! I'll have you killed . . . Mammachi spat on Velutha's face (Roy, p. 284).

Moreover, the superior people knew that subaltern people have no power to resist. It is proved when Ammu, in The God of Small Things, like Sohini in Untouchable, is sexually molested subsequently by Matthew, a policeman. In this novel we can see, those people, who have knowledge that others are separated from them, are influencing, exerting power over them, over subaltern, marginalized other. In Orientalism (Said, 1991)we find a "nexus of knowledge and power" (Said, p. 88). Those who have power have control of what is known and the way it is known and those who have such knowledge have power over those who do not. For all these reasons Roy has brought together the powerful and the powerless, the maker of history and the victim of history and other grand narratives. Besides, through the characters of Chacko, Pappachi, Inspector Matthew, communist leader Comrade Pillai, Ammu, Velutha, Rahel, Estha, Mammachi and others Roy proceeds to show how we are still trapped by the

British. Because through these characters Roy indicates that they are the products of a colonial process. Once in *The Wretched of the Earth* it is pointed out that people need to "mould national consciousness" (Fanon, 1961). Otherwise we will have brown master in the place of the white master. Some characters namely Chacko, Pillai, Mathew, Pappachi even Mammachi are the replicas of white masters in the post-colonial period. They represent their former colonial masters rule. That is why they repeat the same acts done by their former white masters during the colonial rule. To clarify this point History House (Chapter 18) plays a very important role because this blends and brings the past and the present together. This theme also merges with the structure of this novel because it moves forward and backward; from the present to the past. This History House is a record of colonial rule of the British and it is History House where Velutha is tortured, beaten up and almost killed, where police tortured him and the communist party-leader gave their consent to it without supporting its followers. Thus, Roy has pointed out some shortcomings of communist leaders who use marxist idea, an ideology, for their personal gain. In addition, Comrade Pillai has a printing press and Chacko is a regular customer of this press since Chacko has to print the label for his Paradise Pickles and Reserves factory. So, Pillai and Chacko support each other for their personal gain. Roy has observed in this novel: "Structurally, this somewhat rudimentary argument went-Marxism was a simple substitute for christianity. Replace God with Marx, Satan with the bourgeoisie, Heaven with a classless society, the Church with the Party . . . ''

This is also pessimistic that they use Velutha's dead body for the procession to hold power against their opposition. We can see alive Velutha is not valuable for the communist leaders but when he is dead he is valuable. Again, we can see how few moments affect the characters and how they suffer and define their identity. The layers of history come together in the History House. All strances of Big Forces come together in History House. Roy also mentions that a few dozen hours can affect the outcome of a whole life time. That it really began in the days when Love Laws were made. The laws that lay down who should be loved, how and how much. Chacko makes this point clear when he explains to Rahel and Estha:

> (H)istory was like an old house at night. With all the lamps lit. And Ancestors whispering inside . . . And we cannot understand the whispering because our minds have been invaded by war. A war that we have won and lost (Roy, 1997:53).

According to Quaderi and Islam, "transgression of the caste, class and religious boundaries mounts a rebellion of a kind against her marginalization as a woman''. In their analysis Ammu is presented:

> ... as a subaltern/woman resists oppressive and repressive social and political structures. She does not succeed in bringing about any tangible change but puts up a brave fight for realizing her dreams. Although she may not consciously have worked for other subalterns, her actions contribute to the emancipation of different kinds of subalterns and there lies her exceptionality (p.65).

We can observe that Mammachi and her daughter treat Ammu, Rahel, and Estha as others but Baby Kochamma somehow resists since she can be considered as a predecessor of Ammu in breaking rules, crossing into forbidden territory. Disobeying her family tradition she becomes a Roman catholic coming close to father Mulligan. From time immemorial, transcending age-old tradition, religion, and family lineage, by a woman just for love, is not a simple endeavour. But Quaderi and Islam (2011) emphasize that

> (W)hile it is true that Baby Kochamma does not emblematize any kind of rebellion against the social order, her love for Father Mulligan does not lead to definite changes in her life, many of which are subversion of the established social order. For example, despite her verbal and actual conformity she transgresses the borders of religion, community, and caste (p. 70) .

However, as a foil to Baby Kochamma, Rahel, a subaltern and other, transgresses all boundaries. Rahel refuses to be confined by any apparatus of society: school, marriage, expected traditional behavior of a girl. Al-Quaderi and Islam (2011) express a similar view:

> Being marginalized because of her religion/community, gender, class and age, she fits the category of the subaltern and her acts of non-conformity can be considered as acts of resistance through which she wants to bring about some kind of change. The most important act by Rahel is that of consummating her incestuous love for twin brother, Estha, which though an act of personal self-assertion, is also deeply political, challenging indigenous/local inequalities in post-colonial India (p.73).

The God of Small Things is a representation of marginalized people. Velutha, Ammu, Rahel, and Estha are the voice of subaltern in patriarchy, society, gender discrimination, exploitation. With the assertion of their identity they all represent resistance. In this novel Mammachi threatened to kill Velutha, but he protested saying "we'll see about that" (Roy, p. 284). It is a protest of the silent, untouchable, marginalized other. Though Ammu and Velutha as representatives of small things were crushed by big forces like state apparatuses and patriarchal society, they had been at least able to raise their voices for both the subaltern other and the biological other in the male and caste dominated society.

References

Althusser, L., 1971. *Lenin and Philosophy.* New York: Monthly Review Press.

Al-Quaderi, G. G. & Islam, M. S., 2011. Complicity and Resistance: Women in Arundhati Roy's *The God of Small Things*, *Journal of Post-Colonial Cultures and Societies*, Vol. 2 (4), 02-78.

Anand, M. R., 1935. *Untouchable*. London: Wishart Books Lit.

Bill, A., Griffiths, G. & Tiffin, H., 2000. *Post-Colonial Studies: The Key Concepts.* London and New York: Taylor & Francis.

Eagleton, T., 1983. *The Rise of English.* University of Minnesota Press.

Fanon, F., 1961. *The Wretched of the Earth*, Trans. Constance Farrington. New York: Grove.

Islam, K. N., 1925. *Nari. Nazrul Rachonaboli.* Dhaka: Bangla Academy.

Macaulay, T. B., 1835. *Minute on Education. In Sources of Indian Tradition,* Vol. 2nd ed., Theodore de Bary. New York: Columbia University Press, 1958.

Marx, K., 1848. *The Manifesto of the Communist Party.* OUP.

Narayan, R. K., 1976. *The Painter of Sings*. USA: Viking Press.

Roy, A., 1997. *The God of Small Things.* New Delhi: India Ink.

Said, E., 1991. *Orientalism: Western Conceptions of the Orient.* London: Penguin.

Sarwar, B., 1998. Feminist Paradoxes: Accepting a Fragmented Identity, *Dhaka University Studies: Journal of the Faculty of Arts*.

Spivak, G. C., 1988. Can the Subaltern Speak?, *In* Nelson, C. & Grossberg, L. (Eds.), *Marxism and Interpretation of Culture.* Basing Stoke: Macmillan Education.

CRITICAL ASSESSMENT OF TWO MAJOR DEBACLES IN THE CAPITAL MARKET OF BANGLADESH

* Mohammad Mosharef Hossain
** Shuriya Parvin

Abstract

This paper provides a summary of the reforms in the capital markets undertaken by the government of Bangladesh highlighting the key causes of the crash and debacles. Bangladesh has made great strides towards strengthening its capital markets as set out in its capital market master plan. However, it has also committed some major faults in the market causing economic disasters. In the recent turmoil the unpredictable market index and its dubious nature have demotivated thousands of small investors. Consequently, violent protests of the investors against the capitalist elites and the delinquency of market authority have been focused seemingly as criminal activities, once whoever was considered the accelerator in the economic development. The current scenario resembles that of 1996, and the futile efforts of the market authority alongside with the government proved the failure of the economic system that promotes this bubble market. Once the bubble busts, the tricksters try to restore the trust of the small investors adopting different regulations that ultimately save the swindlers. Because of nosedive and abrupt upheaval in the stock market, small investors are chained again and again; the fruits of the scam only favored the elites. Analyses had to be made for finding the the causes of this collapse and suggesting remedies. However, the charlatans could not treat the ailing market. Actually, that is where capitalism is on the verge of decline. International financial recession is also burying the real panorama behind the crisis. In this article, however, the real causes of the turbulence in the stock market will be revealed and solutions suggested.

Keywords: *Stock market, Dhaka Stock Exchange (DSE), Chattogram Stock Exchange (CSE), debacle, crash, bubble, etc.*

1. Introduction

Capital market is the vital part of financial market and lifeblood of business and industry. It functions as the main source for raising capital. It provides long-term fund for industries and creates investment scope for the mass. Capital market

* **Mohammad Mosharef Hossain**
Associate Professor, Department of Accounting, Dhaka Commerce College
** **Shuriya Parvin**
Associate Professor, Department of Economics, Dhaka Commerce College

plays a vital role in the industrial or the overall economic development of a country. Though our capital market was established long ago, it gained momentum in the late '80s and early '90s. Overcoming the debacle of 1996, the capital market started functioning smoothly again but has started behaving irrationally in recent years. From the last few years more and more common people have been attracted towards the capital market expecting quite a justifiable return over the last decade. In 1996, there were only three lac BO (beneficiary owner) account holders whereas today the number stands at an astonishing 35 lac holders. Ninety percent of the present investors are small investors, and a large number of investors and their families rely heavily for their living on the ups and downs of the market.

The market index has increased from 2,795 points in December 2008 to 8,290 points at the end of 2010. In the FY 2019-20, both stock markets, Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chattogram Stock Exchange (CSE), noticed some unrest due to which both the price index and the market capitalization decreased. The total number of the listed securities has increased from 584 in June 2019 to 589 in February 2020. The total market capitalization of all the listed securities was Tk 3,99,816.38 crore in June 2019, which stands at Tk 3,42,983.18 crore in February 2020, representing 14.21 percent decrease. This turmoil in the stock markets creates anarchy in the society as the small investors are highly affected by the unpredictable market fluctuation. There was a huge outburst among the small investors and street vandalism creating panic among the prospective investors. Several probe committees were formed, and reports were published. However, the market could not bring back its trust of the investors. Therefore, the deep inspection on the market and noteworthy solution to the investors are needed.

2. Literature Review

DSE was incorporated on April 28th, 1954, as the East Pakistan Stock Exchange Association Limited (EPSEAL) which started formal trading in 1965 at Narayangonj. Subsequently, in 1962, it was renamed as DSE after the shiftiness of Dhaka in 1958. DSE suspended its trading and all administrative activities in 1971. After the independence of the country its trading resumed in 1976 with the changes in government policies with nine listed companies. Gradually two security markets, one in Dhaka and another in Chattogram, the two commercial cities in Bangladesh, have been developing since operation in 1995. Now both the markets are automatically operated.

Keeping the objectives in mind of the present study, we had reviewed the existing literature. Farm Performance and Corporate Governance through Ownership Structure: Evidence from Bangladesh Stock Market (Imam & Malik, 2007), Stock Market Crash in Bangladesh: The money making psychology of domestic investors (Rahman & Hossain 2017), Capital Market of Bangladesh: Volatility in the DSE and Role of Regulators (Rahman & Moazzem 2011), Determinant of

Stock Market Performance in Bangladesh (Jahur, Qadir & Khan 2014), Financial Market and Growth: Evidence from Post-reforms India (Sinha, Viswanath & Narayanan, 2015), Financial Deepening in Economic Development (Shaw 1973), Dhaka Stock Exchange Monthly Review, (Stock Exchange, 2011), Financial Markets and Institutions (Madura, 2008), etc., are some of the studies that helped us. However, although these studies offered various insights into the dynamics of the current capital market of Bangladesh, the point of discussion is different and reviewed from different aspects. In this paper the researchers have tried to compile and explain all the relevant information to make the paper successful.

Efficiency in the context of the capital market is defined in a number of ways. The most common way is defined in terms of what sort of information is available to the market participants, and how they handle that information. The level of information being considered determines the theme of the EMH (efficient market hypothesis). A capital market is said to be efficient if the asset price in question fully reflects all the available information. In an efficient capital market, past stock prices have no predictive content to forecast future stock prices. Such unpredictability of stock price is known as random walk. The influential work of Fame (1965) provided some new insights in the EMH and laid down the basis of the random walk model (RWM) - a mathematical model for testing market efficiency. In fact, EMH is the application of the random walk theory. This randomness implies that successive changes in stock prices or returns have the same distribution and are independent of them. As a result, the EMH and RWM behavior are tied together because, in an efficient market, the prices fluctuate in response to genuinely new information, and since information enters the market randomly, the price fluctuations also become random. In the weak form efficient, the price movements fluctuate, and the changes of prices are independent. In that case, the investors cannot predict any insight into the future prices based on the previous information and thus cannot earn abnormal returns.

3. Objectives of the Study

As capital market is an essential element of today's economy, it demands an intensive and special attention. The objective of this study is to look into every sight of Bangladesh capital market and identify its various pros and cons along with some recommendations to conquer the existing problems.

The topic is very important to the shareholders of Bangladesh capital market and emerging stock market as well. However, very little research has been done to provide knowledge about the crash. Therefore, the study tries to examine the reasons that headed the Bull Run for dramatic increase of different instruments in Bangladesh stock market and the fundamental factors of its collapse. It also analyzes the role of DSE, CSE, and Securities and Exchange Commision (SEC) as market regulators during the bubble formation and burst. Besides, the study

tries to provide knowledge for the stakeholders related to this stock market in order that they can be aware of similar kind of falls.

The capital market of Bangladesh is weak, and it lacks the foundation of an efficient capital market. In 1997, the Asian Development Bank (ADB) approved the CMDP (capital market development programme) to reform the capital market of Bangladesh. The program was designed to increase market capacity and transform the capital market to be fair, transparent, and efficient in order to attract more investment capital. The ADB evaluated the completed program as partially effective. While there was some progress in strengthening the regulator and improving surveillance, enforcement of regulations remained the same. In 2006, the ADB sanctioned another technical assistance loan to Bangladesh for USD 3 million to improve the governance and supervision of the capital markets. The ambitious project, slated to be completed in 2009, has four components to reform respectively: (i) the capacity, governance, and surveillance mechanisms of the SEC; (ii) the capacity and governance of the stock exchanges; (iii) the licensing and ongoing professional development of market intermediaries; and (iv) the accounting, auditing, and corporate governance of the Investment Corporation of Bangladesh and its subsidiaries. The ADB remarks that in designing the project to improve the SEC's training and capacity, it will emphasize the need to regulate the markets in line with the International Organization of Securities Commission (IOSCO) standards and principles while considering the developing market context.

Thus, the specific objectives of this study are

i. to provide an overall idea about the capital market and to recognize the current situations of our capital market,
ii. to sort out the problems associated with our capital market, and
iii. to recommend some practicable solutions to these problems.

4. Methodology

The report on the two major capital market debacles in Bangladesh is a study that has been designed through several methods. It integrates three components in assessing the current condition of the capital market in Bangladesh: research on desk and media survey, seminars and dialogues, and key informant interviews and focused group discussion.

4.1. Data Analysis

The study is empirical in nature. Data have been collected from both the primary and secondary sources. The secondary data have been taken from different relevant studies, recent directives regarding the development of the capital market of the SEC of Bangladesh, quarterly reviews of the SEC, monthly reviews of the DSE, and the CSE, publications of Bangladesh Bank and credit rating agencies, Bangladesh Economic Review, Statistical Year Book of Bangladesh, national and

international dailies, market pulse (monthly market review) of LBSL, websites of DSE, CSE, SEC, and LBSL of Bangladesh. The primary data were collected through open-ended and closed questionnaire survey from 100 respondents who were the investors of CSE and DSE, and employees of Lanka Bangla Securities Limited. The convenience sampling technique was used for the study. The statistics of the survey is population size on number of BO account: 2,384,364 (as on 20th November, 2013) confidence level: 95%.

There have been two types of processes to collect data to make this research. These are -

Primary Data: Desk-work in practical, conversations with the investors in person, direct observation, and conversations with the clients in person, etc.

Secondary Data: Annual reports of the BPBL, files and folders, daily diary maintained by the researchers, and many publications on the DSC website, etc.

5. Capital Market of Bangladesh and Its Two Major Debacles

Capital market can be termed as the engine of raising capital, which accelerates industrialization and the process of privatization. In other words, capital market means the share and stock markets of the country. It is a market for long-term fund. With the emergence of the need for infrastructural development projects, for setting up new industries for entrepreneurial attempts, now there are more frequent needs of funds.

The functioning of an efficient capital market may ensure smooth floatation of funds from the savers to the investors. When banking system cannot meet up the need of the market economy, the capital market stands up to supplement it. To put it in a single sentence, we can, therefore, say that the increased need for funds in the business sector has created an immense need for an effective and efficient capital market. It facilitates an efficient transfer of resources from savers to investors and becomes conduits for channeling investment funds from investors to borrowers. The capital market is required to meet at least two basic requirements: to support industrialization through savings mobilization, investment fund allocation, and maturity transformation, and to be safe and efficient in discharging the aforesaid function. The latter has also two segments, namely, securities segments and non-securities segments.

The capital market is the market for long-term loans and equity capital. The developing countries in fact, view capital market as the engine for future growth through mobilizing surplus fund to the deficit group. An efficient capital market may perform as an alternative to many other financing sources as being the least cost capital source. Especially in a country like ours, where savings is minimal, and capital market can no wonder be a lucrative source of finance. The securities market provides a linkage between the savings and the preferred investment across the business entities and other economic units, specially the general households that in aggregate form the surplus savings units.

5.1. Capital Market Crash in 1996

The number of BO account holders in 1996 was only 300,000, and most of them were new in the market. During the crash of 1996, paper shares used to be sold in front of the DSE, and it was not easy for the investors to detect the fake shares from the genuine ones. There was no automated trading system, surveillance was not strong enough, and there were no circuit breakers as well as international protection. From 1991 to the end of 1995, DGEN (DSE General Index) price index gained by 139.3 percent and reached 834 point. However, in 1996, the market experienced a dramatic change and pushed the price index up by 337 percent. DGEN Index recorded a high growth from July and stood at 3648.7 points or 280.5 percent on 5th November 1996. Besides, the CSE experienced the same change and grew by 258 percent. The CSE index increased from 409 to 1157 points in 1996 within a year's time. However, the steps taken by the government did not work. The index lost over 233 points on November 6, 1996. After the bubble burst, DGEN index dropped to its lowest point and stood at 957 in April 1997. It stood at around the same point, where it was 10 months before, and DSE General Price Index lost almost 70 percent from its highest point in November 1996. Then the index continued to decrease for the next 7 years until April 2004. During this long period, DGEN Index seldom crossed 1000 point.

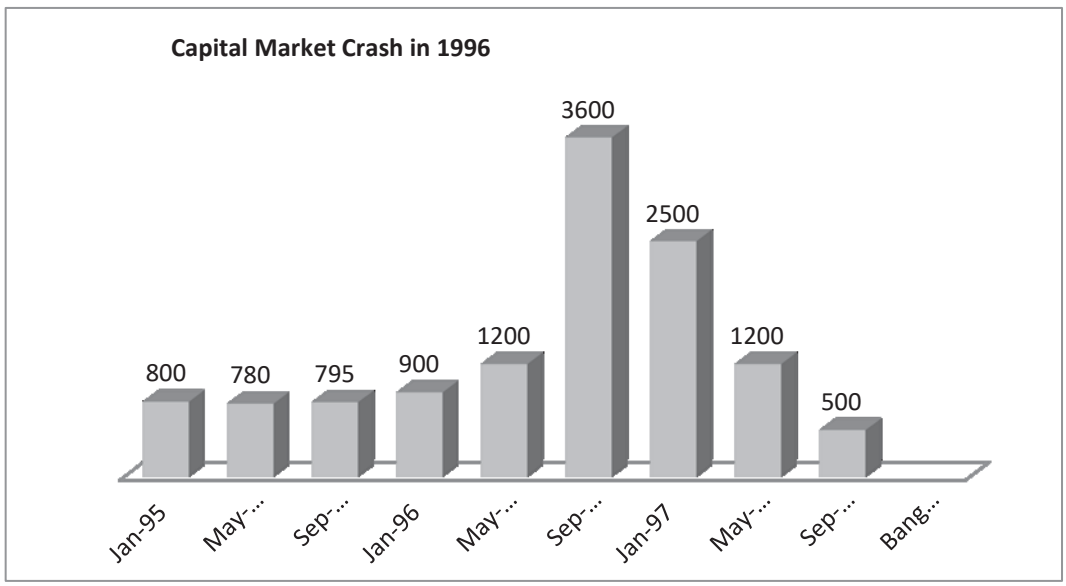

Figure 1: Crash of 1996

5.2. Capital Market Crash in 2011

An abrupt crash of the share market in 2011 had sparked violent protests from the investors. It was the biggest one-day fall in Bangladesh stock market's 55-year

history. It is estimated that over 3.5 million (35 lac) people – many of them small-scale individual investors – had lost their money because of the sharp plunge in share prices. When there is more than 10 percent loss within a few days in the market, it is called stock market crash. Stock market crash is differentiated from the stock market correction, where the loss is 10 percent or less. Stock market crash is a sharp and unexpected decline of the market prices for a very short period of time, usually accompanied by the decline of many other prices of assets. It causes significant capital losses to investors and speculators. The market participants become panicked which leads to more losses.

The 2010-12 Bangladesh share market scam is part of the ongoing share market turmoil in the two stock exchanges – the DSE and the CSE. The crash is deemed to be a scam aggravated by government failure. The stock market was in turbulence throughout much of 2009, with the long bullish trend starting to turn grim. This was the biggest fall since the dark days of 1996, when the market saw a sudden rise and fall in a short spell of time. The market turmoil began this time with the entrance of Grameen Phone into the capital markets, when the index rose by 22 percent in a single day on November 16, 2009. Share prices continued to fluctuate, reaching the annual high in mid-2009 before plummeting by the end of 2009, with retail investors threatening a hunger strike. The market continued to be turbulent throughout 2010, with the DSE hitting its all-time high revenue and the largest fall in a single day since the 1996 market crash, within the space of a month.

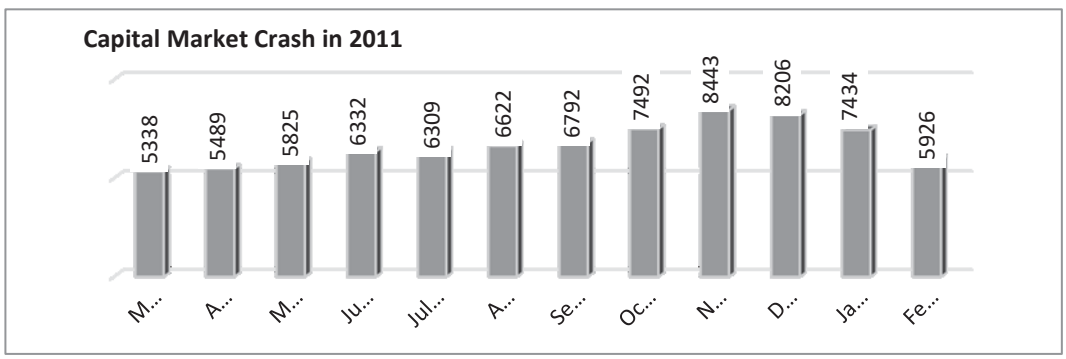

Figure 2: Crash of 2011

The DSE General Index soared to its highest levels from October to December 2010, with the peak on December 5, 2010 at 8,918 points. The DSE's index on January 3, 2010, was at 4568.40 and went up at a staggering 4,350 points – a 95.23 percent increase! On January 10, 2011, trading on the DSE was halted after it fell by 660 points, or 9.25 percent, in less than an hour – the biggest one-day fall in the 55 years of the bourse. The CSE also met the same fate.

An abrupt crash of the market sparked violent protest from the investors. Share prices started to fall from January 03, 2011, as the investors had the information

of the on-going liquidity crisis in financial and non-financial institutions. The down slope of index was noticeable from January 02 to 10, 2011, as Khondkar Ibrahim Khaled, chairman of the probe committee on share market scam, mentioned. Due to trigger sale of shares from 2nd to 5th January 2011, the market experienced its biggest decline in share prices and market crash from 6th to 10th January 2011. On 9th January 2011, the DSE General Index declined by 600 points and all indices declined nearly 7.75 percent. On 10th January 2011, the DSE General Index lost 660 points or 9 percent and the CSE Selective Index declined by 914 points or 6.8 percent within 50 minutes of trading. It is estimated that three million people, many of them small individual investors, lost money the because of the plunging of share prices. The benchmark index climbed 80 percent in 2010 but had lost more than 27 percent since early December 2010.

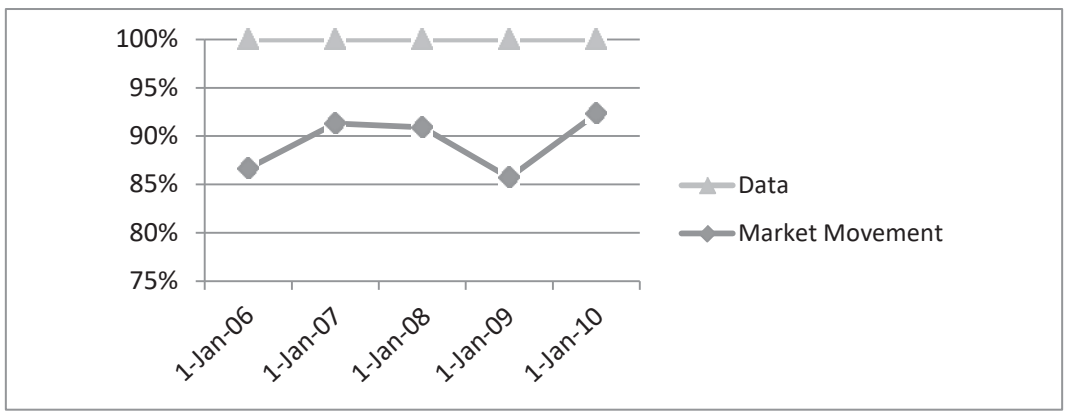

Figure 3: Market Movement from 2006 to 2010

6. Findings

The formula for calculating the DSE all-share price index was changed according to IFC on 1 November 1993. The automated trading was initiated on 10 August 1998. The Central Depository System was initiated on 24 January 2004. As of November 16, 2009, the benchmark index of the DSE crossed 4000 points for the first time, setting another new high at 4148 points. The following table shows how the market has been growing abnormally from 2006 to upward.

Year/ Month End	No. of Listed Securities (Including Mutual Funds & Debentures	No. of IPOs	Issued Capital (Tk incrore)	Market Capitalization (Tk in crore)	Securities Traded in Value (Tk in crore)	DSE Board Index (DSEX)*
2012-13	525	15	98358.97	253024.60	85708.97	4104.65
2013-14	536	13	103207.64	294320.23	112539.84	4480.52
2014-15	555	16	109195.35	324730.63	112351.95	4583.11
2015-16	559	11	112741.00	318574.93	107246.07	4507.58
2016-17	563	9	116551.08	380100.10	180522.21	5656.05

2017-18	572	11	121966.51	384734.78	159085.19	5405.46
2018-19	584	15	126857.48	399816.38	145965.54	5421.62
2019-20***	589	5	129743.78	342983.18	66473.71	4480.23

* End of February 2020

Table 1: DSE Index

6.1. Interpretation of R Square

Here the value of R square comes .921 meaning that 92.1% changes in the dependent variable are happening for the changes of the independent variables. And the least part (1 – .921) = 0.079 is changed by other factors which are not considered. Here we used Market Capitalization data to calculate the R Squire.

$y=26233x+2E+06$

$R^2 = 0.921$

Here the R squire of Market Capitalization is

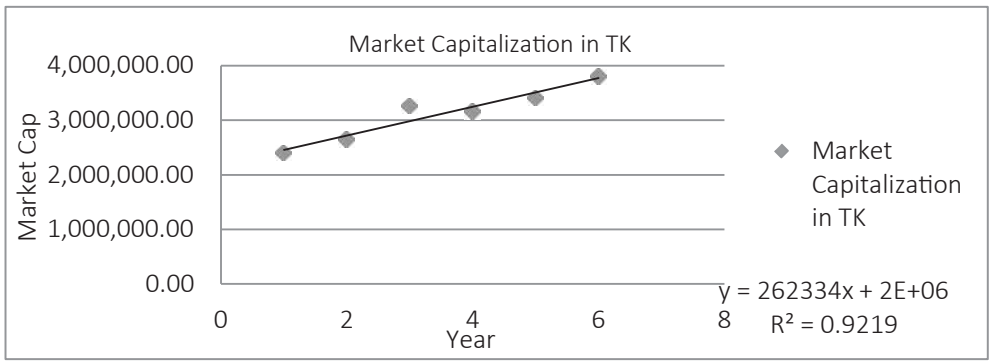

Figure 4: R Squire Calculation

6.2. ANOVA Analysis

Here the DGEN, Market cap and Turnover is given for the last 6 years of DSE. The researchers have used the Excel Data Analysis tools for this ANOVA calculation. The data for this calculation are given below.

Year	DGEN	Market Capitalization Tk	Turnover
2012	4,055.91	2,403,555.62	1,001,084.90
2013	4,266.55	2,647,790.83	952,742.08
2014	4,864.96	3,259,246.76	1,188,521.54
2015	4,629.64	3,159,757.75	1,031,398.64
2016	5,036.05	3,412,441.49	1,191,571.27
2017(up to June)	5,656.05	3,801,000.96	1,131,393.78
Sum:	28,509.16	18,683,793.41	6,496,712.21
Average	4751.527	3113966	1082785

Table 2: Data for ANOVA Calculation

SUMMARY

Groups	*Count*	*Sum*	*Average*	*Variance*
DGEN	6	28509.16	4751.527	329184.9
Market Capitalization Tk	6	18683793	3113966	2.61E+11
Turnover	6	6496712	1082785	1.03E+10
ANOVA				
Source of Variation	SS	df	MS	F
Between Groups	2.99E+13	2	1.5E+13	165.1987
Within Groups	1.36E+12	15	9.05E+10	
Total	3.13E+13	17		

Table 3: ANOVA Calculation

6.3. Causes of Debacles in the Capital Market

According to the SEC's own rules, an investor cannot get loans from merchant banks if he or she buys shares with price-earnings ratio (something that reflects whether a share is overpriced or not – the higher the ratio, the more overpriced the share is) of more than 40. However, the recent IPOs that the SEC approved through book building belie its own wisdom.

• Book building is a way of asserting the price of a share. A small number of selected investors bid for a portion of a company's shares and buy them. That price then becomes the face value of the shares. The companies which have come to the market or are waiting to be listed have indicative prices (the prices that they get from book building process) which reflect price-earning ratios well above 40. This means they are all overpriced in the SEC's eyes.

• Book building was also manipulated. A cartel with links to the company in question, deliberately bid at a higher price so that the share hits the market at a higher face value. Many of these shares later lost their value considerably to the loss of investors. And many of them rose even higher to the benefit of the manipulators.

• Direct listing was another trick that the companies played to hoodwink investors, and about which the SEC played a dubious role. This system was first introduced for the government companies that went public, but then the SEC allowed private companies to raise money the same way. Under this, a share had a bottom price fixed and the upper price left unlimited. Therefore, manipulators had their own cartel start quoting the shares at astronomically high prices to lure unsuspecting investors. Strangely, the same SEC, that allowed direct listing, stopped it for private companies after a while as prices went mad. Then again it allowed two companies to go for direct listing for reasons unknown.

• Issuance of preferential shares is another trick. A company would issue certificates for a certain period to an investor with the promise that after that time

frame, the investor would get a certain interest rate on the money paid for the certificate. He or she could then convert a part of the certificate into primary shares at the average market price prevailing in the last three months or so. The trick here was that the company would artificially keep its share price high through its syndicate and then sell the preferential shares at a higher price.

• Share split played on the psychological weakness of the retail investors and encouraged them to buy lower denominated shares that had a huge impact on the stock market. Split of shares affected the circuit breaker on share price movement.

• The SEC's quick changes in decisions showed the regulators' weakness, which the manipulators used to their advantage.

• On right share, the report said that the issuance of the right shares is legal either to fulfil the regulatory requirements or raise capital for business expansion. On issuance of the right shares, a company's earnings per share are diluted as the number of shares gets increased. Although the share prices are supposed to come down after that, the opposite happens in the Bangladesh capital market. The prices go up only after the issuance of the right shares.

6.4. Real Causes of the Debacle

- Stock market is like a casino market. It is like gambling. In gambling some will be winners, and the others will be losers; and that is actually happening in the market. Where there is gambling, there is loss. Gambling market is always fluctuating in nature compared to other market, based on real production. The graph below explains the market fluctuation in recent years. After 2010, market nosedive clarifies the gambling nature of the market to its investors.
- The economic freedom of the capitalist is the main cause of this crisis. The capitalists maximize their wealth by any cost. They control the economy and investment of any country. Without investing in the real production-based economy, they invest in this bubble economy to boost up their wealth in a short time. Ultimately, they rip off money from the market.
- The political system controlled by the bourgeois is another cause of the crisis. The bourgeois are using their political power in the financial market. They malpractice in the capital market by working as syndicate and thus exploit the small investors.
- The government tries their best to solve the problems. However, the responsible people involved with this system manipulate it. The government decision does not function properly.

6.5. Comparison between Two Years

2011	1996
The trading system was automated.	Trading system was not automated.
Surveillance was strong in nature.	Surveillance was weak in nature.
Limit breakers and international protections were in place.	Limit breakers and international protections were not properly in place.
Being fully automated there were no forged shares traded.	Being not fully automated, there were no forged shares traded.
There were also omnibus accounts in the capital market.	There were no omnibus accounts in the capital market.
The BO account value was 35 lac.	compared to 3 lac before.
2011 crash occurred as an asset bubble.	The 1996 crash was the result of a speculative bubble.
While in 2011, it lost up to 660 points, nearly 10%.	At the end, in 1996 the index lost 232 points.

Table 4: Comparison between the 2 Debacle Years

7. Recommendations

All are responsible for crash. Therefore, proper activities have to be adopted by everybody from their own situations to restore the previous situation of the market. However, some of the recommendations are in the following –

7.1. Recommendations for the Government

- The government should ensure the supply of fundamentally strong shares in the market to meet the demand which will make the market efficient as investors would not go for buying junk shares. For ensuring the supplies of such shares, the government can offload the shares of different companies which it possesses now. It also can urge the private limited companies to go public by offering tax benefits through fiscal policy. Even it can offer shares to the public for infrastructural development work like constructing big bridges, highways, and power stations.
- There is no doubt that the failure of the government in making various decisions regarding capital market played a role behind the recent crash.
- The government must ensure the appointment of skilled and capable personnel in different regulatory bodies and must give punishment to the persons responsible for any kind of irregularities.
- The responsible persons of the government should refrain from delivering irrelevant, irresponsible, and sensitive speeches which many of them did before.

- The government should delegate all power to the SEC to take legal actions against the criminals. Even if necessary, new acts may be passed in the Parliament in this regard.
- The government should ensure more active merchant banks to participate in the smooth building of a sound stock market.

7.2. Recommendations for the SEC

The SEC must rethink about the rule of disclosure of quarterly financial reports by the companies because many of the companies misused it as a vehicle of misguiding the investors. In fact, it became a common practice of most of the listed companies to show high quarterly EPS in its un-audited quarterly report to bring down P/E ratio. The SEC as the guardian of capital market should play a significant role to make it march forward. It must ensure the following:

- The SEC must ensure that neither of its members nor any of its officials is involved either directly or indirectly with the transactions in the stock market.
- The monitoring and surveillance should be strengthened ir order that none can get chance to gamble.
- The SEC must have its own certified chartered accountants to ensure the accuracy of the financial statements of the listed companies, and they should be given punishment if the books of accounts are not accurately audited.
- It must ensure speedy disposal of decisions for market operation, and all the decisions should be taken on consideration of the long-term effect on the market.

7.3. Recommendations for the DSE

Any sort of irregularities in case of trading should be identified promptly, and immediate action should be taken. The DSE has an important role to play as the monitoring authority of the broker houses. Therefore, it needs to play a vital role by ensuring the followings:

- It must ensure proper monitoring of the brokerage houses for which more skilled manpower should be appointed in the monitoring and surveillance teams.
- The operating software of the stock exchange should be updated as often these fail to take immediate sale or buy order. Therefore, it must bring new software within the shortest possible time to bridge a gap between the prices of script in the stock exchange
- Last but not the least that the stock exchanges need to be demutualized as it is the demand of time now to have a new corporate governance structure for more effective conflict management among the market participants and to make more quick decisions with greater flexibility.

7.4. Recommendations for Bangladesh Bank

- Bangladesh Bank should keenly monitor the loan of commercial banks of industrial sector and take regular feedback so that no industrial loan may flow to the capital market. It is found that in the case of the recent catastrophe, it failed to do so.
- It must ensure that the exposures of banks and other financial institutions do not exceed the limit from the very beginning. However, in the recent slump it failed to do so as it could not monitor the involvement in the early periods while it put pressure on the banks to readjust their capital market exposures at the eleventh hour which accelerate a huge sale pressure from their side.
- It must ensure the proper functioning of the merchant banks through arranging money from the parent company to mitigate liquidity crisis.

7.5. Recommendations for Institutional Buyers

- Institutional buyers (Mutual Funds, Merchant Banks, etc.) ensure balance in the capital market through reacting according to the interaction between demand and supply. However, in the recent past they completely did the opposite when there was huge sales pressure in the market instead of buying. They also sold shares in a large scale resulting further decline. Their behavior in that case was not different from that of the individual investors.
- In providing margin loan, they must follow the rules as prescribed by the SEC as well.
- They should advise their client giving emphasis on the benefits of the clients instead of thinking their own benefits only.
- At the time of huge decline, they should not be involved in forced/trigger sale of clients' shares without giving them any chance to adjust their loan.
- All sorts of transactions through omnibus accounts should be restrained.

7.6. Recommendations for Individual Investors

Before investing in a particular script, they must analyze the key factors of that company to justify whether the company is fundamentally strong. Such factors include EPS, P/E ratio, dividend policy, future growth, industry average, etc.

No matter what is the reason of a crash, individual investors are the ultimate losers. Hence, it is their own responsibility to take care of their own money, and they ought to consider the following things while taking investment decisions.

- In analyzing financial strength of a company, they must consider the audited annual reports instead of quarterly un-audited report as often this information is not accurate or does not reflect the real position of the company.

- They must restrict themselves from buying junk shares and taking whimsical investment decision.
- Instead of being traders, the retail investors need to think of being investors.
- They ought to keep some cash for emergency so that they might buy more shares (fundamentally strong) which they bought earlier when there is a big decline in price.
- They should not buy shares on the basis of rumor or following advices of the persons who do not possess sufficient knowledge about capital market investment.
- They must know that both gain and loss are the indispensable parts of stock market.
- Instead of looking for gain, sometimes they must accept loss with patience so that they may recover the loss in future through higher gain.
- Above all, they must understand that perseverance and patience are the keys to success in investing in the capital market.

8. Conclusion

A closer analysis shows that the foundations of capitalism were never brought into question as all the debates that took place deflected such an issue. The global financial crisis was dealt with as a financial crisis in the banking sector which needed to be tackled. As a result, the problem was seen to be with one economic sector rather than the system. Therefore, as in the case of stock market, the foundation of the market is not questioned. As a result, no discussion took place in the midst of the global financial crisis as to the legitimacy of free market capitalism when it quite clearly had malfunctioned. Therefore, it is capitalism that is the main cause of this market debacle and crisis.

From the analysis it is found that the major indicators of the country's major stock exchanges are becoming more risky over time, and the regulators are not efficient enough to guard this risk. However, for a developing country like Bangladesh, the importance of sound development of the market cannot be undermined. Though the SEC has been trying to maintain a continuous flow in the market, very often its role meets the broad economic objectives. In order to make the market less risky, the SEC itself should be more empowered both in terms of number of manpower and quality of the professionals involved with special focus on independent research, monitoring mechanism, and prompt decision making.

To guide and restore the confidence of the individual investors in the capital market, the regulatory authority should take proper actions that will enable the investors to differentiate the good governance companies from the rest. Also, without improving the governance of the market and eliminating the scope of manipulation, it will be difficult to attract good scripts at the desired level. In this

endeavor, regulators must adapt continuously to the changes in the economy and the pressures of globalization.

References

Dhaka Stock Exchange, Monthly Review, 2011. Wikipedia.

Imam, M. O. & Malik, M., 2007, Farm Performance and Corporate Governance through Ownership Structure: Evidence from Bangladesh Stock Market, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 3, No. 4.

Jahur, M. S., Qadir, S. M. N. & Khan M. A., 2014, Determinant of Stock Market Performance in Bangladesh, *Indonesian Management and Accounting Research*, Vol. 13, No. 1.

Madura, J., 2008, Financial Markets & Institutions, *Google Book*.

Rahman, M. & Moazzem, K. G., 2011, Capital Market of Bangladesh: Volatility in the Dhaka Stock Exchange (DSE) and Role of Regulators, *International Journal of Business & Management*, Vol. 6, No. 7.

Rahman, T. & Hossain, S. Z., 2017, Stock Market Crash in Bangladesh: The Money Making Psychology of Domestic Investors, *American Journal of Theoretical and Applied Business*, Vol. 3, No. 3.

Shaw, E. S., 1973, *Financial Deepening in Economic Development*. New York: OUP.

Sinha, P., Viswanath, B. & Narayanan, B., 2015, Financial Market and Growth: Evidence from Post-reforms India, *Congent Economic & Finance*, Vol. 3, No. 5.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SILK INDUSTRY IN BANGLADESH

* Md. Mahfuzur Rahman
** Ismat Ara Khatun

Abstract

Bangladesh is an agro-based country. Silk is one of the agricultural products in our country. It is our national wealth and tradition. Bangladesh earns a lot of foreign currency by cultivating silk worm. Silk is considered the queen of fabrics even today. In this study, the researchers have found out some problems and prospects of the silk industries in Bangladesh. These problems are lack of skilled labor, high cost of production, inadequate capital, poor quality, failure to capture international market, etc. And we find out some prospects like low cost of labor, increase in cocoon productivity, quality based pricing, good geographical environment, etc. Sericulture is identified as a prospective earning sector in Bangladesh. Silk is one of the few commodities that are directly derived from insects. Silk has been considered a luxurious textile. For practical use, it is excellent as clothing that protects us from many biting insects that pierce clothing, such as mosquitoes and horseflies.

Keywords: *Silk, silk industry, sericulture, development constraints, technology, quality control, etc.*

1. Introduction

Silk is the most gorgeous fiber and also known as the queen of fibers. It is a highly valued insect fiber used almost entirely for the production of high quality textiles. Its strength, luster, softness, and the graceful line in which it hangs make it the most attractive of textiles. On the other hand, silk is a fine soft thread produced by the larvae of silk worms or cocoons. If anyone goes to a fabric market in Bangladesh, he can hear many names in the silk categories namely Motka, Doopiyan, Balaka, etc. These are different types of products that are weaved from silk threads. Rajshahi silk is a pride for Bangladesh similar to muslin and jamdani. Silk production has now dominated the fashion as well as the business world. Information on new types of silk and finding unknown silk components have opened up a new era of sericulture. Modern scientific methods have also greatly accelerated the expansion of knowledge on silk composition and production. Silk production is a fashion in the business world. Silk can be regarded as a canvas where fashion is the fine art. Silk sari are known for their

* **Md. Mahfuzur Rahman**
Assistant Professor, Department of Finance and Banking
* **Ismat Ara Khatun**
Lecturer (Lecture Basis), Department of Marketing

gorgeous nature, and those sari are mostly used in parties. An all-climate fabric silk is warm and cozy in winter and comfortably cool when the temperatures rise. As a cottage industry, all family members can work and earn a supplementary income in sericulture. Bangladesh only produces about 50 metric tons of raw silk though it has enough scope to meet its demand from local production. The sericulture enterprise engages rural women in a range of activities including, nursery, silkworm egg supply, silk worm rearing for silk thread, reeling, weaving, painting, and dyeing silk. The major silk consumers of the world are the USA, India China, Germany, Japan, etc. According to the annual report of silk industry owners' association, thirty two private silk industries working in the country produce 2.43 million meter silk cloth and their annual sales is 8361.10 lac taka (Source: International Sericultural Commission).

2. Objectives of the Study

The key objectives of the study are given below:

- to identify the major problems of silk industry in Bangladesh,
- to find out the business environment in Bangladesh,
- to mark the prospects of silk industry in Bangladesh,
- to find out the strengths and threats of silk industry in Bangladesh, and
- to recommend how to protect the industry and national market.

3. Historical Background of Silk Industry

According to historical evidence, silk was discovered in China. After China, Korea is the first country where Chinese immigrants started sericulture in about 1200 B.C. The industry later spread to Japan. In the 17th century sericulture was flourishing in the then Bengal (present Bangladesh). Nowadays, there are 58 countries producing silk related products. Among them, eight countries are China, India, Japan, Russia, South Korea, Brazil, Vietnam, and Thailand. They are the leaders in silk production. The history of silk in Bangladesh is linked with the undivided India. According to the historians of the Moghal rule, this industry named 'Bengal Silk' was the measurement of the socio-economic development of the undivided Bangla. Even under the British rule a large amount of silk products was exported to different countries in Europe. Then Bangla was termed as the store house of silk. In 1889, a silk business association was established because of the indifference of the British Government towards the huge amount of indigo production, change in the political and the social sector and the attack of an insect named Pebrim.

Between 1947 and 1960, the activities of the small and cottage industries became postponed because of a lack of necessity of skilled personnel. Financial support, well-thought policy, overall lack of administrable re-establishment, etc., are also the causes of postponing of this industry. There was no strong emphasis on its

advancement after the Liberation of Bangladesh up to 1976. Some notable programs were taken to restore the destroyed industry through establishing Bangladeshi Silk Board in 1978. Employment of technical personnel in these types of programs was made, and a few measures were taken to reduce the lack of personnel, and train them. In addition, the government provided the subsidy to encourage farmers to produce silk yarn. The program continued through a two-year plan (1978-80) after 1978.

To produce quality silk and make employment opportunities for the country people, Bangladesh Silk Board approved the 2nd fifth-year plan in 1980-85 with a view to marketing some main target of this program. In 1983, ten separated programs were merged under the title 'Combined Silk Production Development Project'. Bangladesh Silk Board helped the expansion of silk production and quality improvement in the third fifth five-year plan (1985-90).

Later, silk industry collapsed in the 90s. The supply of the affected silk cocoon from different seed stores and reworking of the import tax, specified from importing the raw silk and silk yarn, were the main reasons behind the collapse. That is why the demand of silk cocoon and silk yarn has become at its lowest. Even the marketing of such products was closed. In this extreme odd time for taking some steps for marketing silk component, NGOs of Bangladesh have come ahead to their help. Eventually, in 1998 with the assistance and association of NGOs and financial assistance of the World Bank for the development of silk production and silk industry were improved. Bangladesh Silk Foundation has been established, but owing to flood problem in 1988, about 7 million mulberries were destroyed. As a result, the production of silk cocoon came down from 824 to 436 metric tons.

According to Bangladesh Silk Foundation domestic demand for silk fabric is for 32000000 meters but local production is only about 18000000 meters. In this situation rest amount is imported because of this huge demand the NGOs have taken various steps for silk expansion including helping the government to restore the feasibility and reserve foreign currency. As a result, various programs were taken like encouraging silk yarn producers creating market for silk products, making silk production at international standard, to use high technology, etc. (Source: Record book of BSCIC, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation).

Rajshahi silk was always very famous all over the world. The silk factory in Rajshahi was a state-owned factory which was founded in 1961. Most of the silk of Bangladeshis was produced by this particular sericulture.

4. Literature Review

Ishtiaque (2011) stated that the owners of the silk industries of Bangladesh, though very disappointed on the role of Bangladesh Silk Board to the development of silk industries, are still expecting some assistance from the board.

Most of the small industrialists demand credits from Bangladesh Silk Board with simple terms and conditions. With favorable weather and soil and with a glorious history silk production should be a bright name in the world sericulture industry. Yet, the reverse is true. While China and India, the neighbors of Bangladesh, became the top countries in the sericulture sector, Bangladesh Silk Industry is fighting for its survival (Hassan & Bahshi, 2005; Haider, 2007).

Yamamoto, et al, (2002) have introduced a new silkworm race which produces only Sericin in Japan in the name of Sericin Hope. Silk has a smooth, soft texture that is not slippery, unlike many synthetic fibers.

Bangladesh has a long history in silk production because of its agro-climate advantages. However, this industry failed to realize its full potential because of the government's interventionist policies resulting in distorted production and marketing incentives in rearing and reeling activities which discouraged the local private enterprise to modernize (Banglapedia, 2009).

Although silk and wool are protein fibers, only wool gets stretched when soaked in water because of the presence of a helical configuration in wool and parallel configuration in silk fibroin (Kamili, 20000).

The silk industry is giving employment to almost 63 lac people in the country including 46 lac farmers and 14 lac weavers (Srinidhigowda, 2010)

Sericulture provides gainful employment, economic development, and improvement in the quality of life to the people in the rural area (Chauhan, 2002).

This industry was on the verge of extinction producing little more than 100 Ibs in the few villages of Rajshahi district. At that time silk enterprises were not supervised by the government and left in its entirety to local people for the production of mulberry and silk materials. After partition, although the then East Pakistan government undertook a grand sericulture development program under which 10 sericulture nurseries, one silk pilot project, and one silk research and training institute at Rajshahi were established. What was lacking was a whole hearted effort in tapping the full potentials of sericulture and providing adequate incentives to the producers to exploit them (Rahman et al,1985).

In this paper, the researchers have identified the high cost of raw material procurement, inadequate technology, and lack of policy support to be the major forces that have bitterly hit the handloom industry.

5. Methodology

Data Collection

Total 100 questionnaires have been taken as research samples because of cost efficiency, saving time, convenience, flexibility, etc. The data were collected on October in 2018. The researchers have also reviewed some research papers, journals and articles etc. This research is descriptive. Besides, the researchers collected data from students, women, employees, businessmen, etc.

Measurement Scales

The collected data have been analyzed with SPSS (Statistical Package of Social Science) Software. In addition, the researchers have used five point Likert Scale: Strongly Agree 5; Agree 4; Neutral 3; Disagree 4, and Strongly Disagree 5. They have also used nominal and ordinal data in this research. This study focused on the customer behavior of the problems and prospects of the silk industry in Bangladesh.

6. Result and Discussion

This study represents the problems and prospects of the silk industry in Bangladesh. All silk producing firms are facing different problems, and the researchers have considered demographic variables here like age, gender, education, occupations, income of the respondents, etc., to analyze this research.

	Frequency	Percentage
male	39	39.0
female	61	61.0
Total	100	100.0

Table 1: Sex of Respondents

The questionnaires were distributed to total 100 respondents. The respondents consist 39% male and 61% female respectively. The highest portion of the respondents is female. The survey questionnaire was designed between two factors like male and female. We can see in Table 1.

	Frequency	Percentage
15-30 years	37	37.0
31-45 years	42	42.0
46-60 years	20	20.0
4	1	1.0
Total	100	100.0

Table 2: Age of Respondents

According to Table 2, the age structure of the samples was explained by classifying it into three groups: 37% is 15-30 years, 42% is 31-45 years, and 20% is 46-60 years. Table 2 indicates the age of the respondents.

	Frequency	Percentage
Student	39	39.0
Employee	17	17.0
Female	11	11.0
Others	33	33.0
Total	100	100.0

Table 3: Occupations of Respondents

It is seen that 39 present respondents are students, 17 present are employee, 11 present are female, and 33 are others. There is a positive and significant relationship between the employees' ability and clarity. However, the researchers can see in Table 3 that students like silk.

	Frequency	Percentage
Strongly Agree	32	32.0
Agree	67	67.0
Neutral	1	1.0
Total	100	100.0

Table 4: Ensuring the Quality

As found in the Table 4, consumers focus on the quality of silk which is better. It is also seen that 32% respondents have strongly agreed to that. 67% respondents said that when they used silk which has good quality and 1% respondent is neutral

	Frequency	Percentage
Strongly Agree	32	32.0
Agree	56	56.0
Neutral	10	10.0
Disagree	2	2.0
Total	100	100.0

Table 5: How to Fulfill the Demand

Here we can see that 56% respondents say that silk dress can fulfill their demand. 32 % respondents strongly agree; 10% are neutral, and 2 % respondents disagree.

	Frequency	Percentage
Strongly Agree	7	7.0
Agree	75	75.0
Neutral	17	17.0
Disagree	1	1.0
Total	100	100.0

Table 6: Comfortable and Preferable with Customer Demand

According to Table 6, 675% respondents agree; here it is seen that 7% strongly agree, 17% are neutral, and 1% disagree. When most of the customers were using silk, they feel very comfortable.

	Frequency	Percentage
Strongly Agree	44	44.0
Agree	39	39.0
Neutral	14	14.0
Disagree	3	3.0
Total	100	100.0

Table 7: Silk as a Fashion

The researchers see here that silk is a fashion. 44% strongly agree; 39% agree. There are some persons who do not agree or disagree; they are neutral. Silk is warm and cozy in winter, and comfortable and cool when temperature rises. Therefore, most people like silk.

	Frequency	Percentage
Strongly Agree	53	53.0
Agree	39	39.0
Neutral	6	6.0
Disagree	2	2.0
Total	100	100.0

Table 8: Educated People Liking Silk

In Table 8, it is seen that 53 % strongly agreed; 3 9% agreed; 6% were neutral and 2% disagreed. Therefore, the researchers can see that the educated people like silk very much.

	Frequency	Percentage
Strongly Agree	56	56.0
Agree	36	36.0
Neutral	8	8.0
Total	100	100.0

Table 9: Famous in the World

According to Table 9, the researchers can understand that silk is famous in the world. 56 % respondents said that silk is famous all over the world.

	Frequency	Percentage
Yes	73	73.0
No	26	26.0
	1	1.0
Total	100	100.0

Table 10: Improving in Silk Industry

From Table 10, it is found that the silk industry is facing many problems. Therefore, we need to solve the problems. Improvement of high yielding, disease resistant silkworm strains can help to increase production of silk.

	Frequency	Percentage
Good behavior	42	42.0
Proper grading	37	37.0
Quality	10	10.0
All	11	11.0
Total	100	100.0

Table 11: Expectation from Businessmen

According to Table 11, 42 % respondents said that they get good behavior from the businessmen. 37% said that the quality of silk is properly graded.

	Frequency	Percentage
Dry cleaning	32	32.0
Color	44	44.0
Longevity	20	20.0
High price	4	4.0
Total	100	100.0

Table 12: Problems Faced by Customers after Using Silk

In Table 12, it is seen that after customers use silk, they face many problems that are dry cleaning, color, longevity, high prices, etc.

	Frequency	Percentage
Yes	82	82.0
No	18	18.0
Total	100	100.0

Table 13: Matching in International Market

Silk is matched with international market. 82% respondents said that quality, price, color etc. match with international market.

	Frequency	Percentage
Image	28	28.0
Quality	26	26.0
Comfortable	11	11.0
Price	35	35.0
Total	100	100.0

Table 14: Continuing the Business

From Table 14, it is seen that silk has its own image. 28% respondents said that silk has image. 26% respondents said that silk dress has the proper quality.

7. Problems

Silk industries are facing many problems. Lack of government patronization is the main obstacle. Financial problems are also the major problems of the silk industries. There are many risks in silk industries: lack of skilled labor, high cost of production and low productivity, manipulations by the intermediaries in the trade of raw silk, failure to capture international markets due to poor quality, poor grading system of cocoons, urbanization in traditional silk producing states, insufficient bank loans and high interests, and lack of modern technology.

8. Prospects

Bangladesh is a country where most people are Muslims. At present, Bangladeshi women are participating in outdoor jobs. Women always prefer to use sari. Therefore, the demands of silk from women are increasing in our country. The silk products thus have a great consumer image.

When the customer takes purchase decisions, they give emphasis on design, price, quality, etc. Silk is a luxurious product. Therefore, customers easily prefer to purchase silk. Silk is a highly valued commodity. Our government and other concerned institutions should move forward to the greater interest of sericulture.

Most of the silk product manufacturers do not produce any export items widely. If the silk producers are able to produce export items and create foreign markets, it will be certainly possible to retain their own existence. The demand of silk product is increasing day by day both at home and abroad, and this opportunity may be capitalized if this industry can use its experienced people, proper administration and production system, global image, good infrastructure, facilities of research and training institute and other concerned forces.

9. Major Findings of the Study

After analyzing this demographic data on the research topic, the following issues have been found:

- Among the samples, 61% female respondents have used silk dress and saris.
- Sericulture industry is facing many problems like high cost of production, unfair competition, infrastructure, high promotional cost.
- The strength of silk industry is location. For cultivating sericulture the climate of Rajshahi is mostly affordable.
- Bangladesh silk product market is increasing because silk is fashionable.
- We need a strong and friendly business environment, green GDP, green tax, improved communication infrastructure etc.

10. Recommendations

To overcome the difficulties, silk industries can follow the following recommendations like to change the government policy, aiming to establish competitive prices, etc. For that reason, the company is offering optimal price for the product. It will take more incentives in production activities. The promotion activities include arranging seminars, symposiums, greetings and gift items, dress sponsor of events to catch the customers' cooperation on special occasions, etc. Organizations have to operate promotional activities in all districts of Bangladesh. They need to attend in various fair to build up the image. For establishing better organizational culture, organizations should ensure sound corporate culture and organizational behavior. For a smooth marketing system and decorating high class show rooms, companies require taking diverse strategies. An updated information system will be needed in all management level of the organization. As a part of this, Transaction Processing System (TPS) will be introduced this year. In spite of all the obstacles, there are some possibilities: our soil is perfect for developing transport and communication and to research for good silk.

11. Conclusion

This study examines the reasons behind the underdevelopment of the silk industry in Bangladesh. The purpose of the study is to show the overall scenario of sericulture as well as the problems and prospects in Bangladesh. Though the prices of the raw materials of the silk industry and the wages of the workers are increasing day after day, there are problems of importing cotton from the foreign countries. The consumers lose their attraction towards silk. The silk industry is also trying to meet up the customers' demand of silk related products by offering various types of male and female dresses with reasonable prices.

In spite of these problems, silk industry is trying to maintain its silk business under an unfavorable market condition. If the government makes some subsidy on importing cotton of silk like the garment sector, silk along with other silk industries may run the business more smoothly than today's market condition of the silk related products.

References

Aruga, H., 1994. *Principles of Sericultural*. New Delhi: Oxford.

Bajpai, D. N. & Shukla, R., 1998, Growth of Sericultural and Its Impact on Silk Textile Industry in Uttar Pradesh, *Treballs de la Societat Catalana de Geografia*, Vol. 5, pp. 39-40.
Available at http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/36376/36369

Davini, R., 2009. Bengali Raw Silk, The East India Company and The European Global Market, 1770-1833, *Journal of Global History*, Vol. 4, No. 1, pp. 127-155.

Ishtiaque, A., 2011. Silk Industries of Bangladesh: Problems and Possibilities, Dictionary of Business Case Studies E-Publications, Vol.1, Issue 1, pp.1-10.

Khan, A., 2012. May 1, Silk, the Queen of the Fibers: Bangladesh Perspective, *Bangladesh Textile Today*.

Mattigatti, R., G., Srinivasa, M. & S., Iyengar, R., Datta, K. & Geetha Devi, R. G., 2000. Price Spread in Indian Silk Industry, *Indian J. Sericu*, 39(2), pp. 114-136.

Mondal, A. H., 1989. The Pricing of Cotton Yarn in the Handloom Sector of Bangladesh. The Handloom Economy of Bangladesh in Transition, Bangladesh Insitute of Development Studies, Vol. XVII, No. 1 & 2, pp. 131-156.

Murugesh, M., 2007. Silk and Non Conventional Uses, Kisan World, pp. 21-24.

Phukan, R., 2012. Handloom Weaving in Assam: Problems and Prospects, *Global Journal of Human-Social Science*, Vol. XII, No. VIII, pp. 17-22.

Rashid, A., Faroque, O. & Chowdhury, A. A., 2014. Sericulture Industry in Bangladesh: Problems and Prospects, *American Journal of Economics*, Vol. 4, No, 3. pp. 144-149.

Roy, R. K., 2008. History of Silk and Its Prospects in Jharkhand, Kurukshetra, *International Journal of Multidisciplinary of Management Studies*, Vol. 1, pp. 41-45.

Umesh, K. B., Akshara, M., Shripaad, B., Haris K. K. & Srinivasan, S. M., 2009. Performance Analysis of Production and Trade of Indian Silk under WTO Region, Contribution Prepared for Presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference. Beijing, China, August 16-22.

IMPACT OF CAPITAL STRUCTURE ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE LISTED CERAMIC COMPANIES OF DSE

* Shahida Sharmin

Abstract

The ceramic industry is a growing manufacturing sector in Bangladesh. This industry has seen exponential growth over the last decade with growing export earnings even after meeting a major portion of domestic demand. Currently, Bangladesh is exporting ceramic tableware to more than 45 countrie like the USA, Italy, Spain, France, New Zealand, Netherlands, Australia, Sweden, etc. This paper examines the impact of capital structure on a firm's financial performance. For this reason, it uses four performance ratios as dependent variables like Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), and Earning per Share (EPS). The capital structure ratios that serve as independent variables are Long Term Debt to Total Asset (LTDTA), Total Debt to Total Asset (TDTA), Total Debt to Total Equity (TDTE), Long Term Debt to Common Equity (LTDCE), and Growth of the Company (GR). This paper uses a panel data procedure for the sample of five listed ceramic companies of the Dhaka Stock Exchange over the period 2014-2018. A multiple linear regression model suggests that the TDTA and the GR have a significant positive influence on financial performance variables. The TDTA has a significantly negative effect on most of the proxy variables of firm performance. This paper examines that the listed ceramic companies of Dhaka Stock Exchange represents a good level of accounting performance over the period 2014-2018. Therefore, this study recommends that to maximize financial performance of listed ceramic companies, the financial managers should mix total debt and total equity at the optimum level to make the capital structure optimum.

Keywords: *Capital structure, financial performance, ceramic industry, Dhaka Stock Exchange (DSE), etc.*

1. Introduction

The ceramic industry is a growing manufacturing sector in Bangladesh. The industry started during late 1950s when the first ceramic industrial plants were established. The industry mainly produces tableware, sanitary ware, and tiles. As of 2011, there were 21 ceramic industrial units throughout Bangladesh, employing about 500,000 people. The main export destinations are the EU, the US, and the Middle-East (Islam, 2015). The country's ceramic industry has seen exponential

*** Shahida Sharmin**
Lecturer, Department of Finance and Banking, Dhaka Commerce College

growth over the last decade with growing export earnings even after meeting a major portion of domestic demand. Local ceramic manufacturers are now exporting tiles, sanitary, and tableware to more than 50 countries while investment in this sector increased manifold over the years. The sector insiders said that around 62 ceramic manufacturers are now producing tiles, porcelain, tableware, and sanitary products in the country, creating investments of around Tk. 10,000 crore. Local manufacturers have augmented the base of this sector and now meeting the growing local demand for ceramic products, lessening dependence on foreign products. In FY 2017-18, the ceramic sector earned $52 million from exports, exceeding the target by almost $9 million, according to Export Promotion Bureau (EPB) data. The sector insiders said that the Bangladeshi ceramic products are gaining more focus in the international market owing to the trade war between the US and China. Ceramic is one of the 100 items from China that the US government imposed a new duty on. EPB data shows that the country's ceramic exports set a new record during the first two months of this current fiscal year. During July-August, local exporters shipped ceramics worth $29.59 million with around a 300 percent rise over the correspondent period of the last fiscal year. The sector insiders said that the domestic producers will benefit further this fiscal year in the wake of increased US tariffs on Chinese products, including ceramics. Sector insiders said the main challenge facing the local ceramic industry is the shortage of raw materials. They said lowering the import duty on the raw materials would help lower the production in the ceramic industry (Patwary, 2018). Currently, Bangladesh is exporting ceramic tableware to more than 45 countries like the USA, Italy, Spain, France, New Zealand, Netherlands, Australia, Sweden, etc.

The capital structure decisions are the most important decisions for any business organization because of their effect on the performance of business firms. It is the combination of debt and equity capital. Identification of the optimal capital structure helps to minimize a firm's cost of finance and maximizing the firm's profit. Since a firm's capital structure influences a firm's performance, it is expected that the firm's capital structure would affect on the firm's condition and default. Thus, the issue relating to the capital structure and firm's financial performance is important for both researchers and practitioners. Performance that enables an increase in market value is crucial and the most popular used instruments to determine a firm's performance are Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) (Demsetz & Lehn, 1985, Mehran, 1995). Most organizations try to maintain their capital structure to maximize their profitability and stability of their firms, that is, how much funds should be made by equity shareholders and how much should be borrowed from outsiders as long term liabilities (debt). The financial measurement indicates the financial condition of any business organization. Those return on investment (ROI), earning per share (EPS), dividend yield, price- earnings ratio, growth in sales, market capitalization,

etc, (Barbosa and Louri, 2005). There are some most popular theories like M & M Theory, Trade-off Theory, Pecking Order Theory, Net Income Approach and other well-accepted theories in the capital structure. Academics and researchers all over the world have investigated the impact of capital structure on a firm's financial performance in different sectors. A lot of researches were conducted on different industrial sectors in Bangladesh examining the relationship between the capital structure and the firm performance (Amin & Hossain, 2013 and Lata, 2014). This study attempts to examine whether the capital structure has any impact on the financial performance of the listed ceramic companies in Dhaka Stock Exchange (DSE).

2. Literature Review

In irrelevant capital structure theory, Modigliani & Miller (1958) were introduced that a capital structure of a firm does not have any impact on its value creation process of a firm in a perfect market if (i) there are no taxes, (ii) bankruptcy does not require any real liquidation costs for the company nor any reputation costs for its directors, and (iii) financial markets are perfect. Subsequently, Modigliani and Miller (1963) considered the corporate tax and narrate the impact of benefits of the tax shield of debt; recognizing that leverage can remit the corporate tax payment obligations. Financial managers focus on a combination of debt and equity i.e. the optimal capital structure. The static trade-off theory examines that an optimal capital structure exists where the firm's benefits (interest tax shields) and the cost of financial distress (bankruptcy and agency costs) of debts are properly balanced. After the use of the optimal capital structure, the lowest cost of capital leads to an increase in the value of the firm. This theory shows that there is a direct relationship between the firm's leverage and performance. Pecking order theory does not indicate a target amount of leverage or optimal capital structure (Myers & Majluf, 1984). It determines that every firm should choose its leverage ratio based on financing needs. Pecking order theory also indicates two rules: (I) using internal financing, and (ii) issuing safe securities first (Ross, et al., 2011-12). If a firm's capital structure influences a firm's performance, it is expected that the firm's capital structure would affect the firm's health and its default. Therefore, it is an important issue to have a clear idea about the capital structure and firm financial performance for both the academics and the researchers. Corporate performance can be determined by different variables, viz. productivity, profitability, growth, etc.

Many researchers studied the capital structure and firm performance, but they examined mixed outcomes. Soumadi and Hayajneh (2012) examined the effect of capital structure on the performance of the public Jordanian firms listed in the Amman stock market using a multiple regression model on 76 firms from 2001 to 2006. The study results from a negative correlation between the capital structure and firm performance with no significant difference to the impact of the financial

leverage between high financial leverage firms and low financial leverage firms on their performance. Saeedi and Mahmoodi (2011) have explained the relationship between capital structure and firm performance of listed 320 firms on the Tehran Stock exchange for the period 2002- 2009. They used four performance methods viz., ROA, ROE, EPS, and Tobin's Q as the dependent variable and long-term debt, short term debt, and total debt ratio as the independent variables. They show that the firm performance is significantly and positively associated with capital structure. Rouf (2015) examined the impact of capital structure on listed manufacturing companies in Dhaka Stock Exchange (DSE) for the period of 2008-2011. He uses multiple regression analysis and found that the debt ratio and the debt-equity ratio were significantly negatively related with ROA and ROS. Hasan, et al., (2014) studied the influence of capital structure on firm's performance of 36 Bangladeshi firms listed in the DSE during the period 2007–2012. They used EPS, ROE, the ROA, and Tobin's Q short-term debt, long-term debt, and total debt ratios as independent variables. Using the pooling panel data regression method, they conclude that capital structure has a negative impact on a firm's performance. Khatun and Hossain (2017) observed that the capital structure has an impact on financial performance by using a panel data sample representing 5 cement companies listed in DSE in Bangladesh during 1999-2011. They examined that the capital structure of 5 cement companies had a significantly negative impact on the firm's performance measures, in accounting measures. Siddik, et al., (2017) posited a study to examine the impacts of Capital Structure on the Performance of 22 Banks in Bangladesh during 2005–2014. They examined the impacts of capital structure on the performance of Bangladeshi banks assessed by return on equity, return on assets, and earnings per share. The results of the pooled ordinary least square analysis showed that capital structure inversely affects bank performance. Amin and Jamil (2015) investigated the relationship between capital structure and financial performance of 7 listed cement companies in Bangladesh from 2001 to 2015. A random- effect model has been used to estimate the relationship between the firm debt and firm performance. The study identifies that the effect of capital structure on firm performance depends on the indicators and variables that are used to estimate capital structure and performance.

3. Objectives of the Study

The general objective of this study will be to investigate the impact of capital structure on the financial performance of listed ceramic companies in the DSE. The specific objectives of the study are as follows:

i. to investigate the relationship between capital structure and financial performance of the listed ceramic companies in the DSE;

ii. to evaluate the effect of different ratios of capital structure on the financial performance of the listed ceramic companies in the DSE; and

iii. to examine the effect of the growth of companies on financial performance.

4. Methodology

A. Data Source

This study uses secondary data collected from the annual report of the listed ceramic companies in the DSE from 2014 to 2018. The sample contains five ceramic companies listed in the DSE, namely, Fuwang Ceramic Industry Ltd., Monno Ceramic Industries Ltd, RAK Ceramic Bangladesh Limited, Shinepukur Ceramics Ltd., and Standard Ceramic Industries Ltd.

B. Dependent and Independent Variables

In this paper, ROA, ROE, NPM, and EPS have been used as dependent variable for measuring the performance of listed ceramic companies in DSE. Theses accounting measures are used to evaluate a firm's financial performance.

The independent variables are LTDTA, TDTA, TDTE, LTDCE, and GR. In this study these independent variables are used to examine the firm-level leverage.

C. Methods of Analysis

Data have been analyzed by using statistical package SPSS (Version 20). Descriptive statistics such as minimum, maximum, average, standard deviation, skewness, and kurtosis, etc., have been done to compare the performance of the five listed ceramic companies of DSE.

A correlation matrix has been performed to show the linear relationship between the variables. The regression analysis has been done to find out the influence or the effect of the independent variables on dependent variables.

D. Formulas of Dependent and Independent Variables

Ratios	Formulas
Return on Asset (ROA)	= Net income/Total Asset
Return on Equity (ROE)	= Net income /Shareholders equity
Net Profit Margin(NPM)	= Net income /Total sales
Earnings Per Share (EPS)	= Net income / No. of shares
Long Term Debt to Total Asset(LTDTA)	= Long Term Debt /Total Asset
Total Debt to Total Asset	= Total Debt /Total Asset
Total Debt to Total Equity (TDTE)	= Total Debt / Total Equity
Long Term Debt to Common Equity (LTDCE)	= Long term debt / Common equity
Growth (GR)	= % changes in Total Asset

5. Data Analysis and Findings

5.1. Descriptive Statistics

Descriptive statistics is used to compare the performance of the five listed ceramic companies of the DSE.

A. Summary Statistics of the Variables

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error	Statistic
Return On Asset (ROA)	-.01	.09	.0299	.03179	.554	.464	-1.006	.902
Return on Equity (ROE)	-.03	.16	.0498	.05471	.535	.464	-1.001	.902
Net Profit Margin (NPM)	-.10	.16	.0541	.07247	.086	.464	-.755	.902
Earnings Per Share (EPS)	-.39	2.58	.8645	.94968	.585	.464	-1.079	.902
Long Term Debt to Total Asset (LTDTA)	.00	.14	.0571	.03517	.334	.464	.176	.902
Total Debt to Total Asset (TDTA)	.19	.56	.3659	.11248	.394	.464	-.810	.902
Long Term Debt to Common Equity (LTDCE)	.00	.22	.0924	.05652	.132	.464	-.174	.902
Total Debt to Total Equity (TDTE)	.23	1.27	.6176	.32474	1.031	.464	-.128	.902
Growth (GR)	-.06	.21	.0268	.06251	1.178	.464	1.674	.902

Table 1: Summary Statistics of the Variables

Descriptive statistics results are shown in Table 1. This table indicates the mean value of firm performance measures and capital structure's measure of the listed ceramic companies in DSE over the years 2014-2018. The Mean ROA of ceramic companies listed at DSE in Bangladesh is 2.99%, which means that the sampled ceramic companies earned a return of 2.99 % by utilizing the firm's total assets. But the Standard Deviation of ROA is 3.18% and the ROA moves within a range of (-1%) to (9%) which indicates the existence of reasonable deviation among the ceramic companies. The Mean ROE of ceramic companies listed at DSE is 4.98%. It shows that the average listed ceramic companies in DSE dare to give a good return to their shareholders. ROE movements ranged from (-3%) to (16%). However, the Standard Deviation of ROE is 5.47%. The Mean NPM of ceramic companies listed at DSE is 5.41%. This shows that the listed ceramic companies at DSE entirely are generating only 5.41% on net sales. Therefore, the percentage

of NPM means that the performance of the listed ceramic companies in the DSE is good when NPM is used as a measure. The NPM moves within a range of (-10%) to (16%). The Standard Deviation of NPM is 7.25%. The Mean EPS of ceramic companies listed at DSE is Tk.0.8645, which shows the good performance of the listed ceramic companies in the DSE. The EPS moves from (Tk.-0.39) to (Tk. 2.58) and the Standard Deviation of EPS is Tk. 0.9497. On the other hand, four variables are used to measure capital structure in the listed ceramic companies in the DSE which are LTDTA, TDTA, LTDCE, and TDTE. The average of LTDTA is 5.71% which indicates that the listed ceramic companies in the DSE finance their 5.71% assets with long-term debt. We observed that the mean values of LTDTA is 5.71%, TDTA is 36.59%, LTDCE is 9.24%, and TDTE is 61.76% respectively, and the standard deviations of LTDTA, TDTA, LTDCE, and TDTE are 3.52%, 11.25%, 5.65%, and 32.47% respectively which indicates operating with a significant level of debt, and that there is a low deviation from the mean value. The outcomes indicate that the ceramic companies listed at the DSE generally use comparatively more debt (total debt) than equity. The average growth opportunity of the sample of the listed ceramic companies listed at the DSE is observed to be 2.68%. It thus confirms a standard deviation of 6.25% which shows that, in Bangladesh, the ceramic companies listed at the DSE have an opportunity to grow with less risk.

B. Correlation Matrix

	Return On Asset (ROA)	Return on Equity (ROE)	Net Profit Margin (NPM)	Earnings Per Share (EPS)	Long Term Debt to Total Asset (LTDTA)	Total Debt to Total Asset (TDTA)	Long Term Debt to Common Equity (LTDCE)	Total Debt to Total Equity (TDTE)	Growth (GR)
Return On Asset (ROA)	1								
Return on Equity (ROE)	.973**	1							
Net Profit Margin (NPM)	.880**	.807**	1						
Earnings Per Share (EPS)	.885**	.913**	.746**	1					
Long Term Debt to Total Asset (LTDTA)	-.346	-.331	-.249	-.378	1				
Total Debt to Total Asset (TDTA)	.131	.302	-.189	.239	.003	1			
Long Term Debt to Common Equity (LTDCE)	-.304	-.243	-.311	-.307	.957**	.266	1		
Total Debt to Total Equity (TDTE)	.050	.209	-.285	.141	-.060	.955**	.204	1	
Growth (GR)	.447*	.432*	.634**	.285	-.032	-.125	-.068	-.143	1
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).									

Table 2: Correlation Matrix

Correlation is done to determine the relationship among different variables, that either relationship is strong or weak and positive or negative. The results of correlation for the listed ceramic companies in the DSE over the period 2014-2015 are shown in Table - 2. From the Pearson Correlation Matrix (Table - 2) we have found the correlation between ROA and LTDTA, TDTA, LTDCE, and TDTE. It is shown that an insignificant negative relationship found between ROA and LTDTA, LTDCE, i.e., -34.6% and -30.4% respectively. A positive but insignificant relationship is found between ROA and TDTA and TDTE which is (13.10%) and (5%) and a positive significant relationship between ROA and GR (44.70%). There is a strong positive correlation between ROA & ROE (97.30%), ROA & EPS (88.5%), and ROA & NPM (88%). The findings indicate that an

insignificant negative relationship is found between ROE and LTDTA, LTDCE, i.e., -33.10% and -24.30% respectively. A positive but insignificant relationship is found between ROE and TDTA and TDTE which is 30.20% and 20.90% and a positive relationship between ROE and GR (43.20%). There is a strong positive correlation between ROE & EPS (91.30%) and ROE & NPM (80.70%).
An insignificant negative relationship has been found between NPM and LTDTA (-24.90%), NPM and TDTA (-18.90), LTDCE (-31.10%). There is a strong positive correlation between NPM & EPS (74.6%), and NPM & GR (63.40%). The findings indicate that an insignificant negative relationship found between EPS and LTDTA is -37.80%, EPS and LTDCE is -30.70%. There is a positive correlation between EPS and TDTA, 23.90%, EPS and TDTE 14.10% and EPS and GR 28.5%.

5.2. Regression Analysis

A multiple linear regression model is used to determine the impact of capital structure on the financial performance of the listed ceramic companies of the DSE by using SPSS version 20.

Model Summaries

Model 1	R	R square	Adjusted R square	Std. Error of the Estimate
a. ROA	.659[a]	.434	.285	.02689
b. ROE	.716[a]	.512	.384	.04295
c. NPM	.776[a]	.602	.497	.05140
d. EPS	.652[a]	.425	.273	.80952
a. Predictors: (Constant), Growth, Long Term Debt to Total Asset, Total Debt to Total Asset, Total Debt to Total Equity, Long Term Debt to Common Equity				

Table 3: Summary Output of Regression Analysis

From Table 3, we see that R^2=0.434, 0.512, 0.602, and 0.425. It indicates that 43.40% of the change of dependent variable (Return on Asset), 51.20% of the change of dependent variable (Return on Equity), 60.20% of the change of dependent variable (Net Profit Margin), and 42.50% of the change of dependent variable (Earning per Share) respectively can be explained by the selected independent variables (LTDTA, TDTA, TDTE, and LTDCEG).

ANOVA

Model 1	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
a. ROA Regression Residual Total	.011 .014 .024	5 19 24	.002 .001	2.911	.041[b]
b. ROE Regression Residual Total	.037 .035 .072	5 19 24	.007 .002	3.987	.012[b]
c. NPM Regression Residual Total	.076 .050 .126	5 19 24	.015 .003	5.744	.002[b]
d. EPS Regression Residual Total	9.194 12.451 21.646	5 19 24	1.839 .655	2.806	.046[b]

a. Dependent Variable: ROA, ROE, NPM, and EPS
b. Predictors: (Constant), LTDTA, TDTA, TDTE, LTDCE, and GR

Table 4: Summary Output of Regression Analysis

From the ANOVA, we found that the model is significant, where the findings show that F-statistic had a value (F) = 2.911 and P-value (P) = 0.041<0.05. The obtained value of P (0.041) revealed the overall regression model is statistically significant, or the variables have a significant combined effect on the dependent variable (Return on Asset). Again F-statistic had a value (F) = 3.987 and P-value (P) = 0.012<0.05. The obtained value of P (0.012) revealed the overall regression model is statistically significant, or the variables have a significant combined effect on the dependent variable (Return on Equity). Another F-statistic had a value (F) = 5.744 and P-value (P) = 0.002<0.05. The obtained value of P (0.002) revealed the overall regression model is statistically significant, or the variables have a significant combined effect on the dependent variable (Net Profit Margin). F-statistic had a value (F) = 2.806 and P-value (P) = 0.046<0.05. The obtained value of P (0.046) revealed the overall regression model is statistically significant, or the variables have a significant combined effect on the dependent variable (EPS).

Regression Coefficients

Model 1	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.006	.043		-.147	.885
Long Term Debt to Total Asset	-.680	1.340	-.753	-.508	.617
Total Debt to Total Asset	.313	.180	1.106	1.739	.098
Long Term Debt to Common Equity	.207	.858	.369	.242	.812
Total Debt to Total Equity	-.104	.061	-1.065	-1.703	.105
Growth	.220	.089	.433	2.478	.023
a.(Dependent Variable: ROA)					
(Constant)	-.042	.068		-.620	.543
Long Term Debt to Total Asset	-1.331	2.140	-.855	-.622	.541
Total Debt to Total Asset	.629	.287	1.294	2.191	.041
Long Term Debt to Common Equity	.473	1.371	.489	.345	.734
Total Debt to Total Equity	-.188	.098	-1.115	-1.921	.070
Growth	385	.142	.440	2.711	.014
b. (Dependent Variable: ROE)					
(Constant)	-.040	.082		-.483	.634
Long Term Debt to Total Asset	.668	2.561	.324	.261	.797
Total Debt to Total Asset	.754	.344	1.171	2.196	.041
Long Term Debt to Common Equity	-.841	1.641	-.656	-.512	.614
Total Debt to Total Equity	-.260	.117	-1.166	-2.224	.038
Growth	.672	.170	.580	3.955	.001
c. (Dependent Variable: NPM)					
(Constant)	-.569	1.291	-.852	-.441	.664
Long Term Debt to Total Asset	-23.002	40.340	1.398	-.570	.575
Total Debt to Total Asset	11.801	5.412	.418	2.181	.042
Long Term Debt to Common Equity	7.031	25.844	-1.291	.272	.789
Total Debt to Total Equity	-3.776	1.843	.275	-2.049	.055
Growth	4.182	2.677	-.852	1.562	.135
d. (Dependent Variable: EPS)					

Table 5: Regression Coefficients with P- Values

The regression coefficients of the variables (LTDTA, TDTA, TDTE, LTDCEG) of the findings of the study are shown in Table 5.

a. Analysis of ROA

The multiple regression model is

Y_{ROA} = - 0.006 - 0.680LTDTA + 0 .313TDTA + 0.207LTDCE - 0.104TDTE + 0.220GR

The findings show that the LTDTA has a negative impact on ROA, but not significant. The TDTA has a positive impact on ROA, and it is significant at a 10% level of significance. LTDCE has a positive impact on ROA but not

significant. TDTA has a negative impact on ROA but not significant. The GR has a positive impact on ROA, and it is significant at a 5% level of significance. Therefore, we can say that the TDTA and the GR have a significant effect on ROA.

b. Analysis of ROE

The multiple regression model is

Y_{ROE} = -0.042- 1.331LTDTA + 0 .629TDTA + 0.473LTDCE-0.188TDTE + 0.385GR

The findings show that the LTDTA has a negative impact on ROE but not significant. The TDTA has a positive impact on ROE, and it is significant at a 5% level of significance. LTDCE has a positive impact on ROE but not significant. TDTA has a negative impact on ROE, but significant at a 10% level of significance. The GR has a positive impact on ROE, and it is significant at a 5% level of significance. Therefore, we can say that the TDTA and the GR have a significant effect on ROE.

c. Analysis of NPM

The multiple regression model is

Y_{NPM} = -0.040 + 0.668LTDTA + 0 .754TDTA-0.841LTDCE-0.260TDTE + 0.672GR

The findings show that the LTDTA has a positive impact on Net Profit Margin, but not significant. The TDTA has a positive impact on Net Profit Margin, and it is significant at a 5% level of significance. LTDCE has a negative impact on Net Profit Margin but not significant. TDTA has a negative impact on Net Profit Margin, and it is significant at a 5% level of significance. The GR has a positive impact on Net Profit Margin and it is significant at a 5% level of significance. Therefore, we can say that the TDTA and the GR have a significant effect on NPM.

d. Analysis of EPS

The multiple regression model is

Y_{EPS} = -.569 - 23.0020LTDTA + 11.801TDTA + 7.031LTDCE - 3.776TDTE + 4.182GR

The findings show that the LTDTA has a negative impact on EPS but not significant. The TDTA has a positive impact on EPS, and it is significant at a 5% level of significance. LTDCE has a positive impact on EPS but not significant. The TDTA has a negative impact on EPS, but it is significant at a 10% level of significance. The GR has a positive impact on EPS, and it is significant at a 0% level of significance. Therefore, we can say that the TDTA and the GR have a significant effect on EPS.

6. Conclusion and Recommendations

The results of descriptive statistics show that the average performance of the listed ceramic companies in the DSE is good when measured with ROA, ROE, NPM, and EPS.

A multiple linear regression model has been used to determine the effect of variation in the capital structure on the variation in the financial performance, and the results revealed that the TDTA has a significant positive influence on ROA, ROE, NPM, and EPS. It indicates that an increase in the total debt and asset growth leads to increasing firms' financial performance whereas the LTDTA has a negative insignificant impact on ROA, ROE, and EPS. However, a positive insignificant impacts NPM. This result shows that long term debt has a major negative impact on the firms' performance because it may be costly. From this result, it may be concluded that using a high proportion of long-term debt in a firm's capital structure will result in a low financial performance of a firm. However, it is also good for the firms' profit margin because debt financing results in an increase in revenue that exceeds the expense of interest payments. In addition, interest payments are tax-deductible, reducing a company's overall tax burden.

LTDCE has a positive insignificant impact on ROA, ROE, and EPS though a negative insignificant impacts on NPM. This outcome may suggest that increase of long-term debt rather than the issue of new shares will positively influence the financial performance of the listed ceramic companies of the DSE since the current ceramic companies use a low level of long term debt (9.24%) compared to equity. To maximize a firm's performance and share holder's income, financial manager must increase long-term debt to make an optimum capital structure. The TDTA has a significantly negative effect on most of the proxy variables of firm performance. That means the firms' managers face problems while using debt financing. To maximize financial performance, the optimum mixture of debt and equity is necessary to make the capital structure optimum, and the growth of the company has a significant positive influence on ROA, ROE, NPM, and EPS. This result indicates that the increasing growth of the company leads to an increase in the firms' financial performance. Finally, it can be said that the impact of capital structure on the financial performance of the listed ceramic companies of the DSE will be strongly positive when they can use an optimum combination of debt and equity in the capital structure.

7. Limitations

This study is only focused on the listed ceramic companies of the DSE in Bangladesh for the year 2014-2018. It cannot represent the overall ceramic companies in Bangladesh. This paper does not examine other related factors like liquidity, financial distress, etc. A deeper research on this field is very essential for the development of this ceramic sector. Researchers may include different

variables like Tobin's Q, sales growth, asset turnover ratio, etc., into their research methodology.

References

Amin, S. & Hossain, M., 2013. Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Commercial Banks in Bangladesh, *Journal of Finance and Banking,* Vol.11, No.1 & 2.

Amin, S. & Jamil, T., 2015. Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Cement Sector of Dhaka Stock Exchange Limited, *Journal of Finance and Banking* ,Vol. 13, No.1 & 2, pp. 29-42.

Annual reports of the listed ceramic companies of Dhaka Stock Exchange (DSE) in Bangladesh.

Barbosa, N. & Louri, H., 2005. Corporate Performance: Does Ownership Matter? A Comparison of Foreign and Domestic Owned Firms in Greece and Portugal. *Review of Industrial Organization,* Vol. 27, No.1, pp. 73-102.

Demsetz, H. & Lehn, K., 1985. The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences, *Journal of Political Economy,* Vol. 93, pp. 1155-1177.

Hasan, M. B., Ahsan, A. F. M. M., Rahaman, M. A. & Alam, M. N, 2014. Influence of Capital Structure on Firm Performance: Evidence from Bangladesh, *International Journal of Business and Management,* Vol. 9, No. 5, pp. 184- 194.

Islam, M. A., 2015. Research report on "Ceramic Industry in Bangladesh – A sector rising strong" IDLC Finance Limited. Available at http://idlc.com/public/documents/mbr/15/Monthly%20Business%20Review%20-%20January%202015.pdf

Khatoon, T. & Hossain, M. M., 2017. Capital Structure and Firm's Financial Performance: Evidence from Listed Cement Companies of Dhaka Stock Exchange of Bangladesh *International Journal of Business and Statistical Analysis*, Vol. 4, No.1, pp. 29-37

Lata, R. S., 2014. Non-Performing Loan and Its Impact on Profitability of State Owned Commercial Banks in Bangladesh: An Empirical Study. Proceedings of 11th Asian Business Research Conference*,* BIAM Foundation, Dhaka, Bangladesh,

Mehran, H., 1995. Executive Compensation Structure, Ownership and Firm Performance, *Journal of Financial Economics,* Vol. 38, p. 163- 184.

Modigliani. F. and Miller, M. H., 1963. "Corporation Income Taxes and the Cost of capital: A Correction*," American Economic Review*, Vol. 53, No. 3, pp. 433–443

Myers, S. C. and Majluf, N. S., 1984. Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, *Journal of Financial Economics,* Vol. 13, No. 2, pp. 187- 221.

Patwary, S. H., 2018. October 7. Ceramic Industry Booms, *The Daily Sun.* Available at

https://www.daily-sun.com/printversion/details/341254/2018/10/07/Ceramic-industrybooms

Ross, A. S., Randolph, W. & Jeffery, W. J., 2011-12. *Corporate Finance*, 9th Edition, McGraw-Hill.

Rouf, A., 2015. Capital Structure and Firm Performance of Listed Non-Financial Companies in Bangladesh, *International Journal of Applied Economics and Finance,* Vol. 9, No. 1, pp. 25-32.

Saeedi, A, & Mahmoodi, I., 2011. Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Iranian Companies, *International Research Journal of Finance and Economics,* Vol. 70, pp. 20-29.

Siddik, M. N. A., Kabiraj, S. & Joghee, S., 2017. Impacts of Capital Structure on Performance of Banks in a Developing Economy: Evidence from Bangladesh. *International Journal of Financial Studies*, Vol. 5, Issue 2, pp. 1-18

Soumadi, M. & Hayajneh, O., 2012. Capital Structure and Corporate Performance: Empirical Study on the Public Jordanian Shareholdings Firms Listed in Amman Stock Market. *Research Journal of Finance and Accounting,* Vol. 6, pp. 1-9.

NOTES FOR CONTRIBUTORS

Dhaka Commerce College Journal (DCCJ) is a peer reviewed official publication of Dhaka Commerce College published in June and December each year. It publishes research papers and review articles on language, literature, business, management, economics, science and technology, and all other socio-economic and development studies issues. Contributors must follow the guidelines below:

Rules of Submission

Articles submitted to DCCJ must contain original and unpublished research articles reflecting the authors' own thinking and judgment. Manuscripts must be written in clear, lucid, and grammatically correct language. They must also be type-written in Times New Roman for English and SutonnyMJ for Bangla keeping double space between the lines on one side of A4 size off-set paper, exceeding not more than 20 pages, and numbered chronologically.

Copies: Two printed copies and a soft copy of the article should be submitted to the Editor of DCCJ within 30 June or 31 December each year.

Undertaking: An undertaking must be signed declaring that the whole study or writing is the writer's own and not plagiarized from any published or unpublished material.

Margins: Margins in all sides should be one (1) inch.

Font Sizes: The font sizes will be for title 14, abstract (title and body) 11, main points 13 (bold), sub points 12 (bold), body 12, and tables and figures 10 with titles 10 (bold). For Bangla SutonnyMJ font sizes will be for title 15, abstract (title and body) 12, body 13, and tables and figures 11.

Cover Page: On the cover page the title of the article, the name of the author with his/her designation and affiliation, email, cell number, word count of the entire article, and the date of submission should be clearly mentioned.

Author(s): For any writing a single author is appreciable. However, co-author, if needed, should not be more than one.

Title: The title in the text should be informative, brief, and to the point. It should not also take more than 12 words.

Abstract: The abstract should be within 150-200 words approximately and should contain objectives, methodology, data, findings, and conclusions.

Keywords: Four to six keywords reflecting the whole work should be provided.

Introduction: A clear statement of the objectives, necessary background for the research, and a brief review of the related literature should be presented.

Literature Review: The author should provide a literature review that is a comprehensive overview of all the knowledge available on the specific topic under study till date. The research idea must stand on literature review since it provides context, relevance, and background to the research problem being explored.

Methodology: Methodology of the study should be stated clearly.

Tables and Figures: Tables and figures (graphs, charts, maps, line drawings, photographs, etc.) must have numbers (e.g., Table 1, Figure 1) with captions. Tables and figures must also be original. Numbers should also be consecutive.

Results and Analyses: The study results/findings and analyses should be clear, to the point, and appropriately linked to the tables and figures presented.

Conclusion: A distinct and brief conclusion should be given at the end of the study. Also, recommendations for further study can be added to before or after the conclusion.

References: The full bibliographical information for each source must be provided alphabetically at the end of the paper with titles 'References' or 'Works Cited'. Each author's name appearing in the text must also appear in the reference list, and every work in the reference list must also be referred to in the main text. No paper/study/writing should be submitted without a proper combination of the in-text and end-text citation or references. Details of references, e.g., capitalization, punctuation, underlining, bold, italicization are also very important. For quotation, the page number of the source or reference should be mentioned explicitly within the text and at the end of the text.
For listing references American Psychological Association (APA), Modern Language Association (MLA), or Harvard Referencing Guide (HRG) should be followed. A short list of APA, MLA, and Harvard referencing is presented below:

American Psychological Association (APA) Referencing

In-Text Citation or Parenthetical References
To cite information directly or indirectly, there are two ways to acknowledge citations

a. Make it a part of a sentence.
b. put it in parentheses at the end of the sentence.

Direct Quotation

Use quotation marks around the quote and include page numbers, e.g.,
a. Cohen and Lotan (2014) argue that "many different kinds of abilities are essential for any profession" (p.151).
b. “Many different kinds of abilities are essential for any profession” (Cohen & Lotan, 2014, p.151).

Indirect Quotation/Paraphrasing/Summarizing
Do not use any quotation marks, e.g.,
a. Professional knowledge alone does not make someone a very capable professional (Cohen & Lotan, 2014).
b. According to Cohen and Lotan (2014), professional knowledge alone does not make someone a very capable professional.

Citations from a Secondary Source
a. Gould’s (1981) research “raises fundamental doubts as to whether we can continue to think of intelligence as unidimensional” (as cited in Cohen & Lotan, 2014, pp. 151-152).
b. Intelligence cannot be believed to consist of one single entity any more (Gould, 1981, as cited in Cohen & Lotan, 2014).
1. Book with one author: (King, 2000) or King (2000) compares Frame ...
2. Book with two authors: (Dancey & Reidy, 2004) or Dancey and Reidy (2004) said… (When paraphrasing in text, use and, not &.)
3. Book with three or more authors: (Krause, Bochner, & Duchesne, 2006) then (Krause et al., 2006)
4. Book or report by a corporate author e.g. organisation, association, government department: (International Labour Organization, 2007) or (International Labour Organization [ILO], 2007), then (ILO, 2007)
5. Book chapter in edited book: (Kestly, 2010) or Kestly (2010) compares educational settings of ...
6. Journal article with DOI: (Cavenagh & Ramadurai, 2017) or Cavenagh and Ramadurai (2017) recommend..
7. Electronic book (eBook): (Nydegger, 2018) or Nydegger (2018) examines...
8. Journal article with no DOI: Germann, Ebbes, and Grewal (2015) claim that “there have been …” (p. 19). then subsequently, if 3-5 authors Germann et al. (2015) argue…
9. Magazine: (Goodwin, 2002) or Goodwin (2002) defends ...
10. Newspaper article: (Coster, 2017) or Coster (2017) reports ...
11. Personal Communication: (W. Bush, personal communication, March 19, 2017)
12. Course handout/Lecture notes (electronic version): (Archard, Merry, & Nicholson, 2011) then subsequently, if 3-5 authors (Archard et al., 2011)
13. Video (e.g. YouTube): (University of Waikato Library, 2017) or University of Waikato Library (2014) demonstrates…
14. Reference book – dictionary or encyclopedia entry:(Cerveny & Haines-Young, 2016) or Cerveny and Haines-Young (2016) state ...
15. Webpage: (New Zealand Trade and Enterprise, n.d., para. 1) (For direct quote, cite the paragraph no. in text)

References by Type

1. Book with one author: King, M. (2000). Wrestling with the angel: A life of Janet Frame. Auckland, New Zealand:Viking.
2. Book with two authors: Dancey, C. P., & Reidy, J. (2004). Statistics without maths for psychology: Using SPSS for Windows (3rd ed.). Harlow, England: Pearson/PrenticeHall.
3. Book with three or more authors: Krause, K.-L., Bochner, S., & Duchesne, S. (2006). Educational psychology for learning and teaching (2nd ed.). Melbourne, Australia: Thomson.
4. Book or report by a corporate author e.g. organisation, association, government department: International Labour Organization. (2007). Equality at work: Tackling the challenges (International Labour Conference report). Geneva, Switzerland: Author.
5. Book chapter in edited book: Kestly, T. (2010). Group sandplay in elementary schools. In A. A. Drewes & C. E. Shaefer (Eds.), School-based play therapy (2nd ed., pp. 257- 282). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. (N.B. Include the page numbers of the chapter after the book title.)
6. Electronic book (eBook): Nydegger, R. (2018). Clocking in: The psychology of work. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com {N.B. Use the URL of the eBook's homepage or the DOI (Digital Object identifier).}
7. Journal article with DOI: Cavenagh, N., & Ramadurai, R. (2017). On the distances between Latin squares and the smallest defining set size. Journal of Combinatorial Designs, 25(4), 147–158.
https://doi.org/10.1002/jcd.21529 (N.B. DOI (Digital Object Identifier) is a unique code assigned to a scholarly/academic publication, which links to the article online. Note: Many journals in Psychology and other disciplines use continuous pagination, so the issue number is not required)
8. Journal article with no DOI: Germann, F., Ebbes, P., & Grewal, R. (2015). The chief marketing officer matters! Journal of Marketing, 79(3), 1-22. {(N.B. Retain original punctuation of titles.Acapital letter is used for keywords in the journal title. The journal title and volume number are italicised, followed by the issue number in brackets (not italicised).}
9. Magazine: Goodwin, D. K. (2002, February 4). How I caused that story. Time, 159(5), 69. (N.B. Full date is used if published weekly; month and year if monthly.)
10. Newspaper article: Coster, D. (2017, June 12). Driver who caused man's death is placed into dementia care. Stuff. Retrieved from http://www.stuff.co.nz/ (N.B Use the URL of the newspaper's homepage, as a direct link to an online article in a newspaper website is not a persistent link.)
11. Course handout/Lecture notes (electronic version): Archard, S., Merry, R., & Nicholson, C. (2011). Karakia and waiata [Powerpoint slides]. Retrieved from TEPS757-11B (NET): Communities of Learners website:
http://elearn.waikato.ac.nz/mod/resource/view.php?id=174650 (N.B. Put format in square brackets - e.g. [Lecture notes] [Panopto video]. This referencing format should be used only for your assignments.)
12. Video (e.g. YouTube): University of Waikato Library. (2017, September 18). APA referencing [Video file]. Retrieved from
https://www.youtube.com/watch?v=8nhWZ_RumSE&list=PLV6rcj47rsw8LffYhAwlLv37MQDArYFNw
13. Personal Communication: (N.B. Information such as letters, telephone conversations,

emails, interviews, and private social networking is called "Personal Communication", and no reference list entry is required.)
14. Reference book – dictionary or encyclopedia entry: Cerveny, R. S., & Haines-Young, R. (2016). Climate change. In D. S. G. Thomas & A. Goudie (Eds.), The dictionary of physical geography (4th ed.). Oxford, United Kingdom: Blackwell.
15. Webpage: New Zealand Trade and Enterprise. (n.d.). Agribusiness. Retrieved from https://www.nzte.govt.nz (N.B. (n.d.) = no date. The basic format is: (1) Author (could be organisation). (2) Date (either date of publication or latest update). (3) Title. (4) URL.)

Reference: APA Referencing Style Guide. Retrieved from http://pssr.org.pk/APA-Quick-Guide-6th-For-Refrencing.pdf

Modern Language Association (MLA) Referencing

In-Text Citation or Parenthetical References
1. Author's name in text: Sellers had expressed that the market changed in the 17th century (91-92).
2. Author's name in reference: …Sellers view on economic growth is not widely embraced among Historians (Cassell 9).
3. Multiple authors of a work: The literature also indicates (Hamilton and Spruill 231) that modest improvements have been made to training programs.
4. Two locations: Sellers market and democracy theory does have merit (91-92, 261).
5. Two works cited: (Salzman 38; Sellers 198)
6. References to volumes and pages: (Crowell 4: 19-22)
7. Corporate authors: (Chrysler Group, 2009 Annual Report 36-39)
8. Work with no author: (Time 22)

References by Type
1. Book with one author: Koenig, Gloria. Iconic LA: Stories of LA's Most Memorable Buildings. Glendale: Balcony, 2000. Print.
2. Book with two or three authors: Landau, Robert, and John Pashdag. Outrageous L.A. San Francisco: Chronicle, 1984. Print.
3. Book with more than three authors: Gebhard, David, et al. A Guide to Architecture in San Francisco & Northern California. Santa Barbara: Peregrine, 1973. Print.
4. Book with editor's & no author: Weisser, Susan Ostrov, ed. Women and Romance: A Reader. New York: New York UP, 2001. Print.
5. Book with author & editor: Sheppard, Michael. "Assessment: From Reflectivity to Process Knowledge." Handbook for Practice Learning in Social Work and Social Care: Knowledge and Theory. Ed. Joyce Lishman. London: Jessica Kingsley, 2007. 128-137. Print.
6. Book with Two Editors: Townsend, Tony, and Richard Bates, eds. Handbook of Teacher Education: Globalization, Standards and Professionalism in Times of Change. Dordrecht: Springer, 2007. Print.
7. Anthology (Essay, short story, poem, or other work that appears within a collection of literary pieces): Orwell, George. "Such, Such Were the Joys." The Art of the Personal Essay: An Anthology from the Classical Era to the Present. Ed. Philip Lopate. New York: Anchor-Doubleday, 1994. Print.
8. Encyclopedia: "Los Angeles." The New Encyclopaedia Britannica: Macropaedia. 15th

ed. 1998. Print.
9. Dictionary – signed: Turner, Thornton F. "Mission." A Dictionary of Architecture and Building. Ed. Russell Sturgis. 1st ed. 3 Vols. New York: Macmillan, 1902. Print.
10. Article from a scholarly journal with continuous pagination: Example: Faragher, John Mack. "Bungalow and Ranch House: TheArchitectural Backwash of California."Western Historical Quarterly 32.2 (2001): 149-173. Print.
11. Article from a newspaper: Ouroussoff, Nicolai. "Enduring Legacy: How the Spanish Missions Still Shape Modern California."Los Angeles Times 7 Sept. 1997, home ed.: B2+. Print.
12. Article from a popular magazine: Mezrich, Ben. "To Live and Die in L.A." Wired May 2003: 131-135. Print.
13. Article from an online full-text database: Kellogg, Craig. "Looks Count."Interior Design. 74.3 (2003): 208-213. Academic Search Elite. Web. 24 Dec. 2009.
14. Webpage: Matthews, Kevin. "W. E. Oliver House."Greatbuildings.com. Architecture Week Great Buildings Collection, 2010. Web. 1 Feb.
15. Online Book: Stevenson, Robert Louis. Treasure Island. London: Cassell & Company, 1883. Google Book. Web. 1 Sept. 2015.
16. eBook: Heffron, Sean. The Skinny on Your First in College. Westport: Rand Media, 2011. eBook Academic Collection (EBSCOhost). Web. 1 Sept. 2015.

Reference: MLA Style - Guide Quick & Easy. Retrieved from https://www.mtsac.edu/eops/tutoring/mlacitation_quickguide.pdf

Harvard Referencing Guide

In-Text Citation or Parenthetical References

It has been claimed that . . . (Author YEAR, p.). Or, Author (YEAR, p.) claims that . . .
1. Book – Print: (Connell 2009)
2. Book with two or three authors: (Campbell, Fox & de Zwart 2010)
3. Book with four or more authors: (Henkin et al. 2006)
4. Book chapter in compiled book (each chapterwritten by a different author): (Warner 2010)
5. Book with an edition number: (Carroll 2012)
6. Book with no author: (Style manual for authors, editors and printers 2002)
7. Book with a volume number: (Cowie, Mackin & McCaig 1983)
8. E-Book from web (freely available online): (de Grosbois 2015)
9. Book written in a foreign language: Translate the book title only like (Lemmens 1996)
10. Book translated from a foreign language: (Jansson 1948)
11. Journal article – Print: (Habel 2009)
12. Journal article from web, freely available from an e-journal's website: (Ticker2017)
13. Journal article with DOI (Digital Object Identifier): (Jeeyoo et al. 2017)
14. Journal article in press/advance online publication: (Muldoon 2012)
15. Journal article with two authors: (Darwin & Palmer 2009)
16. Journal article with three authors: (Maier, Baron & McLaughlan 2007)
17. Journal article with four or more authors: (Grosso et al. 2017)
18. Conference paper published in book of proceedings: (Goldfinch 2005)
19. Conference paper – online edited proceedings: (Crisp, G, Hillier,M&Joarder, S 2010)
20. Conference presentation – unpublished: (Butler 2009)

21. Newspaper or magazine article: (Robertson & Kyriacou 2010)
22. Newspaper or magazine article viewed online: (Banks 2010)
23. Newspaper or magazine article with no author: (Evening Express 2014)
24. Data set – no DOI: (Bureau of Meteorology 2011)
25. Webpage: (World Health Organization 2014)
26. YouTube: (Bainbridge State College 2010)
27. Bureau of Statistics: (Australian Bureau of Statistics 2008)
28. Dictionary: (Longman dictionary of contemporary English 2003)
29. Encyclopaedia – author prominent: (Crystal 1995)
30. Encyclopaedia – author not prominent: (Encyclopaedia Britannica 1966)
31. Maps: (Mason 1832)
32. Picture or graph: (Willison & O'Regan 2006)
33. PowerPoint presentation: (Aguilar 2001)
34. Report – print and online: (Bradley, Noonan & Scales 2008) or give the name: (The Bradley report 2008) 35. Reports by organisations without a specific author: (The least developed countries report 2010)
35. Thesis: (Miller 2002)
36. Dates: Website with no date – write n.d.
37. Two books or articles written in the same year: use the letters ‘a’ and ‘b’ in thetext.
38. Multiple sources: (Brown 2003; Miller 2009; Smith 2001).
39. Secondary sources: (Smith 2001 in Wright 2004)

References by Type

1. Book – Print: Connell, R 2009, Gender, Polity Press, Cambridge.
2. Book with two or three authors: Campbell, E, Fox, R & de Zwart, M 2010, Students’ guide to legal writing, law exams and self assessment, 3rd edn, Federation Press,Sydney.
3. Book with four or more authors: Henkin, RE, Bova, D, Dillehay, GL, Halama, JR, Karesh, SM, Wagner, RH & Zimmer, MZ 2006, Nuclear medicine, 2nd edn, Mosby Elsevier, Philadelphia.
4. Book chapter in compiled book (each chapter written by a different author): Warner, R 2010, 'Giving feedback on assignment writing to international students - the integration of voice and writing tools', in WM Chan, KN Chin, M Nagami & T Suthiwan (eds), Media in foreign language teaching and learning, De Gruyter, Boston, pp. 355-382.
5. Book with an edition number: Carroll, AB 2012, Business & society: ethics, sustainability, and stakeholder management, 8th edn, South-Western Cengage Learning, Mason, Oklahoma.
6. Book with no author: Style manual for authors, editors and printers 2002, 6th edn, John Wiley & Sons, Milton, Qld.
7. Book with a volume number: Cowie, AP, Mackin, R & McCaig, IR 1983, Oxford dictionary of current idiomatic English, vol. 2, Phrase, clause and sentence idioms, Oxford University Press, Oxford.
8. E-Book from web (freely available online): de Grosbois, T 2015, Mass influence: the habits of the highly influential, Wildfire Workshops, viewed 21 May 2017, <http://www.massinfluencethebook.com>.
9. Book written in a foreign language: Lemmens, M 1996, 'La grammaire dans les dictionnaires bilingues', in H Béjoint & P Thoiron (eds), Les dictionnaires bilingues

(Bilingual dictionaries), Duculot s.a., Louvain-la-Neuve, Belgium, pp. 71-102.
10. Book translated from a foreign language: Jansson, T 1948, Finn family Moomintroll, trans. E Portch, Puffin Books, London.
11. Journal article – Print: Habel, C 2009, 'Academic self-efficacy in ALL: capacity-building through self-belief', Journal of Academic Language and Learning, vol. 3, no. 2, pp. 94-104.
12. Journal article from web, freely available from an e-journal's website: Ticker, CS 2017, 'Music and the mind: music's healing powers', Musical Offerings, vol. 8, no. 1, article 1, viewed 21 May 2017,
<http://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=musicalofferings>.
13. Journal article with DOI (Digital Object Identifier): Jeeyoo, L, Ji-Eun, L, Yuri, K, Lee, J, Lee, J-E & Kim, Y 2017, 'Relationship between coffee consumption and stroke risk in Korean population: the Health Examinees (HEXA) study', Nutrition Journal, vol. 16, pp. 1-8, DOI:10.1186/s12937-017-0232-y.
14. Journal article in press/advance online publication: Muldoon, K, Towse, J, Simms, V, Perra, O, & Menzies, V 2012 'A longitudinal analysis of estimation, counting skills, and mathematical ability across the first school year', Developmental Psychology, advance online publication, DOI:10.1037/a0028240.
15. Journal article with two authors: Darwin, A & Palmer, E 2009, 'Mentoring circles in higher education', Higher Education Research and Development, vol. 28, no. 2, pp. 125-136.
16. Journal article with three authors: Maier, H, Baron, J & McLaughlan, R 2007, 'Using online roleplay simulations for teaching sustainability principles to engineering students', International Journal of Engineering Education, vol. 23, no. 6, pp. 1162-1171.
17. Journal article with four or more authors: Grosso, G, Stepaniak, U, Micek, A, Stefler, D, Bobak, M & Pajak, A 2017, 'Coffee consumption and mortality in three Eastern European countries: results from the HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe) study', Public Health Nutrition, vol. 20, no. 1, pp. 82-91.
18. Conference paper published in book of proceedings: Goldfinch, M 2005, 'A pilot discussion board for questions about referencing: what do students say and do?' in G Grigg & C Bond (eds), Supporting learning in the 21st century, proceedings of the 2005
Annual International Conference of the Association of Tertiary Learning Advisors Aotearoa/New Zealand (ATLAANZ), Dunedin, New Zealand, pp. 179-191.
19. Conference paper – online edited proceedings: Crisp, G, Hillier, M & Joarder, S2010, 'Assessing students in Second Life – some options', in CH Steel, MJ Keppell, P Gerbic, & S Housego (eds), Curriculum, technology & transformation for an unknown future. Proceedings of the 27th Annual ASCILITE Conference: Curriculum, technology and transformation for an unknown future, Sydney, pp. 256–261, viewed 15 July 2011, <http://www.ascilite.org.au/conferences/sydney10/proceedings.htm>.
20. Conference presentation – unpublished: Butler, D 2009, 'Using video worked examples to enhance learning in a first year mathematics course', paper presented at the 4th ERGA conference, University of Adelaide, 24-25September.
21. Newspaper or magazine article: Robertson, D & Kyriacou, K 2010, 'Skating on thin ice', Advertiser, 20 November, p. 9.
22. Newspaper or magazine article viewed online: Banks, D 2010, 'Tweeting in court:

Why reporters must be given guidelines', The Guardian, 15 December, viewed 25 November 2015,
http://www.theguardian.com/law/2010/dec/15/tweeting-court-reporters-julian-assange>.
23. Newspaper or magazine article with no author: Evening Express 2014, 'Firearms officer drove at 60mph on wrong side of road in Aberdeen', Evening Express, 22 May, p. 12, viewed 18 April 2017,
http://www.eveningexpress.co.uk/news/local/firearms-officer-drove-at-60mph-on-rongside-of-road-in-aberdeen-1.382464>.
24. Data set – no DOI: Bureau of Meteorology 2011, High-quality Australian daily rainfall dataset, Bureau of Meteorology, viewed 17 November 2011,
ftp://ftp.bom.gov.au/anon/home/ncc/www/change/HQdailyR>.
25. Webpage: World Health Organization 2014, WHO recommendations for routine immunization – summary tables, World Health Organization, viewed 1 May 2014, <http://www.who.int/immunization/policy/ummunization_tables/en/>.
26. YouTube: Bainbridge State College 2010, Plagiarism: how to avoid it, YouTube, 5 January, viewed June 5 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=2q0NlWcTq1Y>.
27. Bureau of Statistics: Australian Bureau of Statistics 2008, Australian social trends 2007, cat. no. 4102.0,ABS, viewed 31 October 2008, <http://www.ausstats.abs.gov.au>.
28. Dictionary: Longman dictionary of contemporary English, 3rd edn, 2003, Pearson Education Limited, Harlow, UK. [Only include in reference list if details are necessary.]
29. Encyclopaedia – author prominent: Crystal, D 1995, The Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge University Press, Cambridge.
30. Encyclopaedia – author not prominent: Encyclopaedia Britannica 1966, Encyclopaedia Britannica Inc., Chicago.
31. Maps: Mason, J 1832, Map of the countries lying between Spain and India, 1:8,000,000, Ordnance Survey, London.
32. Picture or graph: Willison, J & O'Regan, K 2006, Research skill development framework, viewed 14 December 2010,
<http://www.adelaide.edu.au/clpd/rsd/framework/>.
33. PowerPoint presentation: Aguilar, F 2001, 'Polyethylene biodigesters: production of biogas and organic fertilizer from animal manure', PowerPoint presentation, viewed 14 December 2010, http://www.adelaide.edu.au/biogas/poly_digester/>.
34. Report – print and online: Bradley, D, Noonan, P, Nugent, H & Scales, B 2008, Review of Australian higher education, Australian Government,Canberra.
35. Reports by organisations without a specific author: The least developed countries report 2010, United Nations Conference on Trade and Development, viewed 14 December 2010, <http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=14129&intItemID=2068&lang=1>.
36. Thesis: Miller, J 2002, 'An investigation into the use of anglicisms in modern European Portuguese', MA thesis, Flinders University,Adelaide.
37. Two books or articles written in the same year: use the letters 'a' and 'b' in the reference list, e.g., Smith 2000a, Smith 2000b.

Reference: University of Adelaide Library and Writing Centre, 23April 2018. Retrieved from https://www.adelaide.edu.au/writingcentre/sites/default/files/docs/harvard-referencingguide.pdf